পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 1 Sunday, 01 December, 2024 ✻ ৩০ বর্ষ, ১ সংখ্যা ✻ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, রবিবার, ০১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

ভারত ও শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে উদ্ধার প্রায় ৫০০ কেজি মাদকদ্রব্য
পাতা-২

রাজ্যকে আরো ১ হাজার ৪০০কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র-
পাতা-৫

অপরাজিতা বিল পাসের দাবীতে জামালপুর ব্লক মহিলা তৃণমূলের মিছিল
পাতা-৭

অস্ট্রেলিয়া যাওয়া নিয়ে অনিশ্চিয়তা দেখা দিল মহম্মদ শামির ক্ষেত্রে
-পাতা-৮

কাউকে নিরাশ করবো না, ওয়ানাডের জনতাকে আশ্বাস প্রিয়াঙ্কার

ওয়ানাড, ৩০ নভেম্বর ঃ ওয়ানাডের জনতাকে আশ্বাস দিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। শনিবার ওয়ানাডে এক জনসভায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখতে এসেছি। আমি আপনাদের সমস্যাগুলি গভীরভাবে বুঝতে এখানে এসেছি। অবশ্যই রাতের নিষেধাজ্ঞা, মানুষ-প্রাণীর সংঘর্ষ, স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা, উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা আমি জানি। প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, আমি এখন এখানে এই সবের জন্য লড়াই করতে, আপনাদের সাথে কাজ করতে এবং সেগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে এসেছি। আমি আপনাদের বাড়িতে আসব, আপনাদের সাথে দেখা করব, আমার অফিসের দরজা খোলা। আমি আপনাদের নিরাশ করব না। এদিন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন এই লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও।

লোকসভায় একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে লড়াই চলছে ঃ রাহুল গান্ধী

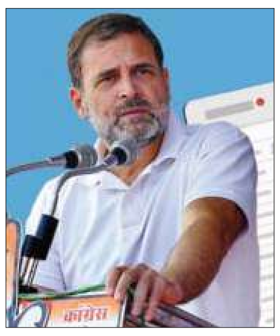

ওয়ানাড, ৩০ নভেম্বর ঃ লোকসভায় একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে লড়াই চলছে। শনিবার ওয়ানাডে আয়োজিত এক সভায় এমনটাই মন্তব্য করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, লোকসভায় আমরা একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা অনুভূতি, ভালবাসার কথা বলছি। তারা বিদ্বেষ, বিভেদ, হিংসার কথা বলে। সংবিধান বলছে, সব মানুষকে সমানভাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আদানির সঙ্গে অন্য ভারতীয়দের থেকে আলাদা আচরণ করা হবে। রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আদানিকে আমেরিকায় অভিযুক্ত করা হয়েছে, আমেরিকায় তাকে অপরাধী বলা হযেছে তাতে কিছু যায় আসে না। ভারতে, আমরা তাকে অভিযুক্ত করব না, তাদের হাতে পুরো সরকার আছে। তাদের হাতে মিডিয়া আছে। অর্থৎ, গোয়েন্দা সংস্থা, সিবিআই, ইডি, আইটি এবং আমাদের কাছে এর কিছুই নেই। আমাদের কাছে শুধু জনগণের অনুভূতি আছে। এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক যে, মানুষের অনুভূতি প্রতিবারই জয়ী হয়। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা বিজেপির আদর্শকে পরাজিত করব।

উপনির্বাচনে জয়ীদের শপথ গ্রহণ সোমবার, মন্ত্রিসভারও হবে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের ষষ্ঠ দিনে আগামী সোমবার উপনির্বাচনে জয়ী ৬ জন সদস্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। ৬টি আসনের উপ-নির্বাচনে জয়ী নতুন সদস্যদের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ হবে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। অধ্যক্ষের দফতরে ইতিমধ্যেই রাজভবনের তরফে ওই বার্তা এসে পৌঁছেছে।

পরিষদীয় দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহে অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় শপথ গ্রহণের বিষয়ে চিঠি লিখেছিলেন রাজ্যপাল। শহরে ফিরে তা গ্রহণ করেছেন রাজ্যপাল। রাজভবন থেকে এরপর সিদ্ধান্তের কথা সরাসরি গতরাতে বিধানসভায় পৌঁছে দেওয়া হয়। রাজভবন সূত্রের খবর, রাজ্যপাল কলকাতার বাইরে ছিলেন। সেই কারণে এই বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছার কথা জানাতেই দেরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকও রয়েছে এবং বিধানসভায় তা হবে। ওই বৈঠকের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

জনতার জন্য ‘সেবাশ্রয়’ চিকিৎসকদের সুরক্ষার ভার নিজেই নিলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসকদের সুরক্ষায় শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় ‘ডক্টরস্ কনভেনশন’ অনুষ্ঠানে চালু করলেন বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। তাঁর নির্দেশে তৈরি হল ‘প্রায়োরিটি গ্রুপ’। কোনও ডাক্তার পরিষেবা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে ওই হেল্পলাইনের মাধ্যমে সাহায্য চাইলে তা পাবেন, সেই ভরসা দিলেন অভিষেক নিজে। হেল্পলাইন নং - ৭৮৮৭৭৭৮৮৭৭. আর জনতার স্বাস্থ্য পরিষেবায় তাঁর সংযোজন, ‘সেবাশ্রয় কর্মসূচি। যার আওতায় আগামী ৭৫ দিন ধরে ডায়মন্ড হারবারের ৭ বিধানসভা এলাকায় চলবে ২৮০০ স্বাস্থ্যশিবির। আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ৩০ নভেম্বর তিনি চিকিৎসক সমাবেশের আয়োজন করছেন এবং সেখান থেকে সংসদীয় এলাকার মানুষজনের জন্য সহজে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। সেইমতো এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সমাবেশে যোগ দেন প্রায় ১৩০০ চিকিৎসক। বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁরা এসেছিলেন। আমতলা স্টেডিয়ামে অভিষেক তাঁদের সামনে রেখে রোগী ও চিকিৎসকদের মধ্যে সেতুবন্ধনে প্রয়াসী হন। তাঁর কথায়, রোগী আর চিকিৎসকদের সম্পর্কের বন্ধন থাকা দরকার। অনেক সময় শুনতে পাই, চিকিৎসকরা অভিযোগ করেন যে রোগীর পরিবার তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। আমি বলছি, আমাদের মতো জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও অনেক সময় খারাপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, আপনারা তাঁদের কাছে যান, বোঝান। কথা বলুন। আপনাদের কোথাও কোনও অসুবিধা হলে আমি দেখব সেটা। আমি ইতিমধ্যে একটা হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে বলেছি। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও খুলতে বলেছি। কথা বলতে গিয়ে অভিষেক ফের ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ প্রসঙ্গ তুললেন। বুঝিয়ে দিলেন, অনেকে এই মডেল নিয়ে কটাক্ষ করলেও কেন কোভিড কালে তা সত্যিই আদর্শ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথায়, এমন কাজ হয়েছিল করোনার সময় যে এটা দেখে শিক্ষা পেয়েছে গোটা দেশ। সেই কাজই আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চালু হচ্ছে সেবাশ্রয় কর্মসূচি। আগামী ৭৫ দিন ধরে ১০ জনের একটা কোর টিম গড়ে দিয়েছি। সমস্যায় পড়লে আপনারা যোগাযোগ করুন, সাহায্যা পাবেনই। জনগণের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার চলবে স্বাস্থ্যশিবির। সেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা করানোর পাশাপাশি একাধিক পরীক্ষাও করাতে পারবেন এলাকাবাসী। ১০০০ চিকিৎসক, ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবক এর দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রত্যেক বিধানসভায় এলাকায় অন্তত ৪০ টি ক্যাম্প হবে। ১২ টি হাসপাতাল এই কর্মযজ্ঞে অংশ নিতে আগ্রহী। অভিষেকের কথায়, আমি চাইলেই যে এই ব্যবস্থা হয়ে যেত তা নয়। সবাই মিলে এই কর্মসূচি আয়োজন করেছেন। আমি টিম ওয়ার্কে বিশ্বাস করি। মানুষের পাশে আমরা রয়েছি।

ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ কমিশনের, প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি, ৩৩০ নভেম্বর ঃ হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের ভোটের ফল নিয়ে একাধিকবার নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। এবার পাল্টা এল কমিশনের তরফে। যা যা অভিযোগ আছে কমিশন দপ্তরে এসে প্রমাণ করুন, একপ্রকার চ্যালেঞ্জের সুরে কংগ্রেসকে জবাব দিল কমিশন। মহারাষ্ট্রের ভোটের ফলাফলের পর সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে ভোটগ্রহণ। আবার ভোটগণনা পর্যন্ত ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছে হাত শিবির। অভিযোগ, নির্বাচনের প্রায় ৬ মাস আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় থেকেই কারচুপি শুরু হয়েছে। কারণ ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় দেখা যায় প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে প্রায় ১০ হাজার করে নতুন ভোটার সংযোজিত হয়েছে। আবার লক্ষ্যনীয়ভাবে ভোটগ্রহণের দিন আচমকাই শতাংশের হার বেড়ে যায়। কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় ব্যাপক ভুয়ো ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। রাজ্যের শাসক জোটের মদতে প্রচুর জাল আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড তৈরি করা হয়েছিল। ফলে রাজ্যের সব কেন্দ্রেই ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গত ৬ মাসে প্রায় ৪৭ লক্ষ নতুন ভোটার সংযোজিত হয় তালিকায়। এমন ৫০টি আসন রয়েছে সেখানে গড়ে ৫০ হাজার করে ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়, তুজলাপুর আসনে একই ব্যক্তি বিভিন্ন পরিচয়ে ভোটার কার্ড বানিয়ে ভোট দেয়। এই আসনে ৯৯ সাল থেকে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়ে আসছেন। এবার তিনিই ৩৭ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন। আরও অভিযোগ, ভোটগ্রহণের দিন কমিশনের তরফে ৫টার সময় জানানো হয়, ৫৮.২২ শতাংশ ভোট পড়েছে। সেখানে রাত ১১টায় জানানো হয়, শতাংশের হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৫.০২। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি কার্যত অসম্ভব। কংগ্রেসের সেই অভিযোগের জবাবে নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু। এই ধরনের কোনও অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই। তবে কংগ্রেসের প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কমিশন রাজি। আগামী ৩ ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং এজেন্টদের আহ্বান জানানো হচ্ছে, কমিশনের অফিসে এসে ইভিএম বা ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে যা যা অভিযোগ, প্রমাণ-সহ এসে আলোচনা করুন।

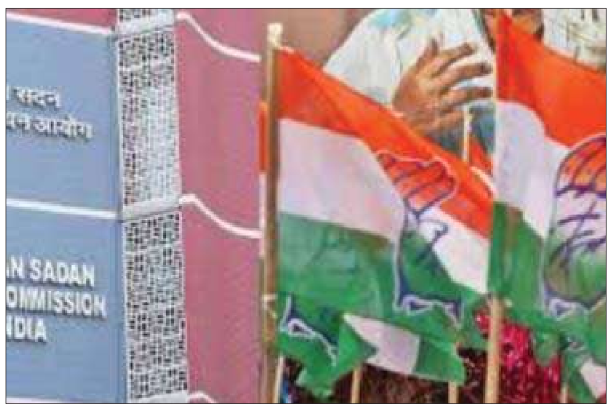

গ্রেপ্তার আরও এক হিন্দু সন্ন্যাসী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। তবে সংখ্যালঘু নিয়ে ইউনুস সরকারের মানসিকতায় কোনও বদল আসেনি। এবার অন্যায় ভাবে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন ইসকনের আর এক সন্ন্যাসী শ্যাম দাস প্রভু। জেলবন্দী চিন্ময় প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন শ্যাম প্রভু। সেখানেই কোনও ওয়ারেন্ট ছানা গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন ইসকন কলকাতার মুখপাত্র রাধারমণ দাস।

কলকাতায় বাংলাদেশিদের চিকিৎসা বন্ধের বিরোধিতা ফিরহাদ হাকিমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশিদের চিকিৎসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল। তবে এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শনিবার পুরসভায় তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে আমাদের প্রবল আপত্তি আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও মানুষ অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করব না? চিকিৎসক বা চিকিৎসা কেন্দ্রের ধর্ম তাকে সুস্থ করা। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননায় ফুঁসে উঠেছে বাংলা। এর প্রেক্ষিতে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ তথা বন্ধ্যত্বরোগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা সামাজিক মাধ্যমে পোস্টে লেখেন, ‘ প্রবেশপথে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা! চেম্বারে বাংলাদেশের রোগী দেখা আপাতত বন্ধ রাখছি। আগে দেশ, পরে রোজগার। আশা রাখব দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া অবধি অন্যরাও তাই করবেন।’এর পর মানিকতলার জেএন রায় হাসপাতাল বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, কোনও হাসপাতাল ব্যক্তিগতভাবে বন্ধ করতে পারে বাংলাদেশি নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়া। বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে আমাদের প্রবল আপত্তি আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও মানুষ অসুস্থ হলে তাঁকে আমরা সুস্থ করব না? চিকিৎসক বা চিকিৎসা কেন্দ্রের ধর্ম রোগীকে সুস্থ করা। যদি চিকিৎসা না হয়, এটা আমাদের মানবিকতা বিরোধী, এটা ঠিক নয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভিসা দেয় তাহলে সে চিকিৎসা করাতে পারবেন। কোনও সমস্যা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে ঃ সুকান্তর

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, তাঁর তুষ্টির রাজনীতির দ্বারা চালিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। শনিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি লিখেছেন, প্রতিবেশী নাগরিকরা নিজেদের আইডি সুরক্ষিত রেখে অনায়াসে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। তাঁর (মুখ্যমন্ত্রী) সরকার সীমান্তে ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়। প্রকাশ্যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সমালোচনা করে। মুখ্যমন্ত্রী কি এই অনুপ্রবেশকারীদের ঢাল করতে চান? বাংলাদেশের দুর্দশা দেখার পরও কি তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেবেন না? জাতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এর ব্যাখ্যা চায়।

কলকাতা মহানগরী

নিশানায় কেন্দ্র, ওয়াকফ ও অপরাজিতা বিল ইস্যুতে পথে তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে ওয়াকফ এবং অপরাজিতা বিল, এই দুই ইস্যুতে নিয়ে আজ, শনিবার পথে নামলো তৃণমূল। একদিকে ধর্মতলায় রানি রাসমণি রোডে সংখ্যালঘু সেলের ডাকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলকে মুসলিম সমাজের স্বার্থ বিরোধী হিসেবে অভিহিত করে সমাবেশ ডেকেছে তৃণমূল। প্রধান দুই বক্তা ওয়াকফ সংক্রান্ত সংসদের যৌথ কমিটির অন্যতম সদস্য সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও রাজ্যের বেশ কয়েকজন সাংসদ ও বিধায়কও ছিলেন।

তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্রের এই বিলের ধাক্কায় ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাড়বে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কল্যাণের দাবি, ওয়াকফ বোর্ড মুসলিম সমাজের সম্পত্তি সংরক্ষণ ও ধর্মীয় উন্নয়নের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার নয়া আইন দিয়ে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। কেন্দ্রের এই সংশোধনীর বিরোধিতা করে আগামী সোমবার বিধানসভায় প্রস্তাবও আনছে শাসকদল। অন্যদিকে নারী ও শিশুদের যৌন নির্যাতন বন্ধে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া অপরাজিতা বিলকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত আইনি রূপ দিতে হবে। শনিবার এই দাবি নিয়ে রাজ্যজুড়ে মিছিল করে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। রাজ্যের সমস্ত ব্লকে ব্লকে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের এই মিছিলের পাশাপাশি কর্মসমিতির বৈঠক শেষে ঘোষিত দলের মহিলা সংগঠন পর পর দু’দিনের কর্মসূচিতে পথে নামছেন।

আগামী রবিবার সমস্ত ব্লকেই একই ইস্যুতে ধরনা হবে বলে শুক্রবার সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী ও অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন।

আর জি কর আবহে নারী ও শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম শাস্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে ‘অপরাজিতা বিল’ পাশ করান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত রাজ্যের চাপে পড়েই রাজ্যপালও এই বিলটি দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তার পর দু’মাস কেটে গেলেও এদিন পর্যন্ত ‘অপরাজিতা বিল’কে আইনে রূপ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও উদ্যোগ নেই। আর তাই তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় আজ দক্ষিণ কলকাতায় যাদবপুর থানার সামনে থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত মহিলাদের যে মিছিল হয় সেখানে নেতৃত্বে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও সাংসদ মালা রায় ও চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। মিছিল শেষ হবে গোলপার্কে। উত্তর কলকাতায় একই ইস্যুতে শ্যামবাজার থেকে হেদুয়া পর্যন্ত মিছিল করবেন তৃণমূলের মহিলারা। নেতৃত্বে থাকবেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সুপ্তি পাণ্ডে, স্মিতা বক্সি, মালা সাহা ও সোহিনী মুখোপাধ্যায়রা। পরদিন হাজরা মোড়ে দুপুর দুটো থেকে ধরনা হবে। এছাড়া বেহালা ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রেও অপরাজিতা বিলকে দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবিতে ধরনায় বসবেন তৃণমূলের মহিলারা।

শ্বাসকষ্ট, শরীরে কমছে অক্সিজেনের মাত্রা, ডেঙ্গুর নয়া উপসর্গ বাড়াচ্ছে চিন্তা

ডেঙ্গুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ম্যালেরিয়াও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ শীতের মরশুমে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। তবে এবার উপসর্গ শুধু জ্বর নয়। দেখা দিচ্ছে শ্বাসকষ্ট-সহ একাধিক নয়া সমস্যা। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আক্রান্তদের ফুসফুস। ফলে চিন্তা বাড়ছে চিকিৎসকদের। এ মরশুমে ডেঙ্গুর উপসর্গ কী কী তা জানা প্রয়োজন। ১. কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। ২. শ্বাসকষ্ট। কমছে অক্সিজেনের মাত্রা। ৩.কমছে রক্তচাপ। ৪.তলপেটে ব্যথা, বমি, ডায়েরিয়া ৫.দুর্বলতা

এতদিন ডেঙ্গুর উপসর্গ বলতে ছিল, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, হাত-পা ব্যথা, বমি। এ মরশুমে ডেঙ্গু আক্রান্তদের অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট। কারও কারও ক্ষেত্রে সমস্যা মারাত্মক আকার নিচ্ছে। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে সাধারণ উপসর্গই ছিল শ্বাসকষ্ট। কোভিড মারাত্মকভাবে ক্ষতি করছিল আক্রান্তদের ফুসফুস। করোনা মুক্তির পরও আক্রান্তদের বহু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। ডেঙ্গুতেও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় চিকিসকরাও রীতিমতো ভীত। মনে পড়ে যাচ্ছে করোনার ভয়াবহতা।

উল্লেখ্য, ডেঙ্গুর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়ে চলেছে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্যভবনের তরফে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকে পাঠানো রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরের অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যে প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯১১৬ জন। প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ২১২৩ জন। মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। আগস্টের পর বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের সংখ্যা সবথেকে বেশি রাজ্যের আটটি জেলার ৩১ টি ব্লক। জেলাগুলি হল, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া এবং বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্যজেলা। রাজ্যে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের প্রকোপ উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গত এক সপ্তাহে নতুন করে প্রায় ১ হাজার মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। গত দু’দিনে কলকাতা বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে এক স্বাস্থ্য কর্মী-সহ তিনজন ডেঙ্গি আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে চলতি বছরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে গত ১৯ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যেই রাজ্যের প্রায় এক হাজার মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে । ডেঙ্গির পাশাপাশি রাজ্যের ৮টি জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোও দেখা দিয়েছে । আলিপুরদয়ার, মালদহ, দিনাজপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলা মিলিয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১১ হাজার ছাড়িয়েছে। এছাড়া হাওড়া, ব্যারাকপুর, সোদপুর, দমদম, কসবা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ এবং আরও কিছু এলাকায় চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত রোগী মিলছে।

মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। মশা নিধন অভিযানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সচেতনতা প্রচারেও জোর দেওয়া হয়েছে। বাড়ির আশেপাশে কোথাও জমা জল যেন না থাকে, হাত পা ঢাকা দেওয়া জামা পরার কথা বলা হচ্ছে। রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য জুড়ে বিশেষ শিবির আয়োজন, ওষুধপত্রের পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতর ২ লক্ষ মশারি বিলি করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিলুপ্তির পথে হলুদ ট্যাক্সি

কলকাতা,৩০নভেম্বরঃ ট্রাম তো প্রায় শেষ। দোতলা বাস বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই। এবার কলকাতার রাস্তা থেকে বিদায় নিতে চলেছে সেই আদি ও অকৃত্রিম হলুদ ট্যাক্সি। একটু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ১৯০৮ সালে কলকাতায় শুরু হয় হলুদ ট্যাক্সির পরিষেবা। তখন ভাড়া ছিল মাইল প্রতি আট আনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই ১৯৪৮ সালে উত্তরপাড়ার হিন্দুস্তান মোটর ফ্যাক্টরিতে শুরু হয় গাড়ি তৈরি। ১৯৫৮ সাল থেকে সেখানে তৈরি হতে থাকে অ্যাম্বাসাডর। ১৯৫৬ সালের মরিস অক্সফোর্ড সিরিজ ৩-কে মাথায় রেখেই তৈরি হয় নকশা। এর পর ১৯৬২ সালে কলকাতা ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন অ্যাম্বাসাডরকেই পরিণত করল ট্যাক্সিতে। রং হিসেবে বেছে নেওয়া হয় হলুদকেই। তারপরে বহু পথ হেঁটে এখন বিদায়ের পালা সেই ঐতিহ্যবাহী হলুদ ট্যাক্সির।ভ্ভ কারণ হিসাবে সামনে এসেছে একাধিক কারণ। প্রধান কারণ কোভিদ। আসলে লকডাউনের ধাক্কায় বহু ট্যাক্সির মালিকই গাড়ি বেচে দিয়ে অন্য ব্যবসায় চলে গিয়েছেন। পাশাপাশি ১৫ বছরেরঅনেক বেশিই বয়স হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ গাড়ির।ফলে ক্রমেই একের পর এক বসে যাচ্ছে অ্যাম্বাসাডর। আর ওই কোম্পানিও নতুন করে গাড়ি তৈরি করছে না। এই বছরের শেষে একলাফে বসে যাবে প্রায় সাড়ে চার হাজার হলুদ ট্যাক্সি! শঙ্কিত ট্যাক্সি চালকরা। বর্তমানে শহর কলকাতায় প্রায় ৭,০০০ হলুদ অ্যাম্বাস্যাডর ট্যাক্সি রয়েছে। এর মধ্যে ১৫ বছরের নিয়মের জেরে চলতি বছরই প্রায় ৪৫০০ ট্যাক্সি বসে যাচ্ছে। এদিকে হিন্দমোটর ইতিমধ্যেই অ্যাম্বাস্যাডর (Ambassadors) তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে ধীরে ধীরে শহর কলকাতার রাস্তা থেকে হলুদ ট্যাক্সি গায়েব হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এগ্রো বিহার-২০২৪'-এর উদ্বোধন করলেন নীতীশ, চলবে ৪-দিন ধরে

পাটনা, ৩০ নভেম্বর ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শনিবার পাটনার গান্ধী ময়দানে ৪-দিন ব্যাপী 'এগ্রো বিহার-২০২৪'-এর উদ্বোধন করেছেন। শনিবার সকালে ৪-দিন ব্যাপী এই কৃষি প্রদর্শনী 'অ্যাগ্রো বিহার-২০২৪'-এর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এদিন বলেছেন, ২০০৬ সাল থেকে আমরা কৃষি রোড ম্যাপ চালু করে কৃষিক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছি। বিহারে অনেক ধরনের চাষ করা হচ্ছে। আগে কিছুই হতো না, এই ধরনের কৃষি প্রদর্শনী কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য আযোজেন করা হচ্ছে।নীতীশ কুমার আরও বলেছেন, কৃষি ও চাষাবাদের কতটা উন্নতি হয়েছে, তা দেখার এবং বোঝার জন্য আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন। অতীতে কৃষিকাজ খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল, কিন্তু ২০০৬ সালে কৃষি রোডম্যাপ চালু হওয়ার পর থেকে, এই সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কৃষি সম্পর্কিত অনেক বৈঠক হয়েছে এবং ফলস্বরূপ, কৃষকদের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন পরিকল্পনা ও সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে

পুলিশকর্মীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য নিউ আলিপুর এলাকায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার নিউ আলিপুর এলাকায় এক পুলিশকর্মীর মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, মৃতের স্ত্রী ও ছেলে প্রায়ই তাঁকে মারধর করত, যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয।শুক্রবার প্রকাশিত পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, মৃত পুলিশের নাম শঙ্কর চ্যাটার্জি। তিনি আলিপুর থানায. কর্মরত ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে নার্ভের রোগে ভুগছিলেন। তার হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হচ্ছিল, যার কারণে তিনি দীর্ঘদিন ছুটিতে ছিলেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে শঙ্করের দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ মৃতদেহটি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়েছে। এ ঘটনার পর শুক্রবার এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী শঙ্করের স্ত্রী ও ছেলেকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।এ ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ

'ট্রাম্প আমেরিকায় মোটেই নিরাপদ নয়' - পুতিন

বিশ্বসংবাদসংস্থা,৩০নভেম্বরঃ আমেরিকা ও রাশিয়ার চিরন্তন শত্রুতার দিন কি শেষ হতে চলেছে? এই প্রশ্ন ওঠার কারণ, ইতিমধ্যে ট্রাম্প এক বিবৃতে বলেছেন, তিনি পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। পুতিন তাতে রাজিও হয়েছেন। আবার কিছু দিন আগে পুতিন ট্রাম্পের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। আবার পুতিনের মুখে শোনা গেলো ট্রাম্প নিয়ে উদ্বেগ। কাজাখস্তানে একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্পের প্রশংসা করেন পুতিন। এমনকী, ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেল পুতিনকে। গত জুলাইতে

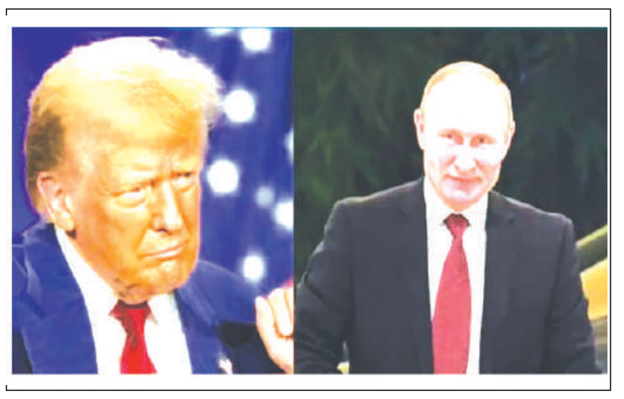

আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে আততায়ীর গুলিতে জখম হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ করে এদিন পুতিন বলেন, আমি মনে করি ট্রাম্প নিরাপদ নন। তিনি মনে করেন, ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে আরও সচেতন হওয়া দরকার। আরও এক পা এগিয়ে আমেরিকার আভ্যন্তরিন বিষয় নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন। রাশিয়ার প্রেসিডেঃট বলেন, ট্রাম্পকে পরাজিত করতে সম্পূর্ণ অসৎ উপায় নেওয়া হয়েছিল। এমনকী তাঁকে মারার চেষ্টাও করা হয়েছিল। একবার নয়, একাধিকবার সেই চেষ্টা চলেছে। আমার মতে, উনি এখন নিরাপদ নন। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে। তবে ট্রাম্প বুদ্ধিমান। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের পরিবার ও শিশুদের নিয়ে যেভাবে বিরোধীরা আক্রমণ করেছেন, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট।

'বাংলাদেশে বেড়ে চলেছে সংখ্যালঘু নিপীড়ন' - রণধীর জয়সওয়াল

কলকাতা,৩০নভেম্বরঃ চিন্ময় মহারাজকে গ্রেফতারের পরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা শুধুই উদ্বিগ্ন নয়, তাদের উপর নেমে আসছে নানা ধরনের আক্রমন। এর প্রতিবাদে সরব বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দুরা। সেই বিষয় নিয়েই শুক্রবার যথেষ্ট কড়া বার্তা শোনা গেলো ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের কন্ঠে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিক বাংলাদেশের সরকার। তিনি আরও বলেন, আরও বলেন, আশা করি চিন্ময় কৃষ্ণ দাস সুবিচার পাবেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের কড়া নিন্দা জানিয়েছে ভারত। সঙ্গে তিনি এও বলেন,'বাংলাদেশে বেড়ে চলেছে সংখ্যালঘু নিপীড়ন।' স্বাভাবিক কারণেই ভারতের এই প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা এই নিয়ে বিশেষ কিছু বলে নি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক মনে করে, বাংলাদেশে মৌলবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যারা ক্রমাগত ভারত বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী শ্লোগান দিয়ে চলেছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ঘটে চলা একের পর এক ঘটনাকে নিছকই অতিরঞ্জিত ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। এর আগে মহম্মদ ইউনুস বলেছিলেন, বাংলাদেশ নিয়ে যা প্রচার হচ্ছে, তা অতিরঞ্জিত।

বায়ুদূষণে দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লি ও উত্তর প্রদেশে, যমুনার জল এখনও বিষাক্তই

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ বায়ুদূষণে রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে রাজধানী দিল্লি। ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে দিল্লির বাতাস, চারিদিকে শুধু ধোঁয়াশা আর ধোঁয়াশা। দিল্লি ছাড়াও শনিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল উত্তর প্রদেশও। আগ্রা, মোরাদাবাদ-সহ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর দূষণের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল শনিবার সকালে।ইন্ডিয়া গেট থেকে কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম থেকে লালকেল্লা - সর্বত্রই অতি ঘন ধোঁয়াশা ছিল এদিন সকালে। দিল্লির লোধি রোডে বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩০৩। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন চত্বরও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, কম দৃশ্যমানতার মধ্যেই চলাচল করে ট্রেন।দূষণ তো রয়েছেই, এরইমধ্যে

উরস উৎসব উপলক্ষে রবিবার নিয়ন্ত্রণ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ উরস উৎসবের জন্য রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। ডিসেম্বরের ১ তারিখ সন্ধ্যা থেকে থেকে ২ তারিখ সকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। ফলে রবিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত অন্য পথে যান চলাচল করবে।সঙ্গে খিদিরপুর রোড-সহ একাধিক রাস্তায় চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একথা জানিয়েছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ।কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেন্ট জর্জ গেট রোড ধরে দক্ষিণের দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ রাখা হবে। খিদিরপুর রোড ধরে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ থাকবে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তাল সমুদ্র, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে লাল সতর্কতা

চেন্নাই ও নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় 'ফেনজল'-এর প্রভাবে চেন্নাইয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র। শনিবার সকাল থেকে শুনশান চেন্নাইয়ের মেরিনা বিচ, কুড্ডালোরের দেবানামপট্টিনাম সৈকতেও উত্তাল সমুদ্র। আবহাওয়া বদলে গিয়েছে ইতিমধ্যেই, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টি। আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ু উপকূলে পুদুচেরির কাছাকাছি স্থলভাগে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড়।আগামী ২৪ ঘণ্টাও তামিলনা।ু ও পুদুচেরিতে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। এছাড়াও কারাইকাল, রায়ালসীমা, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল ও ইয়ানামে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কেরল ও মাহে,

দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি প্রত্যাশিত।১ ডিসেম্বরও তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল, রায়ালসীমা, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল ও ইয়ানামে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, ওই দিন কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী ২ ডিসেম্বর কেরল ও মাহে, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, ওই দিন তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি এবং লাক্ষাদ্বীপে হলুদ সতর্কতা রয়েছে। ৩ ডিসেম্বরও এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে।

ভারতের এক আশ্চর্য গ্রাম - যেখানে কেউ ভুল করে কাউকে 'গালি' দিয়ে ফেললে নিজেই তার প্রায়শ্চিত্ত করেন জরিমানা দিয়ে

বিশেষপ্রতিবেদন,৩০নভেম্বরঃ অমরা যাকে গালি দেওয়া বলি, তা অভিধানের ভাষায় অপশব্দ। এই অপশব্দ ব্যবহার হয় না এমন জায়গা খুবই বিরল। কোনো কারণে মানুষ রেগে গেল মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ৪৫৬ অক্ষরের অজস্র অপশব্দ। অনেকের আবার তা অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। কিন্তু সকলেই সেই অসভ্য শব্দ ব্যবহারের পক্ষে নয়। এমনই নিদর্শন তৈরী করেছে মহারাষ্ট্রের এক গ্রাম। মহারাষ্ট্রের মুম্বই শহর থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম সোন্ডালে। এই গ্রামের মানুষ শপথ নিয়েছেন যা কিছু হয়ে যাক, যেমন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কখনও মুখ থেকে খারাপ শব্দ ব্যবহার করবেন না তাঁরা। এবং এই প্রতিশ্রুতি যাতে পালিত হয় তার জন্য নিজেরাই নিজেদের শাস্তি ঠিক করে নিয়েছেন। যদি কেউ এই

প্রতিশ্রুতি ভাঙেন, সেক্ষেত্রে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাকারে গ্রামের প্রধান শরদ আরগা।ে বলেন, অহল্যানগর জেলার নেবাসা তহসিলে অবস্থিত আমাদের এই গ্রাম সোন্ডালা। আমরা আমাদের গ্রামের মহিলাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষার্থে পঞ্চায়েতে এই প্রস্তাব পেশ করি। প্রচুর আলোচনার পরে সকলেই মেনে নেয় সেই প্রস্তাব। তারপর থেকে কিছু জরিমানা জমা পা।লেও খারাপ কথা বলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখানেই শেষ নয়, ওই গ্রামে সমবেতভাবে বেশ কিছু ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'আমাদের এই গ্রাম আখ চাষের উপর নির্ভরশীল। তবে গ্রামের অন্যতম সমস্যা ছিল এই গালিগালাজ। কারও সঙ্গে ঝগ।া হলে মা-বোনকে উদ্দেশ করে ঘৃণ্য গালি দেওয়া হতো।' কিন্তু পরে আমরা গ্রামের মহিলাদের যোগ্য সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নি। তাছাড়াও গ্রামবাসীরা উদ্যোগ নিয়ে নানা ধরনের সামাজিক কুপ্রথা বন্ধ করেছেন। যেমন সোন্ডালে গ্রামে বিধবারা সমস্ত রকম শুভ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। গ্রামের প্রধান বলেন, গ্রামের বিধবারা সাবলীলভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেন। একের পর এক ভালো উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পুরস্কারও জিতে নিয়েছে গ্রামটি।

দামবৃদ্ধি রুখতে বাইরে আলু পাঠানো বন্ধ করল, নবান্ন রাজ্যের সীমানায় পুলিস আটকাল শতাধিক লরি

কলকাতা, বর্ধমান ও ঝাড়গ্রাম, ৩০নভেম্বরঃগত সপ্তাহে নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ডাকা বিশেষ বৈঠকে আলু ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে, আলুর দাম এখনই কমাতে উদ্যোগী না-হলে রাজ্য ক।া ব্যবস্থা নেবে। বুধবার রাত থেকে পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামসহ দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আন্ত ঃরাজ্য সীমান্তের চেক পোস্টে শতাধিক আলুর লরি আটকে দেয় পুলিস। জেলার এসপিরা জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসন থেকে বুধবার পাওয়া নির্দেশেই এই ব্যবস্থা। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অসমসহ বিভিন্ন রাজ্যে ওই আলু পাঠানো হয়েছিল। লরি আটকের ঘটনায় বেশ চাপে পড়ে গিয়েছে আলু ব্যবসায়ীদের সংগঠন। বৃহস্পতিবার প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি তারকেশ্বরে এক বৈঠকে বসে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁরা দ্রুত সমাধান চান। হিমঘর থেকে আলু বেরনোর পর তা যে ২৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। চালানে তা উল্লেখ করা হবে। উল্লেখ্য, নবান্নের বৈঠকের পরেও

এখন কলকাতা এবং লাগোয়া এলাকার বাজারে জ্যোতি আলু ৩৫ টাকা ও চন্দ্রমুখী আলু ৪০ টাকা দরে (খুচরো) বিক্রি হচ্ছে। আলুর দাম বৃদ্ধিতে, গত সপ্তাহে নবান্নে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিস্কার কথা ছিল, আগে রাজ্যের মানুষের কাছে ন্যায্য দামে আলু বেচতে হবে, তারপর তা যাবে অন্যত্র। প্রয়োজনে রাজ্য সীমানায় ক।াক।রিও নির্দেশ দেন তিনি। পরদিনই (গত শুক্রবার) বিশেষ বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। শনিবার হরিপালে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে বৈঠক হয় আলু ব্যবসায়ীদের। সেখানে ঠিক হয়, কলকাতা এবং লাগোয়া জেলাগুলির খুচরো বাজারের জন্য হিমঘর থেকে ২৬ টাকা কেজি দরে জ্যোতি আলু পাঠানো হবে। সোমবার থেকে তা শুরু হয়েছে। তবে খুচরো বাজারে দাম এখনও তেমন কমেনি। এতে রাজ্য প্রশাসন অসন্তুষ্ট এবং ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর উপর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়েছে।ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, পরিবহণ ও অন্যান্য খরচ ধরে কলকাতার খুচরো বাজারে ২৮ টাকা কেজি দরে আলু পৌঁছছে। কিন্তু তা খুচরো বাজারে ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে কেন? রাজ্য সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা ঠিকঠাক কথা রাখেননি। চালানে ২৬ টাকা দাম লেখা হবে, সিদ্ধান্ত হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। আলু নিয়ে বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তাঁর দাবি, দাম কিছুটা কমেছে। কিন্তু কড়াকড়ি করা সম্পর্কে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। ব্যবসায়ী সংগঠনের বক্তব্য, হিমঘরগুলিতে এখনও ৭ লক্ষ টনের বেশি আলু মজুত আছে। এইসময় হঠা ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ হলে নানা সমস্যা হবে। এরাজ্যে ছোট সাইজের আলুর বিশেষ চাহিদা নেই। তা মূলত বাইরেই যায়। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে ব্যবসায়ী সংগঠন শীঘ্রই বৈঠকে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। এদিকে, হিমঘরে আলু মজুত রাখার সময়সীমা ৩০ নভেম্বর শেষ হচ্ছে। সময় বৃদ্ধির জন্য কোনও নির্দেশিকা জারি হয় কি না সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

তিনদিনের ওড়িশা সফর প্রধানমন্ত্রীর, পুরীর সৈকতে মোদী-শাহের বালু-ভাস্কর্য সুদর্শন পট্টনায়েকের

পুরী, ৩০ নভেম্বর ঃ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসছেন ওড়িশা সফরে। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিখ্যাত বালু-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক পুরীর সমুদ্র সৈকতে নরেন্দ্র মোদীর বালির ভাস্কর্য তৈরি করেছেন। আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বালু-ভাস্কর্যও।উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকে তিনদিনের ওড়িশা সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ওড়িশায় শুরু হচ্ছে ডিজিপি-আইজিপিদের সর্বভারতীয় সম্মেলন।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে উদ্ধার প্রায় ৫০০ কেজি মাদকদ্রব্য

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ ভারতীয় নৌবাহিনী এবং শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০০ কেজি মাদকদ্রব্য উদ্ধার করলো। দুটি নৌকা থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।জানা গেছে, শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর কাছ থেকে তথ্য পেয়ে তার ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। শ্রীলঙ্কার পতাকা লাগানো মাছ ধরার নৌকায় এই মাদক চোরাচালানের খবর মিলেছিল। বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্য-সহ নৌকা দুটি এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের শ্রীলঙ্কা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আর্থিক কেলেঙ্কারিঃশিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বাড়ি ও অফিসে ইডি-র তল্লাশি

মুম্বই, ৩০ নভেম্বর ঃপর্নোগ্রাফি কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল শিল্পপতি রাজ কুন্দ্রার। সেই মামলায় দু'মাস জেলও খাটেন তিনি। এবার আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় ইডির নজরে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ। শুক্রবার মুম্বইতে রাজের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকী তাঁর সহযোগীদের বাড়ি ও অফিসেও ইডি তল্লাশি চালিয়েছে বলে সূত্রের খবর।পর্নোগ্রাফি কাণ্ডের সঙ্গেই জ।ায়ে রয়েছে আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলাটি। ২০২১ সালের জুন মাসে পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে রাজকে গ্রেফতার করেছিল মুম্বই পুলিশ। দু'মাস জেলেও ছিলেন তিনি। তারপর ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে জামিন পান শিল্পার স্বামী। পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে রাজ কুন্দ্রাকে মূলচক্রী হিসেবে চিহ্নিত করে মুম্বই পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে একটি বিশেষ অ্যাপ তথা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সন্ধান পায় তদন্তকারীরা। তদন্তে জানা যায়, ওই অ্যাপে তথা ওটিটি প্ল্যাটফর্মটির মালিক ছিলেন রাজ। যাতে পর্নোগ্রাফি ভিডিও দেখানো হতো। অভিযোগ, রাজ নিজে এই ধরনের ছবি তৈরি করতেন। পরে সেটা বিক্রি করতেনও। শুধুই এই পর্নোগ্রাফি কাণ্ড নয়, বিটকয়েন কেলেঙ্কারিতেও নাম জড়িয়েছে শিল্পার স্বামীর।

হারলেন মমতা, জিতলেনও মমতা

দুরন্তবার্তা,৩০নভেম্বরঃ একেই বলে খ্যাতির বি।ম্বনা। পরস্পর যুদ্ধে রত দু'জনেই মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। মমতা বলতে মমতার ভাই ও দাদা। ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করা দরকার। মমতারই ছাপ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে। একদিকে মমতার ভাই স্বপন বঃেদ্যাপাধ্যায় (বাবুন) অন্যদিকে, মমতার দাদা অজিত বঃেদ্যাপাধ্যায় (ষষ্ঠী)। বাবুন বনাম ষষ্ঠীর এই নির্বাচন নিয়েই আগ্রহ ছিল রাজ্য রাজনীতিতেও। খোদ মমতার পরিবারের লোক, একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন সচরাচর দেখা যায়নি। শুক্রবার ক্লক-র নির্বাচনের ফল যা অনুমান করা হয়েছিল, তাই হল। বাবুন মাত্র ২০টা ভোট পেয়েছেন। প্রেসিডেঃট পদে বিরোধী প্রার্থী চঃদন রায়চৌধুরী পেয়েছেন ৪৫টি ভোট। কেন ভোটের পার্থক্য এতো বেশি? আসল কথা বুবুন মমতা বিরোধিতায় ময়দানে নেমেছিলেন। কিন্তু অজিত বঃেদ্যাপাধ্যায় কখনোই প্রতিযোগিতায় মমতার কথা বলেন নি। ভ্ভ লোকসভা ভোটে শোনা গিয়েছিল, তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। যার জেরে মমতা তাঁকে ত্যাজ্য ভাই করেছিলেন। বিওএ-র নির্বাচনে মমতার ঘনিষ্ঠ লোকজন বুঝিয়ে দিলেন বাবুন আর ময়দানে ডাল পালা মেলতে পারবেন না। একা অজিত নন, বাবুন বিরোধিতায় নেমেছিলেন খোদ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। লেক ক্লাব থেকে বিজয়গড়ের অফিস, গোপন ডেরায় একাধিক বৈঠকে তৈরি হয়েছে বাবুনকে সরানোর নীল নকশা। এবং শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়।

ডোপিংয়ের দায়ে একমাসের নিষেধাজ্ঞা টেনিস তারকা সিয়াটেককে

ওয়ারশ, ৩০ নভেম্বর ঃ টেনিসে পাঁচটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী সিয়াটেক ডোপিং টেস্টে পজিটিভ হয়ে নিষেধাজ্ঞার শাস্তি পেলেন। তাঁকে এক মাসের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কথা বৃহস্পতিবার জানায় ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ইন্টেগ্রিটি এজেন্সি (আইটিআইএ)।গত আগস্টে নেওয়া তাঁর নমুনা পরীক্ষায় নিষিদ্ধ ট্রাইমেটাজিডিন (পিএমজেড) পাওয়া গেছে। ওই সময়ে ডব্লিউটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিলেন এই পোলিশ তারকা। পোল্যান্ডে তৈরি হওয়া এই ওষুধ জেট ল্যাগ দূর করতে এবং ঘুমের সমস্যার কারণে নিয়েছিলেন সিয়াটেক। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি নিজেই শাস্তি মেনে নিয়েছেন।

বিকশিত ভারত এখন আর শুধু স্বপ্ন নয়, বরং চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যঃউপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ বিকশিত ভারত এখন আর শুধু স্বপ্ন নয়, বরং চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য। জোর দিয়ে বললেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, দেশ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনও করবে। শনিবার সকালে নতুন দিল্লিতে ডেভেলপড ইন্ডিয়া ২০৪৭ঃভিশন অফ নিউ ইন্ডিয়া ৩.০ শীর্ষক একটি সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতীয় অর্থনীতি ও পরিকাঠামো, ডিজিটাল পরিকাঠামো ও ডিজিটাল বিচক্ষণতা এখন আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছে।উপরাষ্ট্রপতি বলেন, আইএমএফ বলেছে, ভারত বিনিযোগে ও সুযোগের প্রিয় গন্তব্য। উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, সিস্টেমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এসেছে এবং ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ স্বল্পতম সময়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জনগণকে ট্রাস্টির মতো কাজ করতে হবে এবং সম্পদের বেপরোয়া শোষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

আবহাওয়া

শহর কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭২ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫২মনিট এবং রাত ১টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৭মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৪ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৩০ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১৫ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ২৯ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ১৫ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৯ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৯ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ ১৪ অঘোন, মুসলিমঃ২৮-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০১ঃ ৫৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ ১২।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৬ঃ ৪৮(১) এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৩ঃ ৪৬(১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা)নক্ষত্রঃবিশাখা দুপুর ঘ ০১ঃ ৩৬ঃ০৬ দং ১৬২৫১৭.৫ পর্যন্ত পরে অনুরাধাকরণঃচতুষ্পাদ রাত্রিঃ১০ঃ ২৩ঃ৫৯ দং ৪০৫৪৬০ পর্যন্ত পরে নাগযোগঃঅতিগণ্ড সন্ধ্যা ঘ ০৫ঃ ৩২ঃ২৪ দং ২৮৪৬২.৫ পর্যন্ত পরে সুকর্মাঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০১ঃ৫৯ থেকে - ০৬ঃ৪৫ঃ০৪ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ২৮ঃ০৯ থেকে - ০৯ঃ৩৭ঃ২৫ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৪১ থেকে - ০২ঃ৩৯ঃ০২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ২২ঃ০৭ থেকে - ০৪ঃ৪৮ঃ১৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ১২ঃ৪৪ঃ৩০ থেকে - ০২ঃ৩০ঃ২০ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ০২ঃ৩০ঃ২০ থেকে - ০৩ঃ২৩ঃ১৪ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ৪৫ঃ০৪ থেকে - ০৭ঃ২৮ঃ০৯ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৪ঃ৪৮ঃ১৮ থেকে - ০৫ঃ৪১ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১২ঃ৪৫ঃ৫৬ থেকে - ০২ঃ০৬ঃ৪৩ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ০১ঃ৫৯ থেকে - ০৭ঃ২২ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৭ঃ৩১ থেকে - ০৪ঃ৪৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৪ঃ৪৮ঃ১৮ থেকে - ০৬ঃ২৭ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ২২ঃ৪৬ থেকে - ০৬ঃ০১ঃ৫৯ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৭১৪৩৬২২ (১৭) ৪ পদচন্দ্রঃ ৭১১২৮১৪ (১৭) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩১০৭৪৯ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১৭১৫৯ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২৪৫২৯ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮২৭৫৪৮ (২১) ১ পদশনিঃ১০১৫২৮৫৪ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১১১৩৩৫ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১১১৩৩৫ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৭ঃ১৪ঃ৪৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ২০ঃ ০২ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১১ঃ ০৬ঃ৫৬ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ ৪০ঃ২০ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০২ঃ ১১ঃ২৩ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ ৫১ঃ৫৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ০৩ঃ৪০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১০ঃ১৯ঃ২২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ৩০ঃ৪২ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪০ঃ৫৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ০৫ পর্যন্ত।

বিড়ি, গুটখা, সিগারেটে কমবয়সীদেরও আসক্তি বাড়ছে

এই প্রবণতা আটকাতে শনিবার অভিযানে নামলো হাওড়া সিটি পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হওড়া, ৩০ নভেম্বরঃ কোটপা আইনের অধীনে স্কুল, কলেজের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বিভিন্ন দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য বালি, বেলুড় এবং নিশ্চিন্দা থানা এলাকায় শনিবার সকালে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে এক বিশেষ অভিযান করা হয়। ভারতীয় ন্যায়সংহিতা দন্ডবিধির কোটপা আইন অনুসারে কোনও স্কুল, কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনওরকম তামাক জাতীয় দ্রব্য যেমন সিগারেট, বিড়ি, গুটখা জাতীয় নেশার দ্রব্য বিক্রি করা বা তার বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষিদ্ধ।

কিন্তু কিছু দোকানদার এবং অসাধু ব্যবসায়ী এই নিয়ম লঙ্ঘন করে সেগুলো বিক্রি করে চলেছেন। যার ফলে অল্পবয়সীরাও বিভিন্ন সময়ে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ছে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি-২ আনন্দজিৎ হোর এর নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী বালি, বেলুড় এবং নিশ্চিন্দা থানা এলাকার বিভিন্ন দোকানে রেইড করে। আজ তাদের সতর্ক করে এবং স্বল্পমূল্যের ফাইন করে ছেড়ে দেওয়া হলেও আগামী দিনে একই কাজ করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে এদিন জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি নর্থ - ২ আনন্দজিৎ হোর বলেন, আমাদের আইনে বলা আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও তামাকজাত পণ্য বিক্রি করা যাবে না। বিড়ি, গুটখা, সিগারেট প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে। এতে কমবয়সী ছাত্রছাত্রীরা আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা আটকানোর জন্যই এই অভিযানে নামা হয়েছে। দোকানদারদের সতর্ক করার পাশাপাশি জরিমানা করা হচ্ছে। এই অভিযান মাঝেমাঝেই করা হবে। পরবর্তীকালে আবারও যদি দেখা যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে তাহলে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, মানুষকে সচেতন করার জন্য সরকার আইন তৈরি করেছে। তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য ১৮ বছর বয়সীদের বিক্রি করা বেআইনি। এছাড়া পাবলিক প্লেসে ধুমপান করাও বেআইনি। এই জন্য এদিন জরিমানা হয়। পরবর্তীকালেও তা করা হবে। এদিন বালি, বেলুড়, নিশ্চিন্দা থানা এলাকায় অভিযান হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে মাঝে মধ্যেই এই ধরনের অভিযান চলবে।

চুঁচুড়ার খুনের ঘটনা

অভিযুক্তদের সাজা কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে পুলিশকেও

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ৩০ নভেম্বরঃ টোটোচালক বিষ্ণু মালকে অপহরণ ও দেহ খণ্ড খণ্ড করে খুনের ঘটনায় চুঁচুড়া ফাস্ট ট্র্যাক আদালত বৃহস্পতিবারই কুখ্যাত দুস্কৃতী বিশাল দাসসহ সাতজনকে ফাঁসি ও একজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। ঘটনার চার বছরের মাথায় একসঙ্গে সাত জনের ফাঁসির রায়কে ঐতিহাসিক বলে মনে করছে পুলিশ ও প্রশাসনিক মহল। তবে ওই খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের মৃত্যু দণ্ডের সাজা কার্যকর করার ক্ষেত্রে পুলিশকেও অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে। ২০২০ সালে পুজোর আগে চুঁচুড়া রায়েরবেড়ের বাড়ি থেকে বিশাল বিষ্ণুকে মোটরবাইকে করে তুলে নিয়ে যায়। সে খবর পেয়েই বিষ্ণুর প্রেমিকা তাঁর পরিবারকে জানান। তদন্তে নেমে চুঁচুড়া থানার পুলিশ প্রথমে বিষ্ণুর কাটা ডান হাত উদ্ধার করে। তখনও জানা যায়নি ওই দেহাংশ বিষ্ণুর। তার পরেই আসরে নামেন প্রাক্তন চন্দননগরের তৎকালীন পুলিশ কমিরশনার হুমায়ুন কবীর। তদন্তে গতি আনতে চুঁচুড়া থানা ও গোয়েন্দা শাখার পুলিশকর্মীদের নিয়ে টিম তৈরি করেন তিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই ভদ্রেশ্বরদিল্লি রোডের নয়ানজুলি থেকে বিষ্ণুর বাঁ হাতটি উদ্ধার হয়। সেই কাটা হাতে উল্কি করে নাম লেখা ছিল প্রেমিকার। তার পরেই পুলিশ নিশ্চিত হয় দেহ খণ্ডগুলি অপহৃত বিষ্ণুর। ঘটনার কুড়ি দিনের মাথায় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ডাকাতি করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে বিশাল, রথীন ও বিপ্লব। চুঁচুড়া থানার তৎকালীন আইসি প্রদীপ দাঁর নেতৃত্বে তমাল মোহান্তি, দীপঙ্কর দাসেরা গিয়ে বিশাল ও বাকিদের শনাক্ত করেন। বিশালকে হেফাজতে নিয়েই দ্রুত বিষ্ণু হত্যার কিনারা করেন তৎকালীন পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবীর। ওই সময় ডিসিপি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চুঁচুড়ার আইসি অভিজিৎ দাশগুপ্ত, প্রদীপ দাঁ ও চুঁচুড়া থানার পুলিশকর্মীরা পুলিশের বিশেষ টিমে ছিলেন। বিশালকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন হুমায়ুন নিজেই। দিল্লি রোড লাগোয়া ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটির ঝোপ থেকে বিষ্ণুর দুই পা ও ধড়ের খানিকটা অংশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর পর দফায় দফায় জেরা করে খুনের ঘটনায় যুক্ত বাকি ছ'জনকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তার পর শেওড়াফুলি থেকে বিষ্ণুর কাটা মুন্ডুও উদ্ধার করে পুলিশ। তবে দুস্কৃতী বিশাল যে প্রভাবশীলা তা ভালোই জানত পুলিশ। সেই কারণে বিশালকে জেলে যাতে বাইরের কেউ টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে না পারে ও সে যেন মোবাইল ব্যবহার করতে না পারে প্রথমে সেই রাস্তাই বন্ধ করে দেন হুমায়ুন। পাশাপাশি বিষ্ণুর পরিবার, প্রেমিকা ও সাক্ষীদের সুরক্ষিত রাখতে তাঁদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ সুরক্ষিত রেখে আদালতে যাতে বিষ্ণুর পরিবার ন্যায় বিচার পায় তা নিয়ে গোড়া থেকেই সচেতন ছিল পুলিশ। শুক্রবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে হুমায়ুন কবীর বলেন, 'ওই খুনের ঘটনায় আমি ছিনে জোঁকের মতো লেগেছিলাম। পুলিশকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও টিম ওয়ার্কের জন্যই আদালত বিশাল ও বাকি দুস্কৃতীদের ফাঁসির সাজা দিয়ে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। যে কোনও মামলায় যদি কাউকে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয় তা হলে আদালত আইন মেনে দুশো শতাংশ নিশ্চিত হয়েই দেয়। তাই পুলিশকে দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজ করতে হয়েছে।' তিনি বলেন, 'গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই বিশালের সঙ্গে অনেক লোক জেলে দেখা করতে যাচ্ছিল। সেখানে ওকে কেউ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা কড়া ব্যবস্থা নিই।' মোবাইল ফোন ও টাকা কামানোর রাস্তা বন্ধ করতেই জেলে জব্দ হয়ে যায় বিশাল। বাইরে তার শাগরেদরাও দুর্বল হয়ে পড়ে। বাইরের কোনও দুস্কৃতীর চক্রকে বিশাল যাতে জেলে বসেকাজে লাগাতে না পারে তার জন্য চুঁচুড়া ছাড়াও শ্রীরামপুর, রিষড়া ও উত্তরপাড়ায় পুলিশের নজর ছিল। চুঁচুড়া থানার তৎকালীন আইসি প্রদীপ দাঁ বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস ছিল বিষ্ণু হত্যা মামলায় বিশালদের সাজা হবেই। টিম গেমের মতো সবাই নিজের সেরাটা দিয়ে বিশাল ও ওর গ্যাংয়ের খুনিদের গ্রেপ্তার করেছে।' শুধু বিষ্ণু খুনের কিনারাই নয়, চন্দননগর কমিশনারেটের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০১৯ সালে ব্যান্ডেল স্টেশনে সাত সকালে তৃণমূল নেতা দিলীপ রামের খুনেরও কিনারা করেন হুমায়ুন কবীর। তার পরেই ২০২০ সালে চুঁচুড়ার ডন টোটন বিশ্বাস ও তার দলের একাধিক দুস্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া রবীন্দ্রনগরে মস্তান রাজের ইতি ঘটান হুমায়ুন। ড্রোন উড়িয়ে টোটনের বাড়িতে পুলিশ পিকেট বসিয়ে তাকে গ্রেপ্তারের পর তার ডেরা থেকে বিপুল অস্ত্র ভাণ্ডারের হদিশ পায় পুলিশ। বাম জমানার কুখ্যাত দুস্কৃতী হাতকাটা দিলীপকেও জব্দ করেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা।

জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হরিপালে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, ৩০ নভেম্বরঃ জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কাজে উসমা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার নবান্নে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে প্রতিটি বাড়িতে যাতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার সাথে সাথে অনেক জায়গায় পাইপলাইন গেলেও জল পরছে কিনা এছাড়াও এই কাজ করতে গিয়ে কোন জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কিনা এই সমস্ত বিষয়গুলি অবিলম্বে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তিনি। এরপর পরপরই আজ হুগলি জেলার হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে জল জীবন মিশন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে এক প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য ,হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না ডি এস পি হেডকোয়াটার্স অগ্নিশ্বর চৌধুরী, সিঙ্গুর হরিপাল ও তারকেশ্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতিগণ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গন সহ প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দ। এ বিষয়ে হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না জানান মূলত সিঙ্গুর হরিপাল ও তারকেশ্বর এলাকার যেখানে নল বাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ চলছে তাতে আরো গতি আনতে এবং দ্রুততার সাথে এই কাজ কে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি জানান এই প্রকল্প আগামী ২০২৫ এর এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ করার সময় নির্ধারিত রয়েছে তাই যাতে ওই সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা যায় তা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য জানা গেছে পি এইচ ইর দাবি অনুযায়ী এক কোটি ৭৭ লক্ষ বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কথা, ইতিমধ্যেই নব্বই শতাংশ বাড়িতে জলের লাইন দেওয়া হয়েছে।

বাকি কাজ আগামী ২০২৫ এর এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা তাই খামতির জায়গা পূর্ণ করে অতি জরুরি ভিত্তিতে এই কাজ সম্পন্ন করতে এই বৈঠকে বিশদে আলোচনা হয়।

মোবাইল চুরির অপরাধ

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, চন্ডীতলা হুগলি, ৩০ নভেম্বরঃ মোবাইল চুরির অপরাধে গ্রেফতারির প্রতিশোধ! অভিযোগকারীকে ফেসবুকে বন্ধু বানিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে খুনের অভিযোগ। চণ্ডীতলায় ছাত্র মৃত্যু র ঘটনায় দানা বাঁধছে রহস্য। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে নৌকা বিহারে বেরিয়ে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় মৌসম বাঙাল নামে এক ছাত্রের। গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড়িয়াদহ গ্রামে তাঁর বাড়ি। শিয়াখালা বেনিমাধব স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরিবার প্রথম থেকেই খুনের অভিযোগ তুলছিল।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বুধবার সকালে মৌসমকে ডেকে নিয়ে যায় তার তিন বন্ধু।স্থানীয় পদ্ম পুকুরে ডিঙি নৌকা চেপে ঘোরে। বেলা গড়িয়ে গেলেও বাড়িতে না ফেরায় ফোন করেন বাড়ির লোক। ফোন বন্ধ ছিল মৌসমের। এরপর এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন সবুজ দ্বীপে ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ ওই জলাশয় থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।
মৃতের পরিবার জানিয়েছে, চার মাস আগে মৌসমের একটি মোবাইল চুরি হয়। সেই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হলে দুজনকে ধরে পুলিশ। পুলিশ সেই মোতাবেক 'মোটিভ' খুঁজে পায়। মৌসমের ফেসবুক ঘেঁটে পুলিশ জানতে পারে, চণ্ডীতলা খরসরাইয়ের বাসিন্দা প্রবীর সাউয়ের সঙ্গে সম্প্রতি ফেসবুকে বন্ধু হয়। তারপরেই এই ঘটনা। প্রবীরের বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ হয়েছে থানায়। পুলিশ মনে করছে, মোবাইল চুরির ঘটনার সঙ্গেই এই খুনের 'মোটিভ' জড়িয়ে রয়েছে। অভিযুক্ত তিনজনের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিজয়া সম্মিলনী

মলয় সুরঃ শারদ উৎসবের পর বাঙালির বিজয়া সম্মিলনীর রেওয়াজ আছে। বলাবাহুল্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার (২৯ শে নভেম্বর) শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল সভাগৃহে এই শীতের দুপুরে প্রতিশ্রুতিময় উদীয়মান জ্যোতিষীদের নিয়ে আমরা সবাই ওয়েলফেয়ার সংগঠনের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংকরানন্দ তীর্থ মহারাজ, আচার্য অচিন্ত্য রতন তীর্থ, পাভেল শাস্ত্রী, সনাতন শাস্ত্রী, আচার্য দেবজিৎ, পিংকি শাস্ত্রী, সত্যান্বেষী দেবাচার্য , মা গায়ত্রী সহ গুণীজনরা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের উত্তরীয় ও ব্যাজ পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। কলকাতার জ্যোতিষীদের নিয়ে একজোট করে আলোচনার গুরুত্ব অনেক।

শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্বোধন

নববারাকপুর, ৩০ নভেম্বরঃ শুক্রবার বিকেলে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সূর্যপুর মৌজায় শুভ উদ্বোধন হল প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, ব্যারাকপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সারওয়ার আলি, জয়েন্ট বিডিও ইন্দ্রজিৎ মন্ডল, উত্তর জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক পিনাকি রঞ্জন প্রধান, সচিব প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়, শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অরুন ঘোষ, সহকারী সভাপতি জনাব শুকুর আলি পুরকাইত সহ পাতুলিয়া, মোহনপুর, বন্দিপুর, বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় সর্বপ্রথম শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে চালু হল প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট। সত্যিই খুব আনন্দের দিন। এত ভালো প্রজেক্ট শুরু করা হল। প্লাস্টিক মানুষের জীবনে কি ভয়াবহ দুর্বিষহ আকার ধারণ করেছে। দরকার সচেতনতা সর্তকতা। আপাতত ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্লাস্টিক এখানে প্রক্রিয়াকরন পৃথকীকরন করা হবে। কাজ টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের সহযোগিতা দরকার। খুব শীঘ্রই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে প্লাস্টিক বর্জন সচেতনতা মূলক প্রচারভিযান চালানো হবে। আগামী দিনে প্রত্যেক টি পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে এই ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট চালু করা হবে।

পরীক্ষা দিতে একসঙ্গেই গিয়েছিল স্কুলে, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি ফেরেনি ভদ্রেশ্বরের দুই ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, ভদ্রেশ্বর হুগলি,৩০ নভেম্বরঃ পরীক্ষা দিতে একসঙ্গেই গিয়েছিল স্কুলে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি ফেরেনি। ভদ্রেশ্বর থেকে নিখোঁজ দুই স্কুল ছাত্র। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরেনি তারা। নিখোঁজ দুই ছাত্র অনিমেশ সামন্ত, সে দশম শ্রেণিতে পড়ে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র জয়দীপ সুরও তার সঙ্গে নিখোঁজ। দুজনেই ভদ্রেশ্বর তেলিনিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অনিমেশ ও জয়দীপ এক সঙ্গে স্কুলে যাতায়াত করত। অনিমেশের পিসির বাড়ি মানকুণ্ডুর প্রদীপ পল্লিতে। সেখানে থেকেই পড়াশোনা করে। জয়দীপের বাড়ি মানকুণ্ডুর দক্ষিণপাড়ায়। বৃহস্পতিবার পরীক্ষা ছিল তাদের। দুজনে একসঙ্গেই স্কুলে যায়। ফলে এদিনও গিয়েছিল। কিন্তু পরিবারের দাবি, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও তারা ফেরেনি। আত্মীয়রা একে অপরের বাড়িতে খোঁজ নেন। কিন্তু কোনও হদিশ মেলেনি। দুই বাড়িরই সন্দেহ দুজন একসঙ্গে কোথাও চলে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কেন, তা স্পষ্ট নয় কারোর কাছেই। পরিবারের লোকজন ভদ্রেশ্বর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই নিখোঁজ দুই ছাত্রের ছবি আশপাশের থানায় পাঠিয়েছে।

চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবি জানালেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ নভেম্বরঃ চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবি জানালেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। একইসঙ্গে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের নাগরিকদের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখারও অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে জেলবন্দি। তাঁর গ্রেফতারির পর থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। পথে নেমেছেন সংখ্যালঘুরা। প্রতিবাদের ঢেউ এসেছে এপারেও। উঠেছে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি। সুর চড়িয়েছে বিজেপি। এবার ত্বহা সিদ্দিকী রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ কয়েকদিন আগেই চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশের পুলিশ। জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। তারপর থেকেই আগুন যেন একেবারে ঘি পড়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছিল, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির পর তা যেন নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। এখন ত্বহা সিদ্দিকীর দাবি, চিন্ময়কৃষ্ণের মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছে তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। সুর চড়িয়েছেন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণ নিয়েও। ক্ষোভের সুরেই বলেন, বাংলাদেশের হিন্দু ভাই-বোনদের প্রতি অত্যাচার হবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হবে, জুলুম হবে, তাদের গাড়ি বাড়ি পোড়ানো হবে এটা খুব অন্যায়। প্রসঙ্গত, মিথ্যা কেস না দিয়ে তাঁকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া হোক। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের আন্দোলনের ঢেউ এসেছে এপার বাংলাতেও। সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর মতো বিজেপি নেতারা। পথে নেমেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এমতাবস্থা ত্বহা সিদ্দিকীর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

অপরাজিতা বিলকে দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবিতে মিছিল

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩০ নভেম্বরঃ অপরাজিত বিলকে দ্রুত আইনে পরিণত করা, নারী নির্যাতন বন্ধ করা সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে শনিবার বিকালে জয়নগর ২নং ব্লক তৃনমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের কোম্পানীর রাস্তার মোড় থেকে সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের বকুলতলা থানার মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল। যার নেতৃত্ব দেন জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা দঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রোজিনা সেখ, উপ প্রধান প্রতিনিধি সালাউদ্দিন সেখ, ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য প্রতিনিধি বুদ্ধিশ্বর নাটুয়া,প্রতিবাদ কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা তৃনমূল নেতা মতিউর সেখ, ফুটিগোদা পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ছুপান গাজি, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাবির গায়েন সহ আরো অনেকে। এদিন কয়েক হাজার মহিলা তৃনমুল কংগ্রেসের কর্মীরা এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পা মেলালেন। এদিন এই বিষয়ে জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী হাসনাবানু শেখ বলেন, রাজ্যের নারীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজিত বিল বিধানসভায় পাশ করায়। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই বিলকে এখনো পর্যন্ত আইনে পরিণত করলো না। কারন এই বিলকে আইনে পরিণত করলে বিজেপির ক্ষতি হবে। উওরপ্রদেশ, গুজরাট, মনিপুর সহ একাধিক রাজ্যে নারীদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার চালাচ্ছে বিজেপি আশ্রিত দৃস্কৃতিরা। সংখ্যালঘুদের অধিকার কেড়ে নিতে ওয়াকাফ বিল কার্যকর করতে চাইছে।

বারুইপুরে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ৩০ নভেম্বরঃ এবার বারুইপুরে নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক যুবকের রহস্যমৃত্যু। পিটিয়ে খুনের অভিযোগে সরব পরিবার। রাগে সেন্টারে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তাঁরা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরে বারুইপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামল দেয়। নেশা মুক্তি কেন্দ্রের মালিক পলাতক। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, মৃত যুবকের নাম সৌরভ মণ্ডল। তিনি দক্ষিণ গড়িয়া এলাকা বাসিন্দা। বছর দেড়েক আগে নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানেই থাকছিলেন সৌরভ। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সন্ধ্যার দিকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই মৃত্যু হয় ঐ যুবকের। পরিবারে অভিযোগ, মারধরের কারণে মৃত্যু হয়েছে সৌরভের। এর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালায় তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের পাশে প্রায় ১২ বছর ধরে ওই নেশা মুক্তি কেন্দ্রটি চলছে। অভিযোগ, সেখানে ভর্তি হওয়া রোগীদের প্রায়শই মারধর করা হয়। ঘটনার দিন সৌরভকেও মারধর করা হয়। আর অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যান সেন্টারের কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ''এখানে অনেক দিন ধরে এই নেশা মুক্তি চলছে। তবে এখানে চিকিৎসার নামে রোগীদের মারধর করা হয়। তা আমরা দেখেছি। জিজ্ঞাসা করা হলে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিত না। এই যুবককেও মারধর করা হয়। তার জেরেই মারা গিয়েছেন তিনি। ওঁর পরিবার এসে সব ভাঙচুর করেছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন

নববারাকপুর, ৩০ নভেম্বরঃ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে লেখায় যে সব বিজ্ঞান মনীষী অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। পরাধীন ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তনের অন্যতম দিশারী ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু। শনিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ১৬৭ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হল পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডের বড় বটতলায় জগদীশ বসু উদ্যানে। জগদীশ চন্দ্র বসুর মর্মর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার স্হানীয় পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, পুরসভার বড় বাবু দেব প্রসাদ রাহা, অধ্যাপক স্বপন কুমার সিনহা,ওয়ার্ড কমিটির পক্ষে দেবব্রত সিনহা, শম্ভু নাথ মন্ডল, পুর আধিকারিক প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সহ ওয়ার্ডের ও পুরসভার পুরকর্মীরা। পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী বলেন পুরসভার উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার দেখানো পথে শহরে ঋষি মনীষিদের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। তারই পদক্ষেপ হিসেবে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করা হল। তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেরা গৌরবান্বিত হলাম। এই ভাবেই নববারাকপুর শহরে ঋষি মনীষিদের জন্মদিন ও মৃত্যু দিনে স্মরণ করা হলে পরবর্তী প্রজন্ম শিখবে এবং জানবে। মনীষিরা কি কাজকর্ম করেছেন এবং তাদের অবদান তুলে ধরলে পরবর্তী প্রজন্ম উজ্জীবিত হবে। ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। সেই ঐতিহ্য কে ফিরে পেতে শহরে ঋষি মনীষিদের স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই কৃতিত্ব নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহার। পুরপ্রধান এবং বোর্ড অফ কাউন্সিলরস দের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত মোতাবেক শহরে ঋষি মনীষিদের জন্মদিন পানল। জগদীশ চন্দ্র বসুর চিন্তাধারা বিজ্ঞান কে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। গর্বিত একজন মনীষির জন্মদিন পালন করে তাকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জানান হল। গাছের ও যে প্রাণ আছে তার আবিষ্কার আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু।

তাঁর গড়া বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আজকের বিশ্বের বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিয়ে নিয়মিত গবেষণা চলছে। আবিস্কার করেছেন একটি গাছ একটি প্রাণ। আগামী প্রজন্মের কাছে বার্তা বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে গাছ লাগাতেই হবে। একটি গাছ কাটলে দশটি গাছ লাগাতে হবে। তাহলে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে পারব। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মদিবসে এই বার্তা পুর প্রতিনিধি থেকে সকলের।প্রভাতী শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পুর আধিকারিক প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

জেলা, লোকসংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসব চলছে জয়নগরে তিনদিনের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩০ নভেম্বরঃ শীত পড়তেই শুরু হয়ে গেছে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ধরনের মেলা ও উৎসব।শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ইন্দিরা উদ্যানে তিন দিনের জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব শুরু হয়েছে। শুক্রবার জয়নগর এলাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হয়। সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস,জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,তপন কুমার মন্ডল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, বারুইপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক কামিনী রায়, আলিপুর সদর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক শম্ভু মন্ডল সহ আরো অনেক। শুক্রবার১ ম দিনে বাংলার লোকগান, বাউল গান, আদিবাসী নৃত্য, খোল বাঁশির ফিউশান পরিবেশিত হয়। শনিবার দ্বিতীয় দিনে তরজা গান, কবি গান,আধুনিক গান ও যাত্রা পরিবেশিত হয়।

বহু দর্শক সমাগম ছিলো এই অনুষ্ঠান দেখতে। এই উৎসব শেষ হবে রবিবার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১ সংখ্যা, রবিবার ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। প্রাচীন গ্রিসে তখন প্রধানত দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল। এর মধ্যে একটি হলো অলিগার্কি, আর অন্যটি হলো ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র। অলিগার্কি মানে অল্প কয়েকজন লোকের শাসন। এই অল্প কয়েকজন লোক হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে উঁচু বংশ এবং সম্পদশালী পরিবারের লোক। প্রাচীন গ্রিসের স্পার্টা রাষ্ট্রে ছিল এই অলিগার্কি শাসনব্যবস্থা। স্পার্টার মুলত যুদ্ধ এবং সামরিক শক্তির বিষয়েই তাদের বেশিরভাগ সম্পদ খরচ করত। স্পার্টা ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র। স্পার্টা মত আরেক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল এথেন্স। এথেন্সে আবার চলত ডেমোক্রেটিক বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এথেন্সের মূল ফোকাস ছিল সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার দিকে। এক পর্যায়ে এথেন্সও স্পার্টার মত শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পায়। তবে স্পার্টা ছিল প্রতিষ্ঠিত শক্তি, অন্যদিকে এথেন্স ছিল উঠতি শক্তি। এথেন্স সবেমাত্র শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো এবং সে সময়ের ভূ-রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারেনি। একসময় গিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেলোপেনেশিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত। আর এই যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রীক সভ্যতার সোনালী যুগের ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। এথেন্সের সাথে স্পার্টার এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞই অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এদের মধ্যে গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসিডাইডিসের ব্যাখ্যায় একদম মূল কথাটা উঠে আসে। তাঁর মতে, এথেন্সে যে নতুন শক্তি হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, এটাই স্পার্টার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। এথেন্স যেন স্পার্টাকে ছাড়িয়ে না যেতে পারে সে ব্যবস্থা করাটাই তখন স্পার্টার একমাত্র মাথাব্যথা। স্পার্টার এই ভয় থেকেই দুই রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনাটা শুধু প্রাচীন গ্রীসেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাসে বার বার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেই উনিশ শতকের শুরুতে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, চীন ঘুমাচ্ছে, তাকে ঘুমাতে দাও। যদি এই ঘুম ভাঙে, সে পুরো পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিবে। নেপোলিয়নের সেই কথার পর কেটে গেছে দুই শ বছর। এখন ২০২৩ সাল। চীনের ঘুম সত্যি ভেঙেছে। বর্তমান পৃথিবীতে শিল্প ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে উৎকর্ষের চরম মুহূর্ত চলছে। আর এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে আমরা স্পার্টা-এথেন্সের মতো একই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং প্রতিষ্ঠিত শক্তি। অন্যদিকে চীন হলো উঠতি শক্তি। শক্তিশালী দেশ হিসেবে চীনের উত্থান ছিলো আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং নাটকীয়। এই নব্বইয়ের দশকেও চীন ছিলো একটা গোবেচারা রাষ্ট্র। কিন্তু মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে ভেতর চীন কৃষিপ্রধান সমাজ থেকে শিল্পোন্নত জাতিতে এবং বিশ্বের শীর্ষ শিল্প-উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে চীন এখন একটি মুখ্য চরিত্র।

চিনের উত্থান ইতিহাস

চীনের এই বিস্ময়কর উত্থান তাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করেছে। আর যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই বিশ্ব শক্তির ভারসাম্যের এই বিশাল পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন একটি শক্তি। চীনের বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় চীন নিজেও ক্ষমতার জন্য মরিয়া। নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার পথে যত প্রতিবন্ধকতা, সেসব কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে কিংবা আগ্রাসী হুমকি দিতে চীন দ্বিধা করে না। একটা নতুন রাষ্ট্র যখন নতুন করে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে তখন সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র তাকে হুমকি মনে করে। ধীরে ধীরে তারা যুদ্ধের দিকে ঝুকে পরে, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ এড়ানো যায় না। এই পরিস্থিতিকে বলা হয়, থুসিডাইডস ট্র্যাপদ। আর এই থুসিডাইডস ট্র্যাপ আমাদের বলে দেয়, যখন কোনো উঠতি শক্তি প্রতিষ্ঠিত শক্তির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন যুদ্ধই হলো সম্ভাব্য ফলাফল। চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক ইতিহাসবিদ থুসিডাইডস হলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্ব অনুসারে চীন আর যুক্তরাষ্ট্রও এখন সেই থুসিডাইসের ফাদে আটকা পড়েছে। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার উপর চীনের ভূমিকা কী প্রভাব ফেলতে পারে তা এখনও দেখার বাকি আছে। রাজনৈতিক, বিশ্লেষকসহ বিশ্বের বড় বড় থিংক ট্যাংকরা এই ভবিষ্যৎ আঁচ করার চেষ্টা করে চলেছে। এই ভবিষ্যৎকে আঁচ করতে চাইলে আমাদের অতীতের আরও এমন ঘটনার উপর নজর দিতে হবে। এজন্য আমরা চলে যাব বিশ শতকের জাপানে। জাপানের তখন সবেমাত্র শক্তিশালী দেশ হিসেবে উত্থান শুরু হয়েছে। তার আগে অর্থাৎ ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ব রাজনীতিতে জাপানের তেমন কোন ভূমিকা ছিলো না। কিন্তু এরপর এমন একটা ঘটনা ঘটে যা জাপানের অর্থনীতিকে ফুলে ফেপে উঠতে সাহায্য করেছিল। ঐ সময় মার্কিন নৌবাহিনীর কমোডোর ম্যাথিউ পেরি এদো উপসাগরে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য গানবোট জাহাজের একটি বহর নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। সেখানে গিয়ে তিনি জাপানের সম্রাটকে বাণিজ্যের জন্য জাপান সীমান্ত খুলে দিতে কিছুটা জোরপূর্বকই রাজি করান। লোভি জাপান তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার মতো বড় বড় দেশের সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে পাল্লা দিতে ছুটে যায়। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে দেশটির জিডিপি প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জাপান তখন কেবলমাত্র বড় বড় দেশগুলোর সমান পদমর্যাদা অর্জন করেই সন্তুষ্ট হয়নি। জাপান তখন আশেপাশের অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারেরও প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছিলো। জাপানের প্রতিবেশী দেশ কোরিয়ায় যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন জাপানের শক্তি প্রদর্শন করার সুযোগ আসে। চিড়্ন জাপান যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হল। জাপান চিনকে বেশ কয়েকবার পরাস্ত করে শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে চিন দমে যায়নি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। তারা কৃষ্ণনামকে বঙ্গদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি আবার দার্শনিক ছিলেন এবং প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধরতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কাজী দলন করতে তিনি উগ্র মূর্তি ধারন করেন। অত্যাচারি কাজীর বাড়ি জ্বালিয়ে দেন তিনি। নবদ্বীপ ছাড়া করেছিলেন কাজীকে। নবদ্বীপকে ন্যায় স্থান হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পণ্ডিতেরা তখন নবদ্বীপে নির্ভয়ে বাস করতো সঙ্গীতের দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা।

চৈতন্যদেব ছিলেন পণ্ডিত। সংস্কৃত পণ্ডিত। তিনি আবার কাব্য বিশারদ ছিলেন। সেই কারণে তাঁকে ঘিরে বাংলার শ্রেষ্ঠ পদাবলীকারদের একটি

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। তবেই জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি জগৎ রক্ষাকর্ত্রী। তিনি সন্তানদের পালন কর্ত্রী।

মজফফরপুরে বাংলার বিপ্লবীদের কিংসফোর্ডকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্রিটিশ গোয়েন্দার কাছে অপমান

রবীন্দ্র কুমার শীল

(১৯০৮ সালে মজফফরপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকি। উদ্দেশ্য ছিল ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিল। কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেও ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের আঁতে ঘা লাগে। শক্তিশালী ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছে আগাম খবর থাকলে তারা কেন ও ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তা নিয়ে সরকারি মহলে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই দোষ ঢাকতে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবীদের ধরপাকড় শুরু করে। আলিপুর বোমা মামলায় হচ্ছে ভারতের অন্যতম সেরা স্বদেশি মামলা। এখানে প্রায় চল্লিশ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলে ছিল ইংরেজ সরকার। সেই সব অভিযুক্তদের কথাই আলোচনা করা হল।)

কানাইলাল দত্ত ঃ পিতা ঃ চুনীলাল দত্ত। বাসস্থান ঃ চন্দননগর শিরিষ পাড়া। জন্ম ঃ ১৮৮৮ সালের ৩০ আগস্ট। কানাইলাল আগে পিতামাতার সঙ্গে মুম্বইতে থাকতেন। সেখানে তাঁর বাবা হিসাবরক্ষকের চাকরি করতেন। কানাইলাল স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল গিরগাওন আর্য এডুকেশন সোসাইটি স্কুলে। তাঁর নিকটতম বন্ধু ছিলেন বিষ্ণু গণেশ পিঙলে যিনি পরবর্তীকালে রাসবিহারী বোসের বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কানাইলাল চন্দননগরে এসে উপস্থিত হয়ে ডুপ্লেক্স কলেজে ভর্তি হন। সেখানকার অধ্যাপক চারু চন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁরপরিচয় ঘটে। তিনিই কানাইলালকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ডুপ্লেক্স কলেজে পড়া সময়ে তিনি রাসবিহারী বোস এবং শিরিষ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপরে বিপ্লবী মতিলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯০৮ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে চন্দননগর গোষ্ঠীর হয়ে কানাইলাল সম্মুখভাগে অংশ গ্রহণ করেন । ১৯০৮ সালে তিনি হুগলি মহসিন কলেজে থেকে বিএ ক্লাসের পরীক্ষার্থী ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলে অংশ গ্রহণ করেন এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষের দলভুক্ত হন। ১৯০৫ সালে ২ মে ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৫, গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ৩১ আগস্ট ১৯০৮ সালে আলিপুর

জেল হাসপাতালের মধ্যে তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ বোস উভয়ে মিলে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। এর ফলে তাঁদের বিচারের জন্য জেলেই আদালত বসে এবং সেখানকার বিচারে কানাইলাল এবং সত্যেন অভিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালের ২১ অক্টোবর হাইকোর্ট অপরাধীদের ফাঁসির আদেশ দিলেন। ১০ নভেম্বর ১৯০৮ সালে কানাইলালকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কানাইলালর মৃতদেহ কালিঘাট শ্মশানে নিয়ে আসার সময়ে রাস্তায় প্রচুর লোকের ভিড় হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে। তারপরে অবশ্য সত্যেন বোসের দেহ আর তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

বিজয় কুমার নাগ ঃ পিতা বিপিন চন্দ্র নাগ। বাড়ি খুলনায়। ১৮৯২ সালে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি পিতামহের সঙ্গে বেনারসে যাওয়ার সময়ে হাওড়া স্টেশনে বারীন ঘোষ এবং উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বারীন ঘোষ সেই সময়ে বিজয় কুমার নাগকে জানান যে উপেনের একটি সংস্কৃত শিক্ষার টোল রয়েছে। সেই টোলে উপেনের সঙ্গে তিনিও সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। বেনারসের শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর মনকে আকর্ষিত করতে পারেনি। ফলে তিনি কলকাতায় মানিকতলার বাগানে এসে উপস্থিত হন। তাঁর আসার আট এবং নয়দিনের মাথায় অর্থাৎ ২ মে, ১৯০৮ সালে মানিকতলা গার্ডেন থেকে বারীন ঘোষের সঙ্গে তিনিও গ্রেফতার হন। ৬ মে, ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দের সঙ্গে তিনিও অভিযুক্ত হলেন। পরে আবশ্য তিনি ছাড়া পান। ৪ নম্বর শ্যামপুকুর লেনে 'কর্মযোগীন' অফিস থেকে অরবিন্দের সঙ্গে চন্দননগর এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে 'এসএস ডুপ্লেইক্স ইনকগনিটো' জাহাজে করে অরবিন্দ, জ্যোতিন্দ্রনাথ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র বসাক সহ তিনিও পণ্ডিতেরীতে উপস্থিত হলেন। তারিখটা ছিল ৪ এপ্রিল ১৯১০ সাল। সুরেশ চক্রবর্তী (মনি) আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২২ অক্টোবর নলিনীকান্ত গুপ্ত ও সৌরিন বোসও সেখানে ছিলেন। ২২ অক্টোবর ১৯১৪ সালে পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতায় এসে বিজয় কুমার নাগ অরবিন্দের 'আর্য' পত্রিকার প্রচার কার্যে নিযুক্ত হলেন। সেই সময়ে তাঁকে আবার গ্রেফতার করে ভিল্লুপরম জেলে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মাদ্রাজ সরকারের কথায় তাঁকে বাংলার সরকার নিজের অধীনে নিয়ে এসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়। পরে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আবার পণ্ডিচেরী চলে যান। ২৪ নভেম্বর ১৯২৬ সালে সিদ্ধি দিবসে বিজয় কুমার নাগ সহ অন্যান্যদের উপস্থিতির মাঝে তিনিও অংশ গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রম ত্যাগ করে চলে আসেন খুলনাতে। সেখানেই তিনি ১৯৩৫ সালে পরলোকমগন করেন।

অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ঃ পিতার নাম উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। জন্মস্থান ঃ আরবেলিয়া। থানা ঃ বাদুড়িয়া। ২৪ পরগনা। জন্ম সাল ১৮৮২ সাল। ১৯০১ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর মেট্রোপলিট্যান স্কুলে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন। ২৪ পরগনায় জেলা জজেস অফিসে শিক্ষানবীশ হয়ে দুই বছর কাজ করেন। গোবেরিয়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে শারীরিক কারণে সেই পদ থেকে সরে আসেন। অবিনাশের মা কটকে থাকাকালীন সেখানকার একটি স্কুলে মাত্র পনেরো দিনের জন্য কাজ করেছিলেন। তারপরে তিনি চলে আসেন সোনারপুর অঞ্চলে অবস্থিত রাজপুরে। ১৯০২ সালে অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ যতীন ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরে বারীন ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলে তিনি মানিকতলা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয় পড়েন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলের ম্যানেজার হয়ে অরবিন্দের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। 'মুক্তি কোন পথে' এবং 'বর্তমান রণনীতি' নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে পড়ে যান। ২ মে, ১৯০৮ সালে ৪৮, গ্রে স্ট্রীট থেকে (ক্রমশ)

প্রাচীন বাংলার বিবাহ চালচিত্র ও ভোজনচিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

সেকালের বাঙালির বিয়েতে রকমসকম একটু আলাদা ছিল। একে তো কৌলিন্য প্রথার জন্য বাংলাদেশে এক বিচিত্র সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কুলীন মেয়েদের বর যোগাড় করা কেমন কঠিন হয়ে গেছিল, ঠিক তেমনই কঠিন ছিল অকুলীনের সমান ঘরের মেয়ে পাওয়া। টাকায় সব কিছু জাস্টিফাই করে। ফলে অকুলীনরা মোটা টাকা বা পণ দিয়ে স্ত্রী কিংবা স্বামী জোগাড় করতেন। উনিশ শতকে বরপণের মত কন্যাপণ-ও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। এই সম্বন্ধ রীতিমত সাক্ষীসাবুদ রেখে রাজদরবারে তৈরি করা হত। পরে এর নামই হয় পাকা দেখা। এই সময় যারা সাক্ষী থাকতেন তাদের খাওয়ানোর রীতি ছিল। ধীরে ধীরে সেটাই আকার আয়তনে বেড়ে বিয়েবাড়ির ভোজের রূপ নেয়।

সবাই যে বিয়েবাড়িতে খাওয়াতেন তা না। খন্যান গ্রামের নিস্তারিণীর বিয়ের খবর দেখি তশুধুমাত্র বিয়েরদিন যারা বাসর জাগবে তাদের ভাত, ব্যাঞ্জন, শুকতো, ডালনা, মাছের ঝোল খাওয়ানো হইল। অন্য লোকজন বরযাত্র কন্যাযাত্রদের খাওয়ানো হইত না, তবে বরের অভিভাবককে খাওয়ানোর নিয়ম ছিল। নিস্তারিণীর দাদার বিয়েতে অবশ্য পাড়ার সবাইকে চিঁড়ে মুড়ি খাইয়েছিলেন তারা।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙালি বিয়ের ভোজের বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায়। এই সময় বিয়েবাড়ির প্রধান ভোজ হিসেবে থাকতো ফলাহার। যার প্রধান উপকরণ ছিল দই,চিড়ে,ঘি,কাঠালি কলা,আম,বাতাসা,মন্ডা ইত্যাদি। সেই সময়ের ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতের রান্না করা খাবার না খেলেও বিবাহ অনুষ্ঠানে বসেই মূলত ফলাহার করতো। মরশুমি ফল এবং তার পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট দধির উপর নির্ভর করতো গৃহস্থের মান মর্যাদা। বরযাত্রীদের জন্য থাকতো বিশেষ ধরনের মিষ্টি। যদিও তা ছানা থেকে তৈরি হওয়া মিষ্টি নয়,তৈরি হত প্রধানত ময়দা,দুধ ও বাতাসা দিয়ে। যদিও এই সময়ও বেশ কিছু বড়লোক বাঙালির বাড়ির বিয়েতে প্রচলিত নিয়ম বর্হিভূত ভাবে নিরামিষ খাবারের ব্যবহারও শুরু হয়েছিল। ১৮২২ সালে এক সদগোপের ছেলের বিয়েতে মোট খরচ হয়েছিল চল্লিশ টাকা চার আনা। এর মধ্যে ছয় টাকা দশ আনা খরচ হয় ভোজের জন্য। পোলাও রাঁধতে খরচ হয়েছিল ন'আনা আর বারো সের মাছের দাম পড়েছিল সোয়া পাঁচ আনা।

১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলায় ময়দার প্রচলন শুরু হয় এবং সেই সাথেই পরিবর্তিত হয় বিয়ে বাড়ির মেনু। মহেন্দ্র দত্ত লিখছেন আমাদের ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি যে লুচির ব্যবহার বে-র রাত্রে, কিন্তু কাজে ভাতের ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে কলাপাতায় বড় বড় লুচি দিত আর আলুনী কুমড়ার হুক্কা ; বড় সুন্দর হইত এবং কলাপাতার এক কোণে একটু শুন দিত। সে রান্নাটা এখনও বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে সে রকম রান্নার পাকা হাত আর নেই। এখনকার কুমড়ার ঘণ্ট যেন রাবিশ। যাঁহারা সেই আলুনী কুমড়ার ছক্কা খাইয়াছেন তাঁহারা জানেন । তাহার পর খুরি সরা বাহির হইত অর্থাৎ কচুরি, যাহাকে কর্মবাড়ির কচুরি বলিত, বাজারের নয়। সেটা উঠে গেছে। কড়াইডালের পুরে আদা মৌরী দিয়ে কচুরি, নিমকি, খাজা, চৌকা গজা, মতিচুর এইসব সরাতে থাকিত। খাজা তখন খাবারের ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল আর খুরি করে চার রকমের সন্দেশ থাকিত (তিন রকম ব্যবহার হইত না)। তাহার পর ক্ষীর, দৈ বাহির হইত। তখন রাবড়ি উঠেনি। রাবড়ির প্রচলন লক্ষ্ণৌতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে কলিকাতায় আসিয়াছে। রসগোল্লা, তিলকুট তখনও হয় নাই। ১৮৭৩ বা ১৮৭৪ সালে প্রথম রসগোল্লা হয় এবং তিলকুটও সেই সময়কার। আমসন্দেশ, কামরাঙ্গা সন্দেশও প্রায় ঐ সময়েই হয়। আগে ছিল আতা সন্দেশ ও মণ্ডা এবং পেনেটির গুপো সন্দেশ বড় বিখ্যাত ছিল। সেটা দেখতে ছিল দুখানা ফেণী বাতাসা একসঙ্গে জোড় করার মত । তখনকার দিনে গুপো সন্দেশের খুব নাম ছিল, এখন উহা উঠিয়া গিয়াছে। শেষপাতে আসতো দই ও ক্ষীর।

তবে কলিকাতার ইতিবৃত্তের লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর বন্ধুর পিসির বিয়ের এক মজার বর্ননা দিয়েছেন। সে বিয়েতে বরযাত্রীর জন্য লুচি চিনির ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্যত্র সচরাচর দই চিঁড়েই দেওয়া হত। লুচি চিনি দেখে বরযাত্রীরা কোথায় আনন্দ পাবে, তা না অযথা সেই চিনির অপচয় করতে লাগলেন। কেউ সেই চিনি নিয়ে আসনের নিচে রাখছেন, কেউ জলে গুলে খাচ্ছেন, কেউ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই। কন্যাকর্তার চিনি খাওয়ানোর দর্পচূর্ণ করা। কন্যাকর্তাও কম বুদ্ধিমান নন। তএদিকে কন্যাকর্তা এই অত্যাচার দেখিয়া আট-দশটা বস্তা মাটি পূর্ণ করিয়া মুখ সিলাই করাইলেন, বস্তা আনিয়া উঠানে ফেল।

রুশ অভিনেত্রী প্রেমে শুভেন্দু

বিশেষ প্রতিবেদক

ছবিতে এক সঙ্গে কাজ করার সুবাদে কেসেনিয়া এবং সিমি গারেওয়াল পরস্পরের ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। পরে এক দিন সিমির কাছে শুভেন্দুকে ভাল লাগার কথা জানিয়েছিলেন কেসেনিয়া। আর সেই কথা সিমি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র শুটিং ফ্লোরে সকলের সামনে শুভেন্দুকে জানান। সে সময় ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও। সিমির কথা শুনে শুভেন্দু তো লজ্জায় লাল!

এক যুগ আগে ২০০7 সালে একটি স্বর্ণালী যুগের অবসান ঘটিয়ে চলে গিয়েছেন তিনি। উত্তম কুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। প্রবল দাপটের সময়ও অভিনেতা এবং সুদর্শন নায়ক হিসাবে নিজেকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তিনি কতটা সুদর্শন ছিলেন তার একটা স্পষ্ট ধারণা মিলবে একটি ঘটনার কথা শুনলে।

সালটা ১৯৬৯। কলকাতায় এসেছেন রাজ কাপুর। ৫ বছর পরিশ্রমের পর সদ্য শেষ করেছেন মেরা নাম জোকারের শুটিং। তাঁর সঙ্গে ছবির বেশ কয়েকজন শিল্পীও এসেছিলেন সে সময়। সেই উপলক্ষে পাঁচ তারা হোটেলে পার্টি দিয়েছিলেন বাংলা ছবির প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায়। সেই পার্টিতে রাশিয়ান ব্যালে শিল্পী কেসেনিয়া রায়াবিনকিনা-র সঙ্গে আলাপ হয় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের। যাঁরা মেরা নাম জোকার ছবিটি দেখেছেন তাঁদের আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই কে এই অসাধারণ সুন্দরী ব্যালে শিল্পী এবং অভিনেত্রী। ছবিতে এক সঙ্গে কাজ করার সুবাদে কেসেনিয়া এবং সিমি গারেওয়াল পরস্পরের ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। পরে এক দিন সিমির কাছে শুভেন্দুকে ভাল লাগার কথা জানিয়েছিলেন কেসেনিয়া। আর সেই কথা সিমি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র শুটিং ফ্লোরে সকলের সামনে শুভেন্দুকে জানান। সে সময় ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও। সিমির কথা শুনে শুভেন্দু তো লজ্জায় লাল! কথাটি জানিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকেননি সিমি। পার্স থেকে রায়াবিনকিনার একটি ছবিও শুভেন্দুকে বার করে দেন। ভালো লাগার চিহ্ন স্বরূপ যেটি সিমিকে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ছবির পিছনে কেসেনিয়া লিখে দিয়েছিলেন, 'টু শুভেন্দু, টু অল মাই হার্ট'।

ব্যাপার দেখে উপস্থিত সকলে হেসে উঠলেন। কিন্তু শুভেন্দুর তাতে অস্বস্তি এবং লজ্জা উভয়ই বেড়েছে। অসম্ভব রসিক সত্যজিৎ কালো কাপড়ে মোড়া ক্যামেরার লেন্স থেকে চোখ সরিয়ে শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা বলেছিলেন, 'তা হলে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠাই, কী বলো শুভেন্দু?' তাতে হাসির রোল বেড়েছিল শুটিংয়ের বিরতিতে। বাড়িতে ফিরে শুভেন্দু তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়কে বলে ছিলেন, 'তুমি আমাকে যতটা ফেলনা ভাবো, আমি কিন্তু ততটা নই।' পুরো ঘটনা শুনে ভীষণ হেসেছিলেন অঞ্জলী দেবী।

পেশায় চিকিৎসক দাদুর ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে বাবার কথায় ডাক্তারি পড়েছিলেন অসম্ভব মেধাবী শুভেন্দু। ১৯৬০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করার পর প্রথমে সিভিল ডিফেন্স তার পর কলকাতা পুর সভায় হাসপাতালে যোগ দিয়েছিলেন চিকিৎসক হিসাবে। কিন্তু তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল অভিনয়। কিছু দিন চাকরি করার পর ডাক্তারি ছেড়ে পেশাদার অভিনেতা হওয়ার অনিশ্চিত পথে হাঁটতে শুরু করেন। অভিনয়ের ইচ্ছে তাঁর মনে গেঁথে দিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ী। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর অভিনীত মাইকেল মধুসূদন নাটকটি দেখে অভিনয়ের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন শুভেন্দু।

ডাক্তারি পড়তে পড়তেই আইপিটিএ-তে যোগ দেন তিনি। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়কে গুরু হিসাবে মেনে গিয়েছেন চিরকাল। সাল ১৯৬৫, আইপিটিএ-র মঞ্চে তাঁকে দেখে পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর ছবি 'আকাশকুসুম'-এ কাস্ট করেন শুভেন্দুকে। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর বাংলার সেরা পরিচালকদের নজরে পড়ে যান শুভেন্দু। সে তালিকায় ছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও। তাঁকে দেখে সিগারেট এগিয়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। শুভেন্দু বলেছিলেন, 'এই প্রথম কারও সামনে সিগারেট ধরানোর জন্য মাথা নিচু করতে হল না।'

ডেবিউ ছবির পরেই সুযোগ এল

বাঁকুড়ার সঙ্গে রেল যোগাযোগ

সম্ভবত ১৯১৪ সালে তৈরি হয়েছিলো বি.ডি.আর অর্থাৎ বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে। মানুষ এর অন্য নাম দিয়েছিল বড় দুঃখের রেল কারণ এর সময়ের কোনো মা বাপ ছিলো না! সকাল সাত টায় দুই থেকে তিনটি বগি নিয়ে একটি স্টিম ইঞ্জিন ন্যারো গেজ লাইনে বাঁকুড়া থেকে বেলিয়াতোড়, সোনামুখী পাত্রসায়ের ইন্দাস হয়ে রায়না বা রায়নগর পর্যন্ত যেতো। একটাই ট্রেন সকাল সাতটায় ছেড়ে বারো ঘন্টা পর সন্ধে সাতটায় ফিরে আসতো। দূরত্ব মেরেকেটে ৭০/৭২ কিমিঃ। আটের দশকে দেখেছি কয়েকজন মানুষ খেজুরপাতা বা বনের কাঠ কেটে নিয়ে যেতে রান্নার জন্য, এর পর ২০০৪ সাল থেকে এই লাইন ন্যারোগেজ থেকে ব্রডগেজে পরিবর্তন হয়ে একটা ডিজেল ইঞ্জিন নিয়ে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী পর্যন্ত চালু হলো। তরপর ক্রমশঃ এটা পাত্রসায়ের, বোঁয়াইচন্ডী, শেয়ারাবাজার হয়ে এখন দামোদর নদীর উপর ব্রীজ তৈরি হয়ে এখন মশাগ্রাম পর্যন্ত চলতে লাগলো। তারপর এখনকার বন্দে ভারতের মতো লাল রঙের ডি.এম.ইউ চালু হলো। একটা রেকের পরিবর্তে দুটো রেক চালু হলো, এবং এখন আবার ইলেকট্রিফিকেশন হওয়াই ই.এম.ইউ কোচ চালু হয়েছে। সুখের কথা আর কিছুদিনের মধ্যে সম্ভবত নতুন বছর ২০২৫ সালের শুরুতেই হাওড়া থেকে একদম বাঁকুড়া, আদ্রা বা সরাসরি পুরুলিয়া ট্রেন চালু হয়ে যাবে! তখন আর বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় মানুষকে খড়গপুর হয়ে পাঁচ ঘন্টায় হাওড়া পৌঁছাতে হবে না অনেক কম সময়ে জঙ্গমহলের সাথে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার যোগাযোগ উন্নত হবে।

এই লাইনটা এখন দেখলে নস্টালজিক হয়ে যাই! কি ছিলো আর এখন কি হয়েছে। রেল হচ্ছে আমাদের দেশের লাইফলাইন, সেই লাইফলাইন দিয়ে কলকাতা বাঁকুড়ার নিবিড় যোগাযোগ।

ইসকন নিষিদ্ধ সিদ্ধান্ত এখন নিয়ে পিছু হটল

ইসকনকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন কিছুটা পিছু হটলো বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ সরকার এখন পরেছেন দু'দিকের সংকটে। একদিনে দেশের অভ্যন্তরে উগ্র ইসলামিক শক্তির চাপ ও অন্যদিকে ওই দেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ। এই পরিস্থিতিতেই হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন ইসকনকে নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়েছে একটি বাংলাদেশ হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। যেখানে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়। যা নিয়ে চরম বিতর্ক তৈরি হয়। একদিকে ইসলামিক সংগঠন ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে পথে নেমেছে, অন্যদিকে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন এর প্রতিবাদে পথে নেমেছে। সরকার পড়েছে উভয় সংকটে। এই মামলায় বুধবারে ইউনুস সরকারের তরফে অ্যান্টনি জেনারেল জানান, ইসকন একটি

ইসলামিক সংগ্রহণ। অভিযোগ জানানো হয়েছে আদালতে। এই পরিস্থিতিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না বাংলাদেশ হাইকোর্ট। খারিজ হয়ে গেল আবেদন। তবে ইসকন নিষিদ্ধ হবে কিনা তা বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তে নিতে পারবে বলে জানিয়েছে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও দেবাশীষ রায় চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ। স্বাভাবিক কারণেই এখন সরকারের সামনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। তারা কি করবে! দেশের অশান্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের আদালত। বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। আর এই দাবিতে লাগাতার চলছে বিক্ষোভ- মিছিল। এই প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় মৌলবাদী সংস্থা। স্বাভাবিক কারণেই এই বক্তব্যর প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে ওই দেশের হিন্দু সংগঠনগুলো। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু ইসকন নিয়ে সরকার কোনও অবস্থান স্পষ্ট করেনি। তবে বিষয়টি এখন সরকারের টপ প্রায়োরিটি বলে ব্যাখ্য করেছেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদ উদ্দিন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলা নিয়ে ভারত সরকার চিন্তিত। এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে কোনও বার্তা ভারত একনও দেয়নি বা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছে না। এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে ভারত সরকার শুধু সরব হয়েছে।

শীতের অকাল বৃষ্টিতে চিন্তিত আলু ও ধান চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, ৩০ নভেম্বর ঃ শীতের শুরুতে বৃষ্টি, নষ্ট হতে পারে মাঠে রোপণ করা আলু বীজ, পিছিয়েও যেতে পারে আলুচাষ। কপালে ভাঁজ কৃষকদের। এমনই ছবি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। ছবিটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলেও প্রায় একই রকম। শুক্রবার সকাল থেকেই এই অঞ্চলে আকাশ মেঘলা, সঙ্গে অল্প বৃষ্টিও। চাষিরা মনে করছেন, এখন বৃষ্টি হলে জমির প্রায় সব ধানই নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকেই তাই তড়িঘড়ি মাঠের ধান বাড়ির উঠোনে তুলতে ব্যস্ত। একই ছবি এই জেলার ক্যানিংয়ে। ফের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কায় ফসলের ক্ষতি নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত চাষিরা। বেশিরভাগ জায়গা এখনও মাঠেই ধান পড়ে আছে। ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, ঝড়খালি, ভাঙড়, ক্যানিং পূর্ব এলাকায় কোথাও ধান কাটা অবস্থায় পড়ে আছে, কোথাও ধান কাটার মুখে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কায় চাষিরা। পশ্চিম মেদিনীপুরে এদিন ভোর রাত থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। যে কারণে সদ্য রোপণ করা আলু নষ্ট হতে পারে, পাশাপাশি পিছিয়ে যেতে পারে আলু চাষ এমনই আশঙ্কা কৃষকদের। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা আলু চাষের গড় হিসেবে পরিচিত। এই সময় কৃষকেরা সদ্য মাঠ থেকে ধান তুলে আলু লাগিয়েছেন। কোন কোন কৃষক আবার মাটি উর্বর করছেন আলু লাগানোর জন্য। কিন্তু এই বৃষ্টিতে মাথায় হাত কৃষকদের। এরকমভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে মাঠে সদ্য লাগানো আলু নষ্ট হতে পারে। পাশাপাশি আলু চাষও পিছিয়ে যেতে পারে এমনই আশঙ্কা চন্দ্রকোনার কৃষকদের। শীতের অকাল বৃষ্টি চিন্তিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার এলাকার ধানচাষিরা। কিছু দিন আগে ডানা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চাষিরা। তবে বেশ কিছু জমির ধান তখনও সুরক্ষিত ছিল। এবার সেই ধানেরও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন চাষিরা। শুক্রবার সকাল থেকেই এই অঞ্চলে আকাশ মেঘলা ছিল। বৃষ্টিও হচ্ছিল। চাষিদের অভিমত, এখন বৃষ্টি হলে জমির প্রায় সব ধানই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তড়িঘড়ি মাঠের ধান বাড়ির উঠোনে তুলতে ব্যস্ত চাষিরা। কিন্তু জমির সব ধান বাড়ির উঠোনে তোলা যাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে এখন গভীর সংকট। তাই যে যেমন পারছেন, ধান রক্ষার জন্য নামখানা, কাকদ্বীপ, কুলপি রায়দিঘি এলাকায় নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ক্ষেতে গিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ধান তোলার। বৃষ্টিতে যাতে আর বেশি ক্ষতি না হয় সেজন্য সকাল থেকে দিনরাত চাষিরা খাটছেন। পর পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষে ক্ষতি হয়েছিল দাবি ক্যানিং অঞ্চলের ধানচাষিদের। জমি থেকে ধান তোলার মুখে এবার আবার বৃষ্টির আশঙ্কা। এতে ফের ক্ষতি হতে পারে বিঘা বিঘা জমির ধানের। ক্যানিংয়ের প্রায় সব জায়গা এখন মাঠেই ধান পড়ে। ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, ঝড়খালি ভাঙড় ক্যানিং পূর্ব এলাকায় কোথাও ধান কাটা অবস্থায় পড়ে আছে, কোথাও ধান কাটার মুখে। সেই মুহূর্তে বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কা। চাষিরা তাই তড়িঘড়ি মাঠ থেকে ধান তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন। বাইরে কাজের লোক না পেয়ে অনেকেই নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়েই মাঠে ধান তোলার কাজে নেমে পড়েছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, পরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফলনের অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে। শেষ মুহূর্তে ধান জমি থেকে তুলে নিয়ে আসতে পারছেন না তাঁরা। মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন বেশিরভাগ চাষিরা। সেই ধান পরিমাণমতো না হওয়ায় তাঁরা সমূহ ক্ষতির মুখে পড়বেন বলে জানাচ্ছেন।

অপরাজিতা বিল পাসের দাবীতে জামালপুর ব্লক মহিলা তৃণমূলের মিছিল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর ঃ অপরাজিতা বিল দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবিতে সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জামালপুর ব্লকে ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয় শনিবার। মিছিলটি ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে জামালপুর

বাজার, থানার সামনে দিয়ে গিয়ে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জায়গায় শেষ হয়ে সেখানে একটি পথসভা করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা পরিষদের দুই সদস্য কল্পনা সাঁতরা, শোভা দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, গোষ্ঠীর ব্লকের নেত্রী ঝর্ণা বেগম শেখ সহ মহিলা প্রধান ও উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যারা। মিছিলে পা মেলাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। উপস্থিত মহিলা নেত্রীরা কেন্দ্র সরকারের গায়ের জোরে এই অপরাজিতা বিল আটকে রাখার তীব্র প্রতিবাদ করেন। যদি অবিলম্বে এই বিল আইনে পরিণত না করা হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা। ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, আরজিকরের চিকিৎসক ছাত্রী খুন ও ধর্ষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন এরাজ্যের বিরোধী দলের নেতারা। এই ধরনের বিচার হতে হতে প্রায় ৫ - ৭ বছর সময় লেগে যায় আদালতে। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের উপর অপরাধ ঠেকাতে বিধানসভায় এই অপরাজিতা বিল পাস করেছেন যাতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় প্রকৃত দোষীরা দ্রুত শাস্তি পায়। কেন্দ্র সরকার যদি এই বিল পাসে বিরোধিতা করে কিম্বা বিলম্ব করে তাহলে আগামি দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে তৃণমূল বলে জানিয়েছেন মেহেমুদবাবু। এদিন প্রায় ৪ হাজার মহিলা ওই মিছিলে অংশগ্রহন করেন।

ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের অভিযোগে এক বাইক রাইডার যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের অভিযোগে এক বাইক রাইডার যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। গতকাল ফুলবাড়ী ঘোষপুকুর ২৭ নাম্বার জাতীয় সড়কের মোঃ বক্স মরে। ট্রাফিক সামলা ছিলেন এক পুলিশ কর্মী। সেই সময় ঘোষপুকুর থেকে ফুলবাড়ির উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি বাইক রাইডার যাচ্ছিল। সেই সময়ের দায়িত্ব থাকা ট্রাফিক পুলিশ সিগনাল দেন দাঁড়াবার জন্য। এরপরেই তাদের মধ্যে দুটি বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এরপরে ধৃত যুবক সুবীর কুমার সিংহ কলকাতার বাসিন্দা। তিনি তেরে এসে পুলিশ কর্মীকে মারধর করে। এরপরে চিৎকার শুনে দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক অফিসার সহ পুলিশ কর্মীরা ছুটে আসে। সেই পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে। দীর্ঘ এক ঘন্টা বাতানুবাদ পুলিশ ও বাইক রাইডারদের মধ্যে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এরপরে খবর দেওয়া হয় ফাঁসি দেওয়া থানার পুলিশকে। পুলিশের এসে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

দূষণে কমেছে পরিযায়ী পাখির আনাগোনা, মন খারাপ আলিপুরদুয়ারের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩০ নভেম্বর ঃ শীতের শুরুতেই আলিপুরদুয়ার শহরে বিভিন্ন ঝিলে আসতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখিরা। প্রতিবছর শীতের সময় সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখিরা এই এলাকায় চলে আসে। আবার গরম পড়লে চলে যায়। শীতে আলিপুরদুয়ার শহরে বিভিন্ন ঝিলে গেলেই দেখা মিলবে পরিযায়ী পাখিদের। কিন্তু আগের তুলনায় ঝিলগুলিতে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা কমে গেছে। তার প্রধান কারণ ঝিলগুলি সংস্কারের অভাব, দূষণ, কচুরিপানায় ভর্তি ঝিলগুলো। পরিবেশপেমী আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার জানান, আগে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন সবকটি ঝিল, ডীমা নদী, কালজানি নদীতে শীতের সময় দেখা মিলতো পরিযায়ী পাখিদের। কিন্তু এখন ডীমা ও কালজানি নদীতে পরিযায়ী পাখিদের দেখা মেলে না। কারণ এই সব নদীতে দূষণ ছড়িয়েছে। এছাড়া বেশির ভাগ ঝিলে সংস্কারের অভাব কচুরিপানা ছেয়ে গেছে বলে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা কমেছে বলে দাবি পরিবেশপ্রেমীদের। যে ক'টি ঝিল এখন ঠিক আছে, যেখানে কচুরিপানা কম, সেখানে আসছে পরিযায়ী পাখিরা। সাইবেরিয়াতে শীত পড়লেই প্রতিবছর পরিযায়ী পাখিরা চলে আসে আবার মার্চ মাসের দিকে চলে যায়। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর জানান, পুরসভার অন্তর্গত ঝিলগুলি সংস্কার করা হচ্ছে। ঝিলগুলি আরও সংস্কারের জন্য প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছে, সেগুলি অনুমোদনের পথে।

নোয়াপাড়া কারশেডে পরিচালিত মক ফায়ার ড্রিল কাম প্রশিক্ষণ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। আগুনের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে 'কলকাতার লাইফলাইন'-এ গৃহীত বিভিন্ন নিরাপত্তা প্রোটোকল পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। মেট্রো চত্বরে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো

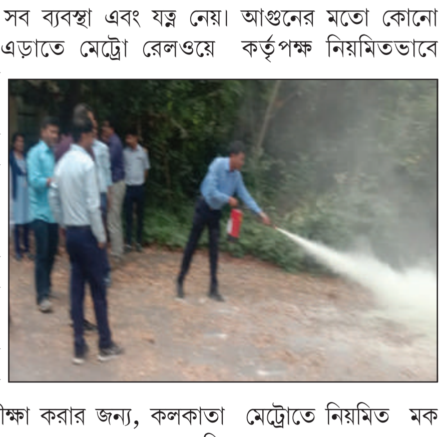

কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতা মেট্রোতে নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালিত হয়। ২৯.১১.২০২৪ তারিখে নোয়াপাড়া কারশেডে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মেট্রো রেলওয়ের মাঠ কর্মীদের জন্য একটি মক ফায়ার ড্রিল কাম ট্রেনিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই ড্রিলটিতে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁয়া অবস্থার অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের ড্রিল যেকোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে এবং উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনবে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে।

রাজ্যকে আরো ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ গ্রামীন সড়ক যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে আরো ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। দু'বছর পর এই খাতে রাজ্য ফের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পেল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে নতুন ৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য গ্রামীণ সড়ক যোজনার বরাদ্দ চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার কিলোমটার রাস্তার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে শেষবার ওই প্রকল্পের রাজ্যকে ৩৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। উল্লেখ্য গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পে ৬০ শতাংশ টাকা দেয় কেন্দ্র। বাকি ৪০ শতাংশের ব্যবহার রাজ্যকে বহন করতে হয়।

স্বাস্থ্য সেবা উৎসব ৩.০ উপলক্ষ্যে শ্রীভূমিতে অনুষ্ঠিত বাহ্যিক মূল্যায়নকারীদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি

শ্রীভূমি (অসম), ৩০ নভেম্বর ঃ স্বাস্থ্য সেবা উৎসব ৩.০ উপলক্ষ্যে বাহ্যিক মূল্যায়নকারীদের জন্য একটি ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি আজ শনিবার শ্রীভূমি জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক মিনার্ভা দেবী আরামবামের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ওই কর্মসূচিতে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিশিষ্ট ফ্যাকাল্টি সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এতে জেলা স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. সুমনা নাইডিং বাহ্যিক মূল্যায়নকারীদের স্বাগত জানান এবং স্বাস্থ্য সেবা উসব ৩.০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে জেলার স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়ন এবং জনগণের জন্য আরও উন্নত ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য সেবা উৎসব ৩.০ অসম সরকারের একটি বিশেষ উদ্যোগ, যার লক্ষ্য রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা এবং সেবার মান বৃদ্ধি করা। এই উৎসবের মূল লক্ষ্য, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা। জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা এবং মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা। হাসপাতালগুলির অবকাঠামো, পরিষেবা এবং ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রমের মান যাচাই করা। পাশাপাশি, অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য সেবা উৎসব ৩.০ আগামী ৩ ডিসেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। শ্রীভূমি জেলায় মোট ৪৬টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এই মূল্যায়নের আওতায় আসবে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক মূল্যায়নকারীরা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবার মান, অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রম বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। রাজ্য সরকার নয়জন বিশেষ বাহ্যিক মূল্যায়নকারী নিয়োগ করেছেন, যাঁরা এলোমেলোভাবে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন এবং তাঁদের রিপোর্ট প্রদান করবেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে মূল্যাযনের আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনএইচএম-এর ডিপিএম হানিফ মোহম্মদ কৌশর আলম, ডিএমই সুমন চৌধুরী, ডা. জামাল আহমেদ চৌধুরী এবং ডা. বিআর পাণ্ডে। তাঁরা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং তার মানদণ্ড সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক মিনার্ভা দেবী আরামবাম মূল্যায়নকারীদের উদ্দেশ্যে স্বচ্ছতা বজায় রেখে মূল্যায়ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এই কাজের ওপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের দিক নির্ধারণ হবে। কর্মসূচির শেষে মূল্যায়নকারীরা তাঁদের মতামত ভাগ করেন এবং তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেন। এই ওরিয়েন্টেশন স্বাস্থ্য সেবা উসব ৩.০ সফলভাবে সম্পন্ন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি করবে না, বরং জনগণের আস্থা অর্জনে সহায়ক হবে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

সিকিমের দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ৫, আহত ১২, ব্রিজ থেকে বাস সোজা গিয়ে পড়েছিল নদীতে

দুরন্ত বার্তা, কালিম্পং , ৩০ নভেম্বর ঃ পাহাড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! কদিন আগেই ব্রাজিলের আলাগোয়াসে একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ২৩ জন নিহত হয়েছিলেন। পাহাড়ি রাস্তায় এই ধরনের দুর্ঘটনা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু সেই দুঃস্বপ্ন বার বার ফেরে। এবার সিকিমে। রংপোয়। সিকিমে বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫। আহতের সংখ্যা ১০ জনের বেশি। আহতদের উদ্ধার করে সিকিমের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুর নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বেসরকারি গ্যাংটকগামী বাসটি। কালিম্পং ও সিকিম সীমান্তে রংপোর কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি তিস্তায় পড়ে যায়। জলের স্তর কম থাকায় নদীর পাড়েই আটকে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিকিম ও কালিম্পং পুলিস। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। প্রশাসন সূত্রে খবর, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫। প্রায় ১০ জনের উপর আহত হয়েছেন। তাঁদের সিকিমের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কালিম্পং জেলা পুলিস সুপার শ্রীহরি পান্ডে বলেন , আমাদের প্রথম কাজ ছিল যাত্রীদের উদ্ধার করা। সেটা আমরা করেছি। এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১০ থেকে ১২ জনের উপরে যাঁরা আহত, তাঁদের সিকিমের একাধিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিস। দুপুরেই জানা গিয়েছিল, শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার পথে রংপোতে একটি বাস দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। রংপোতে তিস্তার খাদে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনায় তখনও পর্যন্ত ৪ জন মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছিল। তখন ১২-১৫ জন আহতকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। হতাহত আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। তবে সেটা ঘটেনি। বাসটিতে মোট কতজন যাত্রী ছিলেন? সংখ্যাটি পরিষ্কার নয়। তবে বাসটিতে স্থানীয় যাত্রী ও তাঁদের সঙ্গে ট্যুরিস্টরাও ছিলেন বলে জানা গিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল, বাসটির ব্রেক ফেল হয়েছিল। তবে কোনও কোনও মহল মনে করেছে, বেহাল জাতীয় সড়কের জন্যই এই দুর্ঘটনা।

জমি দখল ঘিরে সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ৪, আটক ৩

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩০ নভেম্বর ঃ জমি দখল ঘিরে প্রতিবেশীদের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক কৃষকের। ঘটনায় জখম আরও চারজন। এই ঘটনা ঘটল শনিবার কালিয়াগঞ্জে সীমান্তবর্তী রাধিকাপুর পঞ্চায়েতের জগদলা গ্রামে ঘটনায় মৃতের নাম সরল রায়, বয়স ৪২ বছর। তিনি পেশায় কৃষক। শুক্রবার দুপুরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের তরফে আধিকারিকরা এলাকায় যান জমির কাগজপত্র দেখতে। কোনওপক্ষই যথাযথ জমির আইনি নথিপত্র দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ। তা নিয়েই যাবতীয় গন্ডগোলের সূত্রপাত। সরকারি আধিকারিকদের সামনেই লাঠি, বাঁশ, কুডুল-সহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে সরল রায় নামে ওই কৃষক ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিপক্ষ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। পালটা বিবদমান প্রতিবেশীরাও রুখে দাঁড়ালে দুপক্ষের সংঘর্ষ ঘটে। গুরুতর জখম হন দুপক্ষের বেশ কয়েকজন। তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে তাঁদের রায়গঞ্জ মেডিক্যাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শনিবার ভোরে মৃত্যু হয় সরল রায়ের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ তদন্তে নামে। হামলার অভিযোগে শনিবার তিনজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম কনক রায়, জীবন রায় এবং দেবেন রায়। এদিন সরল রায়ের মৃত্যুর খবর বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামে পৌঁছতেই এলাকায় থমথমে। অশান্তি এড়াতে গ্রামে মোতায়েন করা হয়েছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী।

আবারও ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি আলু ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ ফের ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। ভিনরাজ্যে আলু 'রফতানি' নিয়ে জটিলতা না-কাটলে সোমবার থেকে আবার ধর্মঘট শুরু করবেন বলে জানিয়ে দিলেন তাঁরা। গত আগস্ট মাসে আলু ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটে নামায় বাজারে আলুর সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। দামও হয়ে গিয়েছিল আকাশছোঁয়া। এ বারও যদি আলু ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটে নামেন, তা হলে মঙ্গলবার থেকে খুচরো বাজারে একই ভাবে আলুর সঙ্কট দেখা দিতে পারে। আশঙ্কা, তার ফলে দাম বাড়বে আলুর। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, ''রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার নির্দেশ অনুযায়ী কিলো প্রতি ২৬ টাকা দরে কলকাতা-সহ সংলগ্ন বাজারগুলিতে আলু সরবরাহের ফলে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছিল আলুর দর। লালুবাবুর দাবি, তার পরেও গত তিন চার দিন ধরে ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, ছত্তীসগঢ় ও অসম সীমান্তে আলুর ট্রাক আটকে দিচ্ছে এ রাজ্যের পুলিশ। আলুবোঝাই ট্রাকের চালকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা ব্যবসা করতে পারছি না। হিমঘর থেকে আলু নামিয়ে তা বাজারে বিক্রি করতে পারছি না। এরই প্রতিবাদে আমরা বাধ্য হয়ে সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। আশা করছি রাজ্যের সরকার আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে সোমবারের আগেই সদর্থক পদক্ষেপ করবে।''

ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ দেশজুড়ে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কুয়াশার প্রভাব। ফলে দেরিতে চলছে দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন। এই আবহে বিভিন্ন পথে দূরপাল্লার ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শীতকালে ভোরে কুয়াশার জন্য ট্রেন চালাতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় চালকদের। এই সময়ে দৃশ্যমানতা একেবারে কম হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পূর্ব রেল।

ইনফোসিস এর নতুন ভবন চালু করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস এর নতুন ভবন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামী ১৮ ডিসেম্বর নিউটাউনে পঞ্চাশ একর জমির উপরে নির্মিত এই নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন বলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি আসন্ন বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গতকাল আলিপুরের সৌজন্য অতিথিশালায় যে সব শিল্পপতি ও আধিকারিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেখানেও তিনি এই বিষয়টি জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। গতকালের বৈঠকে জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় রাজ্য সরকার যে জমি বরাদ্দ করেছে সেখানে খুব শীঘ্রই আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে কারখানা তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন। কাজ শুরুর ১৯ মাসের মধ্যে কারখানা তৈরীর কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানান।

কমলা উৎসব এবার কালিম্পংয়ে, চলছে তার পূর্ণ প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, কালিম্পং, ৩০ নভেম্বর ঃ রাজ্য উদ্যানপালন বিভাগ দ্বারা আয়োজিত দুই দিনের কমলা উৎসব এবার হবে কালিম্পং জেলায়। চলছে তার পূর্ণ প্রস্তুতি। প্রথমবারের মতো দার্জিলিং জেলার বাইরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। কমলা উৎসবের এবার তৃতীয় সংস্করণ। আগামী ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর হবে এটি। কমলা চাষের সাথে সংশ্লিষ্টরা জানান, দার্জিলিং পাহাড়ে জন্মানো কমলা আকারে ছোট হলেও নাগপুরে চাষ করা কমলা থেকে গুণগত মানের দিক থেকে উন্নত বলে বিবেচিত হয়। পাহাড়ের এক চাষী বলেন, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি কমলা জাত অত্যন্ত মিষ্টি এবং রসালো। শীতকালে এর দারুন চাহিদা থাকে। বছরের পর বছর ধরে, কীটপতঙ্গের আক্রমণ এবং অন্যান্য রোগের কারণে এর উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।' এখনও পর্যন্ত, পাহাড় জুড়ে প্রায় ১২০০ একর জমিতে কমলার চাষ হয়। কমলার উৎপাদন বাড়াতে উদ্যানপালন বিভাগ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে ফলন নষ্ট না হয়। উদ্যোক্তারা বলেন, দুই দিনের উৎসবের মূল লক্ষ্য হল চাষীদের উৎসাহিত করা এবং নতুন চাষের কৌশল সম্পর্কে তাদের অবহিত করা যাতে তারা আরও বেশি পরিমাণে এবং কম সময়ে একটি ভাল মানের ফল চাষ করতে পারে। এই উৎসবের মাধ্যমে আমাদের তাদের সমস্যা বুঝতে সাহায্য হবে। উৎসব চলাকালীন, পাহাড়ে জন্মানো কমলা এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি কিছু খাদ্য পণ্য দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শিত হবে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গার লোকেরা কমলা বাগানে ঘুরে দেখতেও পারবে।

ধৃত চার বাংলাদেশির ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ নভেম্বর ঃ অবৈধ ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন ভারতে। আশ্রয় নিয়েছিলেন নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায় এক জনের বাড়িতে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এমনই চার বাংলাদেশিকে পাকড়াও করল পুলিশ। শনিবার ধৃতদের হাজির করানো হয়েছে আদালতে। তাঁদের কাছে ভারতে বসবাসের কোনও বৈধ নথি ছিল না বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। কী ভাবে তাঁরা এ দেশে প্রবেশ করলেন, সেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের একটি সূত্রে খবর, ধৃত চার বাংলাদেশির মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। চার জনের নাম সুমি আখতার, ইমন বিশ্বাস, শঙ্কর বিশ্বাস এবং রূপকুমার বিশ্বাস। অভিযুক্তদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা ছিল না। তাঁরা বাংলাদেশ থেকে কৃষ্ণগঞ্জের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন বলে জানতে খবর পায় রানাঘাট জেলা পুলিশ। চার জনের খোঁজ চলছিল। তবে অভিযুক্তেরা গত দু'দিন কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায় একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোপন সূত্রে ওই খবর পেয়ে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে সেই বাড়িতে হানা দেয়। গ্রেফতার হন চার জন। শনিবার অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। কী কারণে ওই চার বাংলাদেশি সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে এসেছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নতুন প্রজন্মকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে বাঘাযতীন পার্কে ১৪তম শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা শুরু হল শনিবার। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বইমেলার উদ্বোধন করা হয়।

Notice of e-Tender Application are invited from bonafied contractors or suppliers vide NIT Bearing No.- **17/15th CFC/SGP/2024-2025, 18/15th CFC/SGP/2024-2025, 19/15th CFC/SGP/2024-2025** dated on **26/11/2024**. This said tenders may be found at **www.wbtender.gov.in**. Date of published- **28/11/2024 at 5.00 pm**. Last date of tender-**05/12/2024 at 01.00 pm**. Opening date of tender **07/12/2024 at 1.30 pm**. Nature of works: Tube well, Submersible, Water Tank, Protection wall, Bathing ghat, Building, Road side Drain, C.C.road, P.C.C. Protection Wall.

Sd/-
Pradhan
Sonagara Gram Panchayat

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ডিওয়াই. সিএমই / চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন.ই. রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর--এর জন্য এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে- এস. নং.- ১., **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং কাজের নামঃ**- দরপত্র নং- "14- GKP-MWS-2024-25" সার্ভো হাইড্রোলিক শক অ্যাবজরবারের স্থানান্তর, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি টেস্টিং মেশিন ক্যাপ ৫০ KN মেক HEICO (M/c Sl.No. - H-2020-043) (Asset No. ABS-27) এবং শক অ্যাবজরবার টেস্টিং মেশিন মেক-অমর ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেটর (সম্পদ নম্বর ABS-22) ০৩ বছর (৩৬ মাস) জন্য।, **আনুমানিক খরচ (টাকাতে)ঃ** -৩৬৯৫৯৯৬.০০, **বায়না অর্থ (টাকাতে)ঃ**- ৭৩৯০০.০০, **শেষ দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখঃ**- **১১.০০ পর্যন্ত, তারিখঃ ২০.১২.২০২৪, টেন্ডার ফর্মের খরচঃ- শূন্য, চুক্তির সময়কালঃ**-৩৬ মাস।, উপরোক্ত দরপত্রের বিশদ বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে http://www.ireps.gov.in।

ডিওয়াই. সিএমই / মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ মেরামত
CPRO/MECH 85 গোরখপুর

ট্রেনের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary IT infrastructural Arrangement for conducting PHED Deptt Virtual Meeting to be held from Chamber of Hon'ble Chief Minister, WB ar Assembly House, Kolkata on 2nd Dec, 2024" [**Job No. KIT/RW/066 of 24-25**] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (**No-034/KIT/Q of 24-25**) Bid Submission Closing : **02.12.2024 up to 10.00 AM** 2. Name of Work: "Provision for temporary internet connectivity for conducting PHED Deptt Virtual Meeting to be held from Chamber of Hon'ble Chief Minister, WB ar Assembly House, Kolkata on 2nd Dec,2024" [**Job No. KIT/RW/067 of 24-25**] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (**No-035/KIT/Q of 24-25**) Bid Submission Closing : **02.12.2024 up to 10.00 AM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

বৈঁক ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হাওড়া জোনাল অফিস, পুনরুদ্ধার বিভাগ,
৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ তলা, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩২২৬২৩৫২৮১৩৫৩৩

পরিশিষ্ট -IV, বিধি ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, আন্ডার স্বাক্ষরিত হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিস। ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণ গ্রহীতাকে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোট দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। নিচে উল্লেখিত দিনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রোল ৮ সহ পড়ুন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যাতে সঠিকভাবে লেনদেন না করা যায়.এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন এখানে উল্লেখিত ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তুষের পরিমাণের চার্জ এবং তার উপর সুদের সাপেক্ষে।
আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের বিবেচনায়, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।
সুরক্ষিত সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঋণগ্রহীতা নোটিশ এবং বকেয়া ইত্যাদি।

শাখা / নাম ও ঠিকানা অ্যাকাউন্টের / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং প্রতীকী তারিখ
শাখাঃ শিবপুর **ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানাঃ** **শ্রী রাম মোহন রায়** এস/ও শ্রী জওহরলাল রায়, **শ্রীমতি রিতা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ডব্লু / ও শ্রী রাম মোহন রায় **ঠিকানাঃ** ৭ /২ /৬, প্রিয়নাথ ঘোষ লেন, পোঃ সাঁতরাগাছি, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৪ **অ্যাকাউন্ট নং.৪০৩৪৭৫১১০০০০১৭৬ (এইচএল)**	সেই সমস্ত টুকরো এবং পার্সেলটিতে আবাসিক ফ্ল্যাট ছিল, ফ্ল্যাট নং জি-১, ইস্ট ওয়েস্টেম সাইডে গ্রাউন্ড ফ্লোরে (টাইলস ফ্লোরিং) লিফ্ট সুবিধা সহ, একটি সুপার বিল্ট-উপারিয়া ৬৬০ স্কো.ফিট। মৌজা-শিবপুর, জে.এল.নং.০১, খতিয়ান নং.১৫৯, দাগ নং.৫, ৮ ও ৯, হোল্ডিং নং ৭ /১ /২,-এ অবস্থিত, প্রিয়নাথ ঘোষ লেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড নং ৪২, থানা- শিবপুর, জেলা-হাওড়া-৭১১১০৪। দলিল নং ০৫০২০২৩৮৪, বই নং।, ভলিউম নং ০৫০২-২০২০, ২০২০ সালের জন্য ৮৮৭১০ থেকে ৮৮৭৪৯ পর্যন্ত পৃষ্ঠা। A.D.S.R.O. - হাওড়া। সম্পত্তিটি **শ্রী রাম মোহন রায়,** এসও. জহর লাল রায় ও শ্রীমতি রীতা রায়ের নামে, W/o. শ্রী রাম মোহন রায়। **বুলদিনা বাটেড এবং বাউন্ডেঃ** অন দ্য নর্থ প্রিয়নাথ ঘোষ রাস্তা, পূর্ব-সাধারণ উত্তরণে, বংশী সামন্তের দক্ষিণ-সম্পত্তিতে, পশ্চিম-সাধারণ উত্তরণে। **ফ্ল্যাট বাটেড এবং দ্বারা আবদ্ধঃ** উত্তর-গ্যারেজ এলাকায়। দক্ষিণে করিডোর, লিফট, সিঁড়ি, ফ্ল্যাট নং- ২ (তারা রানী মাঝি), পূর্বে সাধারণ প্যাসেজ নির্মাণ, পশ্চিমে সাধারণ প্যাসেজ নির্মাণ।	টাকা ১০,৬৮,৫৫৬.৫৯ প্লাস সুদ তার উপর	তারিখ চাহিদা বিজ্ঞপ্তিঃ ০১.০২.২০২৪ প্রতীকী তারিখ দখলঃ ২৮.১১.২০২৪

তারিখঃ ০১-১২-২০২৪
স্থানঃ হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

খাওয়া-দাওয়া

ফুলকপির মচমচে রেসিপি

উপকরণঃ ফুলকপির ফুল ১০-১২টি, সবুজ ক্যাপসিকাম ১টি, গাজর ১টি, আলু ১টি, ডিম ২টি, কর্নফ্লাওয়ার ও চালের গুঁড়া আধা কাপ করে, গোলমরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, চাট মসলার গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, লবণ, জল, কাঁচা মরিচ কুচি পরিমাণ মতো, আদা ও রসুন কুচি ১ চা-চামচ করে, টমেটো সস, চিলি সস ও সয়া সস ২ টেবিল চামচ করে, মাখন আধা কাপ, ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ ফুটানো লবণ জলেতে ফুলকপিগুলো এক মিনিট ফুটিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। একইভাবে লম্বা করে কেটে আলু, ক্যাপসিকাম ও গাজর অল্প সেদ্ধ করে নিন। এবার ফুলকপিতে ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, চালের গুঁড়া, গোলমরিচ ও চাটমসলা দিয়ে ভালোভাবে মেখে ডুবোতেলে ফুলগুলো ভেজে তুলে রাখুন।

এবার ওই প্যানে মাখন গরম করে আদা ও রসুন ফোড়ন দিয়ে সস ও কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে অল্প জল দিয়ে কষান। কষানো হলে সেদ্ধ সবজি দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে ভাজা ফুলকপি দিয়ে হালকা হাতে নেড়ে নিন। নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ডালিয়া সুন্দরী পিঠা

উপকরণঃ পুরের জন্য, দুধ ১ লিটার, সুজি ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা কাপ, নারকেল কোরানো আধা কাপ, বিটের রস ১ টেবিল চামচ খাওয়ার লাল রং সামান্য। চালের গুঁড়া ১ কাপ, জল ১ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, লবণ সামান্য।

প্রণালিঃ প্রথমে পুরের জন্য দুধের মধ্যে সব উপকরণ দিয়ে ঘন ক্ষীরশা তৈরি করতে হবে। এবার গোল করে ৮টি বল তৈরি করে নিতে হবে। ফুটন্ত জলেতে সামান্য লবণ ও ঘি দিয়ে চালের গুঁড়া মিশিয়ে শক্ত ডো তৈরি করে নিতে হবে। হাত দিয়ে বাটির মতো তৈরি করে ভেতরে পুর ভরে ভালো করে মুড়ে নিতে হবে। এবার কাঁচির সাহায্যে কেটে ডালিয়া ফুলের ডিজাইন করে নিতে হবে। সবশেষে ভাপে সেদ্ধ করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু সুন্দর ডালিয়া সুন্দরী পিঠা।

রসে ভেজা গোলাপ পিঠার রেসিপি

উপকরণঃ চালের গুঁড়া ১ কাপ, ময়দা ১ কাপ, জল ২ কাপ, এলাচিগুঁড়া সামান্য, লাল গোলাপ ফুল ১০ থেকে ১৫টি অথবা বিটের রস ১ টেবিল চামচ (না পেলে সামান্য খাওয়ার লাল রং)। শিরার জন্য চিনি ১ কাপ, জল ১ কাপ, গোলাপজল সামান্য, ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ প্রথমে গোলাপ ফুলের পাপড়ি জলেতে ফুটিয়ে নিন। রং এলে ছেঁকে নিন। আবারও জল চুলায় বসিয়ে ময়দা ও চালের গুঁড়া দিয়ে ডো তৈরি করে মথে নিন। এবার বড় বড় গোল রুটি বানিয়ে নিন। ছোট করে কেটে নিয়ে ৬টি রুটি একের পর এক রেখে রোল করে মাঝখানে কেটে দিলে ২টি ফুল তৈরি হবে। এভাবে সব কটি ফুল তৈরি করতে হবে। ফুলের বোঁটার নিচের অংশ তৈরির জন্য ডোর মধ্যে পালংপাতার রস অথবা সামান্য খাওয়ার সবুজ রং মিশিয়ে নিন। এবার পাতলা লম্বা করে বেলে কেটে নিলে বোঁটা তৈরি হবে। আরেকটি পাত্রে শিরার জন্য জল, চিনি ও গোলাপজল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। পিঠাগুলো মাঝারি আঁচে ভেজে শিরায় ডুবিয়ে উঠিয়ে নিতে হবে।

আতার ৮ গুণের কথা জানা আছে কি

শুধু স্বাদঃগন্ধের জন্যই না, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগুণের দিক থেকেও অসাধারণ এক ফল আতা। আতাফলে রয়েছে প্রোটিন, শর্করা, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৬, কারোটিনয়েড।

চলুন আতাফলের উপকারিতাগুলো জেনে নেওয়া যাক

১. আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট
আতাফলে থাকা কারোটিনয়েড, ফ্ল্যাভোনয়েড, ভিটামিন সি এবং অন্যান্য যৌগ শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফ্রি র্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতিরিক্ত ফ্রি র্যাডিক্যাল অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সৃষ্টি করে, যা ক্যানসার ও হৃদ্রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য দায়ী। আতাফলের লুটেইন নামক কারোটিনয়েড বিশেষভাবে কার্যকর, যা চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, কমায় হৃদ্রোগ ও কোনো কোনো ক্যানসারের ঝুঁকি।

২. মুড ভালো করে
আতাফল ভিটামিন বি৬-এর ভালো উৎস। এক কাপ (১৬০ গ্রাম) আতাফল থেকে দৈনিক প্রয়োজনীয়তার ২৪ শতাংশ পর্যন্ত ভিটামিন বি৬ পাওয়া যায়। ভিটামিন বি৬ সেরোটোনিন এবং ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার উৎপাদনে সহায়তা করে, যা মুড নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। যাঁদের শরীরে ভিটামিন বি৬-এর ঘাটতি রয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিষণ্নতার ঝুঁকি বেশি থাকে। আতাফল মুড ভালো করতে এবং বিষণ্নতার ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।

৩. ভালো রাখে চোখ
চোখের প্রধান অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলোর একটি লুটেইন। আর আতাফল লুটেইনে ভরপুর। এটি ফ্রি র্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। লুটেইন বয়সজনিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন (এএমডি) এবং ছানি পড়ার ঝুঁকি কমায়।

৪. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে
আতাফল পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামে সমৃদ্ধ, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। পটাশিয়াম রক্তনালিকে শিথিল করে রক্তচাপ কমায়। একইভাবে ম্যাগনেশিয়ামও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন ১০০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম গ্রহণ করলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে ৫ শতাংশ।

৫. হজমে সহায়তা করে
প্রতি কাপ (১৬০ গ্রাম) আতাফলে প্রায় ৫ গ্রাম ফাইবার থাকে, যা দৈনিক প্রয়োজনের ১৭ শতাংশ পূরণ করে। ফাইবার খাবার হজমে সহায়তা করে, অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার খাবার হিসেবে কাজ করে। এতে শর্ট-চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, যা অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৬. ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক
একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আতাফলে ক্যাটেচিন, এপিকেটেচিন এবং এপিগালোকাটেচিন সহ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে, যা ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি থামাতে সাহায্য করে। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাটেচিন স্তন ক্যানসারের কোষের বৃদ্ধি ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বন্ধ করতে পারে। তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

৭. প্রদাহ কমায়
আতাফলে থাকা কাউরেনোইক অ্যাসিড এবং অন্যান্য অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রদাহজনিত প্রোটিন হ্রাস করতে সহায়তা করে। শরীরে প্রদাহ মানেই রোগের উৎপাত। প্রদাহজনিত রোগ, যেমন হৃদ্রোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর আতাফল।

৮. বাড়ায় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা
আসছে শীত। এ সময় সর্দিকাশি হয় বেশি। আতাফলের সমৃদ্ধ ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। এটি নিয়মিত খেলে তা সর্দি বা ফ্লু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই এ সময় সুস্থ থাকতে আতাফল খেতে পারেন।

শপথ নেওয়ার আগেই গাজায় যুদ্ধবিরতি চান ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে আগামী ২০ জানুয়ারি শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর আগেই তিনি ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিশ্চিত করতে চান। সেই সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তিও করতে চান। মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এ কথা জানিয়েছেন। এ সপ্তাহে ইসরায়েল সফর করেন লিন্ডসে গ্রাহাম। মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে ট্রাম্প আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি যুদ্ধবিরতিকে সমর্থন করেন। আর এতে জিম্মি মুক্তির জন্য একটি চুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। লিন্ডসে গ্রাহাম আরও বলেন, 'তিনি (ট্রাম্প) এখনই এটার বাস্তবায়ন দেখতে চান। আমি ইসরায়েলের ও এই অঞ্চলের মানুষকে জানাতে চাই যে জিম্মি ইস্যুতে মনোযোগ দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি জিম্মি হত্যা বন্ধ করতে চান। যুদ্ধ বন্ধ চান।' ইসরায়েল ও সৌদি আরবের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক করা এবং ইরানের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক সামরিক জোটের মতো লক্ষ্যে মনোযোগ দেওয়ার আগে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধবিরতি দেখতে চান এমনটাই মন্তব্য করেন সিনেটর গ্রাহাম। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা করে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস। ওই দিনই গাজা উপত্যকায় পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। সেই শুরু, সর্বাত্মক যুদ্ধ এখনো চলছে। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নারীশিশুসহ ৪৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

দূষিত জল সরানো হচ্ছে সোনার খনির কাছ থেকে

চীনের হুনান প্রদেশে একটি সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে গবেষকদের ধারণা, খনিটিতে এক হাজার টন সোনা মজুত রয়েছে। বলা হচ্ছে, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার খনি এটি। হুনানের জিওলজিক্যাল ব্যুরো জানিয়েছে, সম্প্রতি প্রদেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পিংজিয়াং কাউন্টিতে এই সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে যে পরিমাণ সোনা মজুত আছে তার দাম আনুমানিক ৬০০ বিলিয়ন ইউয়ান। মজুতের দিক থেকে এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার খনি হতে পারে। এর আগে আবিষ্কৃত খনিগুলোর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সাউথ ডিপ খনিতে সর্বোচ্চ ৯৩০ টন সোনা পাওয়া গেছে। খননের কাজে যুক্ত সংস্থাগুলো জানিয়েছে, খনির দুই হাজার মিটার গভীরে ৪০টি গোল্ড ভেইনস বা সোনার আকরিক স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে প্রায় ৩০ টন সোনা মজুত রয়েছে। ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দেখা গেছে, আরও গভীরে তিন হাজার মিটারে বিপুল পরিমাণ সোনা আছে। এ আবিষ্কার চীনের সোনার খাতে যেমন বড় প্রভাব ফেলবে, তেমনি এতে দেশটির খনিশিল্প ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা আরও বাড়বে। চীনের জিওলজিক্যাল ব্যুরোর বিশেষজ্ঞ চেন রুলিন বলেন, খননের সময় অনেক জায়গায় সোনা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা। ব্যুরোর উপপ্রধান লিউ ইয়ংজুন বলেন, ওয়াংগু নামের এই সোনার খনিতে ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক জরিপের মতো অত্যাধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। খনিটির আশপাশেও সোনার সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি। সর্ববৃহৎ ১০ সোনার খনি গবেষকদের ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে চীনের হুনান প্রদেশে আবিষ্কৃত এ খনিটি হতে যাচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সোনার খনি। এই খনির সন্ধান পাওয়ার আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সাউথ ডিপ গোল্ড মাইন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার খনি হিসেবে পরিচিত ছিল। শীর্ষ দশে থাকা অন্য সোনার খনিগুলো যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়ার গ্রাসবার্গ গোল্ড মাইন, রাশিয়ার অলিম্পিয়াদা গোল্ড মাইন, পাপুয়া নিউগিনির লিহির গোল্ড মাইন, চিলির নর্তে আবিয়ের্তো গোল্ড মাইন, যুক্তরাষ্ট্রের কার্লিন ট্রেন্ড গোল্ড মাইন, অস্ট্রেলিয়ার বোডিংটন গোল্ড মাইন, দক্ষিণ আফ্রিকার এমপোনেং গোল্ড মাইন, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রের পুয়েবলো ভিয়েজো গোল্ড মাইন ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্তেজ গোল্ড মাইন।

কুমিরের সঙ্গে ঘুমান তিনি

ফরাসি এই ব্যক্তির প্রতিবেশীদের বাসায় থাকে বিড়াল বা কুকুর। কিন্তু তাঁর বাসায় রয়েছে কুমির, বিষধর কোবরা, অজগর, বিচ্ছু, বিষাক্ত মাকড়সাসহ নানা প্রাণী। ফরাসি এই ব্যক্তির নাম ফিলিপ্পে গিলেত। ফিলিপ্পে যখন বৈঠকখানায় বসে টেলিভিশন দেখেন, তখন তাঁর পাশে দেখা যায় কুমির। অপরিচিত কেউ তাঁর বাসার বৈঠকখানায় ঢুকলে কফি টেবিলের নিচ থেকে গর্জে বেরিয়ে আসে ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা কুমির অ্যালি। পরিস্থিতি বুঝে ফিলিপ্পেকে বলতে হয়, 'শান্ত হও।' তিনি এই কথা বললে আবার টেবিলের নিচে চলে যায় 'অ্যালি'। ফিলিপ্পে নিজেই বলছেন, 'ঝড় হলে কুমির তাঁর সঙ্গে ঘুমাতে চলে আসে। মানুষ ভাবে আমি পাগল।' ফিলিপ্পে বলেন, এটি নীল প্রজাতির কুমির। বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর প্রজাতির কুমির এটি। বাসায় নানা প্রজাতির প্রাণী আর তাদের নিয়ে প্রতিদিনের গল্প ৭২ বছর বয়সী ফিলিপ্পেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারকায় পরিণত করেছে। তাঁর ইনফ ফন চ্যারিটি নামের একটি দাতব্য সংস্থা রয়েছে। প্রাণীদের নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করে সংস্থাটি। ফিলিপ্পে প্রায় ২০ বছর আফ্রিকায় ছিলেন। সেখানে তিনি প্রাণিশিকারিদের গাইড হিসেবে কাজ করেছেন। সেখানে তিনি প্রায়ই কুমির ধরতেন। জনবসতি থেকে তাদের যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। ফ্রান্সে ফিরে ফিলিপ্পে সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি একজন অংশীদার নিয়ে নানতেসের পশ্চিমে কোয়েরঁ এলাকায় আস্তানা গাড়েন।

তাইওয়ানকে অস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র

তাইওয়ানের কাছে আরও সাড়ে ৩৮ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে যুদ্ধবিমান, রাডারের যন্ত্রাংশ ও যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাইওয়ানের সরাসরি কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তবে দ্বীপরাষ্ট্রটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনদাতা ও বৃহৎ অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। ডিফেন্স সিস্টেম কো-অপরারেশন এজেন্সি এক বিবৃতিতে বলেছে, অস্ত্র বিক্রির চুক্তি অনুযায়ী তাইওয়ানের কাছে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ও রাডারের যন্ত্রাংশ বিক্রি করা হবে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩২ কোটি ডলার। এসব সরঞ্জাম যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে। এ ছাড়া কৌশলগত যোগাযোগব্যবস্থা সামগ্রীও রপ্তানি করা হবে তাইওয়ানে। যার অর্থমূল্য প্রায় সাড়ে ছয় কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এ চুক্তি অনুমোদন করেছে।স্বশাসিত তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে চীন। দীর্ঘদিন ধরেই তাইওয়ানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রির বিরোধিতা করে আসছে চীন।

কোন পথে কমলা হ্যারিসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

বিশ্বজুড়ে কয়েক মাস ধরে ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। নির্বাচনী প্রচারে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ইতিহাস গড়ার। হোয়াইট হাউসের চাবি হাতে পেলে তিনিই হতেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। কিন্তু নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হেরে গেছেন কমলা হ্যারিস। এতে সাফল্যের শিখরের দিকে দ্রুত ছুটে চলা এ ডেমোক্র্যাট নেতার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার হঠাৎই যেন থমকে গেছে, নেমে এসেছে অসাড়তা। এ অবস্থায় কমলা এখন কী করবেন, সেটি জানতে আগ্রহী মার্কিনদের মতো আরও অনেকেই। ভোটে হেরে কিছুদিন হাওয়াইয়ে কাটিয়েছেন কমলা। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে প্রাক্তন এই কৌঁসুলি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। দলের তহবিল সরবরাহকারীদের সঙ্গে এক আলোচনায় তিনি বলেন, 'আমি লড়াইয়ের ময়দান ছাড়িনি।' তবে তিনি কীভাবে লড়াই চালিয়ে যাবেন, সে বিষয়ে কিছু বলেননি।কমলার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, তা নিয়ে ওয়াশিংটনে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন, তিনি তাঁর অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর হওয়ার দৌড়ে নামতে পারেন। বর্তমান গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের মেয়াদ ২০২৬ সালে শেষ হবে। যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের গভর্নরের পদ সম্মানের, প্রভাবশালীও বটে। সেখানে একেকটি অঙ্গরাজ্যের আয়তন কোনো কোনো দেশের সমান। এ ছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতি বিশ্বে পঞ্চম বৃহৎ। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুলিয়ান জেলিজের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল অঙ্গরাজ্যের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেলে কমলা জাতীয় রাজনীতির মাঠে নিজেকে একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ হিসেবে পুনরায় জাহির করার বিশাল এক মঞ্চ পেয়ে যাবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ জন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে প্রবেশের আগে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছেন। সে তালিকায় সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানও রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দারুণ জনপ্রিয় প্রেসিডেন্টদের একজন রিগ্যান। তিনি ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের দশকের শুরুতে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rabeya Mandal (পুরাতন নাম) স্বামী Abdul Mandal, ঠিকানা- Vill.- Paschim Gobindapur, P.O.- Gobindapur, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin- 741505, West Bengal, India, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, নোটারি পাবলিক, Dated 16.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabeya Khatun (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabeya Khatun (নতুন নাম) এবং Rabeya Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Nurul Islam Rahman (পুরাতন নাম) পিতা Md Salim, ঠিকানা 31/2A, Marquis Street, Kolkata- 700016, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি নোটারি পাবলিক, Dated 29.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nurul Islam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nurul Islam (নতুন নাম) এবং Nurul Islam Rahman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Koushik Sarder (old name) son of Sagar Sardar, residing at Mamjoan, P.S.- Hanskhali, Nadia, Pin- 741121, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Koushik Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/11/2024. Koushik Sardar (new name) and Koushik Sarder (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sagar Sarder (old name) son of Nimai Sardar, residing at Mamjoan, P.S.- Hanskhali, Nadia, Pin- 741121, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sagar Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/11/2024. Sagar Sardar (new name) and Sagar Sarder (old name) both are same and identical person.

Name Change

I MOHAMMAD KHAIRUL SEKH & NOHAMMAD KAAIRUL SK, S/O SK KORBAN ALI,R/O BHAHADUPUR, PO- GOLGRAM, PS-DEBRA,721136, WEST MEDINIPUR,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD KHAIRUL SAIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/11/2024, THAT MOHAMMAD KHAIRUL SEKH & NOHAMMAD KAAIRUL SK AND MOHAMMAD KHAIRUL SAIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD SAHID SEKH, S/O MOHAMMAD KHAIRUL SAIKH, R/O VILL-BAHADURPUR, PO-GOLGRAM, PS-DEBRA, WEST MEDINIPUR, 721136, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHAMMAD SAHID SK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/11/2024,THAT MOHAMMAD SAHID SEKH AND MAHAMMAD SAHID SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, LATA K MALI, DAUGHTER OF KISHOR MALI,RESIDING AT 13/B, BIHARI DOCTOR ROAD, BHAWANIPORE,BHAWANIPORE, KOLKATA - 700025, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATA MALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/10/2024.THAT LATA K MALI AND LATA MALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,AMBIKA SHAW AND AMBIK SHAW (OLD NAME) SON OF LATE RAMDHANI SHAW RESIDING AT,13/H/29, BRAUN FIELD ROW, PS-EKBALPORE, KOLKATA-700027, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH KNOWN AS AMBIKA PRASAD SHAW(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/11/2024. AMBIKA SHAW AND AMBIK SHAW(OLD NAME) AND AMBIKA PRASAD SHAW (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MD AFTAP HOSSAIN, RESIDING AT VILL & PO - DARRA, PS-PINGLA, WEST MEDINIPUR - 721124,WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER ALI HOSSAIN & MOHD ALI HOSSAIN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ALI HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/11/2024.THAT ALI HOSSAIN & MOHD ALI HOSSAIN ALSO MD ALI HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SABARI NANDI, W/O RAMPROSAD NANDY, R/O MUCHIPARA JAGACHA, HOWRAH, 711112, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABARI NANDY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/11/2024,THAT SABARI NANDI AND SABARI NANDY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAM PROSAD NANDI, S/O NETAI NANDY, R/O MUCHIPARA JAGACHA, HOWRAH, 711112, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMPROSAD NANDY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/11/2024,THAT RAM PROSAD NANDI,AND RAMPROSAD NANDY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, S.GHOSH (AS PER DL. NO WB01 19960333913), SON OF PUSHPENDU NARAYAN GHOSH, RESIDING AT 1A, UMAKANTA SEN LANE, SURYAKIRAN, FLAT - 1D,1ST FLOOR, PO - GHUGHUDANGA, P.S. - CHITPUR, KOLKATA - 700030,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUKUMAR GHOSH (AS PER AADHAAR AND VOTER ID CARD)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 26/11/2024.THAT S. GHOSH AND SUKUMAR GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন বেডরোল দিয়ে আসছে

মালিগাঁও, ৩০ নভেম্বরঃ ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের ভালো অভিজ্ঞতার জন্য সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এয়ার কন্ডিশন (এসি) স্লিপার ক্লাসে যাত্রা করা সমস্ত যাত্রীকে পরিষ্কার, স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন, ভালো ইস্ত্রি করা উচ্চমানের লিনেনবেডরোল দিয়ে আসছে। ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের প্রদান করা লিনেন প্রত্যেক একক ব্যবহারের পর যান্ত্রিকভাবে ধোয়াপরিষ্কার করা হয়। ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের প্রদান করা কম্বলগুলি সাধারণত এক মাসে ন্যূনতম একবার ধোয়া হয় এবং প্রয়োজন হলে তা ১৫ দিন পর অথবা তারও কম ব্যবধানে ধোয়া হয়ে থাকে। এসি কোচের প্রত্যেক যাত্রীকে প্রদান করা বেডরোল কিটের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বেড শিট দেওয়া হয়ে থাকে- এর একটি বেড শিট বার্থে বিছিয়ে নেওয়ার জন্য এবং আরেকটি বেডশিট কম্বলের কভার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। কোচে যাত্রা করা অন্যান্য সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি রিজার্ভেশন এগেইনস্ট ক্যান্সেলেশন (আরএসি) যাত্রীদের মাথা পিছু বেড রোলের একটি সম্পূর্ণ সেট দেওয়া হয়। এসি কোচের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আসেপাশে রাখা হয়, যাতে পর্যাপ্তের বেশি কম্বল ও বেড শিটের প্রয়োজন না হয়। যাত্রীদের পরিষ্কার লিনেনবেডরোল দেওয়ার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকেও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একাধিক অত্যাধুনিক লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কর্মক্ষম হয়ে আছে। গুয়াহাটিতে আরও একটি নতুন লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি দিন ১৬,০০০ বেডরোল প্যাকেট। গুয়াহাটি ভিত্তিক ট্রেনগুলির বর্ধিত লিনেনে প্রয়োজনীয়তা এই সেন্টারটি পূরণ করবে। গুয়াহাটির অত্যাধুনিক লন্ড্রিতে রয়েছে টানেল-বেসড সিস্টেম, একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকা এই সিস্টেমে জল, বিদ্যুৎ, ভাপ ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার অনুকূল করার পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তর করার সাথে বৃহৎ পরিমাণের লিনেন হেণ্ডলিঙ করার ক্ষমতা রয়েছে। ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের আরাম ও সুরক্ষার জন্য পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন বেডরোল প্রদান করতে ভারতীয় রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রেলওয়ের এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে উন্নত গুণগত মান নিশ্চিত করতে ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (বিআইএস)-এর উন্নত নির্দেশনা সহ সুদৃঢ় গুণসহ নতুন লিনেন সেট ক্রয় করার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিষ্কার ও স্বাস্থ্য বিধিসম্পন্ন লিনেন সেটের সরবরাহ নিশ্চিত করতে যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করা হয়েছে, লিনেন সামগ্রী ধোয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড মেশিন ও ব্র্যান্ডেড রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় এবং ধোয়া লিনেন সামগ্রীর গুণমান পরীক্ষা করার জন্য হোয়াইটো-মিটার ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও লিনেন ও বেডরোলের অভিযোগ সহ রেল মদদ পোর্টালে দায়ের করা অভিযোগগুলির উপর নিরীক্ষণ ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোনাল বেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনাল স্তরে ওয়ার-রুম স্থাপন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি স্থাপন করে রেলওয়ে যাত্রীদের আরাম ও সুরক্ষা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছে। ভারতীয় রেলওয়ে বেডরোলের পরিবেশ অনুকূল প্যাকিং সহ সংরক্ষণ, পরিবহণ,লোডিং এবং আনলোডিঙের জন্য লজিস্টিকের উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতীয় রেলওয়েতে ব্যবহৃত কম্বলগুলি বর্তমানের নির্দেশনা অনুযায়ী পাতলা, ধোয়ার জন্য সুবিধাজনক এবং সামগ্রিকভাবে আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য যাত্রীদের ভালো ইনসুলেশন প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ট্রেন যাত্রার সময় যাত্রীদের কোনও কারণেই ব্যবহৃত এবং না ধোয়া লিনেন প্রদান করা হয় না।

সেতু নির্মাণের জন্য তৎপর হোক প্রশাসন, দাবি এলাকাবাসীর

দীর্ঘ বছর পেরলেও কথা রাখেনি কেউ! ভাঙা সাঁকোর পাশেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে নৌকাপারাপার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ নভেম্বর ঃ বন্যায় ভেঙেছে সাঁকো! গ্রাম পঞ্চায়েতের তৈরি নদী পারাপারের একমাত্র পথ-- কাঠের সেতু। এর একাংশ ভেঙেছে, যা এখনও মেরামত হয়নি। ভাঙা সাঁকোর পাশেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে নৌকাপারাপার। এবার ফসল তোলা ও চাষের মরসুমেও চরম দুর্ভোগে কৃষকেরা। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে পাকা সেতুর দাবিতে আবেদন-নিবেদন জানিয়েও আজও অধরা সেই বহু-ঈপ্সিত ব্রিজ। জমি অধিগ্রহণের জন্য ৪ বছর আগে জেলায় চিঠি এলেও, তা পড়েছিল বলেই খবর। অবশেষে সেই চিঠি ব্লক প্রশাসনের হাতে আসতেই ব্লক অফিসে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বৈঠক হয়েছে বলে জানান বিডিও। সেতু নির্মাণের জন্য তৎপর হোক প্রশাসন, দাবি এলাকাবাসীর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা-২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৈতন্যপুরে শিলাবতী নদীর উপর কাঠের সেতু নির্মাণ করেছিল গ্রাম পঞ্চায়েত। নদী পারাপারে এই সেতুর উপর নির্ভরশীল চৈতন্যপুর, কেশেডাল, নিশ্চিন্তপুর, পরমানন্দপুর, পাঁচামি, ঘোষকিরা, ধর্মপোতা, কৃষ্ণপুর-সহ ২০-২৫ গ্রামের বাসিন্দারা। ভগবন্তপুর-১ ও ভগবন্তপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থাপন করে কাঠের সেতুটি। এছাড়াও নদী পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয় স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল থেকে বাজারহাটের জন্য। কৃষিকাজের জন্যও যাতায়াত করতে হয় এলাকার কৃষকদের। গত বন্যায় শিলাবতীর জলের তোড়ে ভেঙে গেছে কাঠের সেতুর একাংশ, নদীতে জল থাকায় ভাঙা সেতুর পাশেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে নৌকায় যাতায়াত। চাষের মরসুম ধান তুলে আলু চাষ শুরু হয়েছে এলাকায়, চাষের সামগ্রী বাজার থেকে কিনে বাড়ি নিয়ে যেতে ভরসা নৌকা, তাতে চরম দুর্ভোগে প।তে হচ্ছে কৃষকদের। চাষের সামগ্রী ট্রাক্টরে করে নদীর জল পেরিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে, নদীর জলে ডুবে গেছে একটি ট্রাক্টর। তাকে উপেক্ষা করেই চাষের সামগ্রী নিয়ে নদীর জলে ডুবে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে ট্রাক্টর। এককথায় নিত্যযাত্রী থেকে এলাকার কৃষকদের নদীপারে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে দাবি তাদের। আর এতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে শুনে আসছে তাদের এলাকায় ব্রিজ হবে কিন্তু আজও তা অধরা। পঞ্চায়েত, বিধানসভা হোক কিংবা লোকসভা ভোট, ভোট এলেই সব রাজনৈতিক দলের মুখে ব্রিজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়, কিন্তু ভোট মিটলেই আর কারও তৎপরতা দেখা যায় না, অভিযোগ এলাকাবাসীর। প্রতি বছর বর্ষায় নদীর জল বাড়লেই যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বন্যা হলে তো দুর্ভোগের শেষ থাকে না-- এমনই জানাচ্ছেন ভুক্তভোগী এলাকাবাসী।

জানা গেছে, ১৯৮০ সাল থেকে ব্রিজের দাবিতে বিভিন্ন দফতরে আবেদন-নিবেদন করে আসছে এলাকাবাসী, ব্রিজের দাবিতে একাধিক বার আন্দোলনও হয়েছে এলাকায়। তার ফল স্বরূপ বেশ কয়েকবার পূর্ত দফতরের টিম এলাকায় গিয়ে সার্ভে করে, পরবর্তী সময়ে ব্রিজ - সংলগ্ন নদীর দুই পাড়ে সংযোগকারী পিচ রাস্তা তৈরি হলেও ব্রিজ নির্মাণে কোনো প্রশাসনিক তৎপরতা চোখে পড়েনি। এলাকার এক বাসিন্দা পাকা ব্রিজের দাবিতে অন্যতম পিটিশনার দুলাল বাগ জানান, নদীর দুই পাড়ে ব্রিজ-সংলগ্ন অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি হয়েছে। কিন্তু ৮০-র দশক থেকে আমাদের দাবি, নদী পারাপারে পাকা ব্রিজ নির্মাণ, এ নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসন তৎপরতা দেখায়নি। আমরাই একাধিক বার জেলা থেকে রাজ্য বিভিন্ন দফতরে তাগাদা দিয়েছি। ২০২০ সালে রাজ্য থেকে জেলায়.একটি চিঠি পাঠানো হয় জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে, কিন্তু সেই চিঠি জেলাতেই পড়েছিল ব্লকে পাঠানো হয়নি। ব্রিজ নির্মাণে অগ্রগতির খোঁজ নিতে গিয়ে আমরা তা জানতে পারি। এই নিয়ে জেলায় খোঁজ খবর নেওয়ার পর সম্প্রতি জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সেই চিঠি জেলা থেকে ব্লকে পাঠানো হয়েছে। ব্লকের বর্তমান বিডিও চিঠি হাতে পেয়ে ব্রিজ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। ইতিমধ্যে বিডিও অফিসে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত একটি বৈঠকও হয়েছে বলে জানান দুলালবাবু। এ বিষয়ে চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের বিডিও উৎপল পাইক জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের থেকে সম্প্রতি আমরা একটা চিঠি পেয়েছি জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত। ব্লক প্রশাসন ছাড়াও পূর্ত দফতর, বিএলআরও, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, কৃষি দফতরকেও এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। সবাইকে নিয়ে ইতিমধ্যে দুটি বৈঠক করা হয়েছে। বিএলআরও দফতরকে নিয়ে পূর্ত দফতর সরাসরি জমি অধিগ্রহণ করবে, তার আগে সার্ভের কাজটা করতে হবে সবাইকে নিয়ে। আমরা আরও একবার সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসব। এই মুহূর্তে আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ চলছে ব্লকে, আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ শেষ হলে ব্রিজ ও ব্রিজ-সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণের সার্ভের কাজটা শুরু করে দেব আমরা। আপাতত, নদীতে জল রয়েছে, জল কমলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে কাঠের সেতুর ভাঙা অংশটা মেরামত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, যাতে ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করা যায়। এমন আশ্বাসই দিয়েছেন বিডিও। সেই ৮০-র দশক থেকে দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে নদী পারাপারে দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেতে শিলাবতী নদীর উপর ব্রিজের অপেক্ষায় এলাকাবাসী।

শহরের বাসিন্দাদের বিভিন্ন অভিযোগের উত্তর দিলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে আজ 'টক টু মেয়র' এ শহরের বাসিন্দাদের বিভিন্ন অভিযোগের উত্তর দিলেন শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব। এদের মেয়রের সামনে নানা ধরনের প্রশ্ন নিয়ে চলে আসেন শহরের মানুষ। কারো অভিযোগ আছে জল নিয়ে, আবার কারো ট্রাফিক সমস্যা নিয়ে, কেউ রাত্রে কুকুর নিয়ে আতঙ্কিত। মেয়র জানালেন কুকুরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে শিলিগুড়ি পুরসভা। এর আগেও কুকুরের নির্বীতি করনের ব্যবস্থা করেছিল পুরসভা। অনেকদিন ধরে তা করা হচ্ছে না। আর জল নিয়ে মেয়র জানালেন , আর বেশি দিন নেই শিলিগুড়ির মানুষ পরিশ্রুত জল পাবেন। কারো কোন অভিযোগ আসবে না। পুরসভা জল নিয়ে এর আগে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছে, এখনো করে চলেছে। আর ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে মেয়রের বক্তব্য, যতটা পারা যায় চেষ্টা করা হচ্ছে মানুষের সমস্যা যাতে না হয়। বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে গেছে স্বীকার করে মেয়র জানালেন সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে ট্রাফিক রুল মেনে চলতে। সবাই মেনে চললে কারণে কোন সমস্যা থাকবে না। মেয়র আরো জানালেন শিলিগুড়িকে স্মার্ট সিটি তৈরি করা হচ্ছে। সময় লাগবে, কিন্তু মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। আমরা সবসময় মানুষের পাশেই আছি। এদিন মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পুতুল চক্রবর্তী এবং অন্যান্য অফিসিয়ালরা।

খাঁচায় আটক চিতা

দুরন্ত বার্তা, মাল ব্লক, ৩০ নভেম্বর ঃ এবার মাল ব্লকের ডামডিমের চাকলা বস্তি এলাকায় বন দপ্তরের খাঁচায় আটক পড়লো সাব অ্যাডাল্ট চিতাবাঘ টি। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে খাঁচা বন্দি চিতাবাঘ নিয়ে যায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চিতাবাঘ এর উপদ্রব বারছিলো এলাকায়। বাড়ির ছাগল, হাঁস, মুরগি, শুকর নিয়ে যেতো চিতাবাঘ। এরপর গ্রামের মানুষের দাবি মত এলাকায় খাচা পাতে

মালবাজার বন দপ্তর। গত কয়েকদিন আগেই ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতা হয় এখানে। আর শনিবার সকালে স্থানীয় মানুষ। খাঁচা পাতা এলাকা থেকে চিতাবাঘ এর গর্জন শুনতে পায়। এরপর খাঁচার সামনে গিয়ে দেখে, খাঁচার মধ্যে আটকে আছে চিতাবাঘ। স্থানীয় মানুষজন বন দপ্তর কে খবর দিলে খাঁচা বন্দি চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি এলাকায় আরো চিতাবাঘ আছে। তাই আবার এখানে খাঁচাপাতা হোক।

উত্তর হাওড়ার জলপ্রকল্প ২০২৫ এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ নভেম্বর ঃ ২৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠতে চলা উত্তর হাওড়ার জলপ্রকল্প ২০২৫ এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলো। উত্তর হাওড়ায় পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই নির্মীয়মান জলপ্রকল্পে সম্প্রতি ইনটেক জেটি তৈরির কাজের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, হাওড়া পুরসভার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি, প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপি মান্না, দিলীপ ঘোষ সহ কেএমডিএ এবং হাওড়ার পুরকর্তারা। ১৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ওই ইনটেক জেটি থেকে জল তুলে উত্তর হাওড়ার ভূগর্ভস্থ জলাধারে রাখা হবে। সেখান থেকে পরিশ্রুতকরণের পর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সেই জল সরবরাহ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতাতেই তৈরি হচ্ছে ৬টি ওভারহেড ট্যাঙ্কও। ২৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠা এই জলপ্রকল্পটি আগামী বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি জানান, এই জলপ্রকল্পটি চালু হলে উত্তর হাওড়ার ১৪টি ওয়ার্ডে (১ থেকে ৭ ও ১০ থেকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড) এবং বালির ৬টি ওয়ার্ডে (২১ থেকে ২৩ ও ২৫ থেকে ২৭ নম্বর ওয়ার্ড) জল সরবরাহ অনেক উন্নত হবে। উপকৃত হবেন হাওড়ার ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৪২৩ জন ও বালির ৭৭ হাজার ৩৭৭ জন বাসিন্দা। ১৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজও এই মুহূর্তে জোরকদমে চলছে। আগামী বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে। পানীয় জল উৎপাদনের অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো ইনটেক জেটির উদ্বোধন হলো উত্তর হাওড়ার সালকিয়া স্কুল রোডে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি সীতাপাম হাঁসদা, পিং সিংরাই হাঁসদা, ভিরিঙ্গি, দুর্গাপুর, বর্ধমান ৭১৩২১৩, মোঃ- ৬২৯৪৮৫০৪৮৯, কেশপুর, বিদ্যাধরপুর মৌজায়, ৩৪ জে. এল-৮১২ খতিয়াণে ১৭৬ দাগে ৩৪ শতক শুণা জমি বিক্রয় করা আবশ্যিক হওয়ায় উহা আমাকে বিক্রয় করিতে হইতেছে। যদি কোন তফশীলি জাতি (S.T.) নাহ্য দামে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তাহলে অদ্য হইতে ২১ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবে। অন্যথায় আমি সর্বসাধারণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিব।

সিগনালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ঃ এন-২০২৪-কে-২৫, তারিখঃ ২৮-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং.ঃ এন-২০২৪-কে-২৫, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের (রানিনগর জলপাইগুড়ি-কিষানগঞ্জ সেকশনে পিকিউআরএস ও উনিমত মেশিন ওয়ার্ক) সময় সিগনালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৮,৮০,৪৭০.৭২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭৭,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NORTH BARRACKPORE MUNICIPALITY

Notice Inviting Tender

Open Tenders are being invited by The Chairman, North Barrackpore Municipality from Manufracturer/ bonafied suppliers for the followings: Tender Reference No: **5798/NBM/Store (2024_MAD_776574_1)**, Date **29.11.2024**, Sub: Procurement of 30 nos. Tri Cycle Van Rickshaw. Last date of submission of tender: **12.12.2024 within 5 pm**. For details see **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman

North Barrackpore Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. —

WBMAD/UM/125/e-Tender/2024-25 (2nd Call) Dated : 30.11.2024,

WBMAD/UM/126/e-Tender/2024-25 (2nd Call) Dated : 30.11.2024,

WBMAD/UM/274/e-Tender/2024-25(2nd Call) Dated : 30.11.2024,

(Construction of Concrete road Drain & Bullah Pilling at different ward under Uluberia Municipality.)

Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/-

Executive Officer,

Uluberia Municipality

সীমান্ত পার হতে গিয়ে ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের ৬১ তম ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) জওয়ানরা এক ভারতীয় নাগরিককে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হতে দেখে আটক করেছে। অভিযুক্তের নাম কামাল হোসেন (২৬ বছর)। তিনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। শনিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, অভিযুক্ত কামাল হুসেন অবৈধভাবে ভারত পেরিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তকে আরও তদন্তের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গরু উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩০ নভেম্বর ঃ প্রচুর পরিমাণে গরু উদ্ধার হল রামপুরহাট থানা এলাকাকে থেকে। পাঁচটি পিকআপ ভ্যান থেকে আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০টি গরু উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গরুগুলো ঝাড়খণ্ড থেকে আসছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, আজ শনিবার রামপুরহাট থানার পুলিশ বীরভূমের কাস্টগড়া গ্রামের কাছে পাঁচটি গরু ভর্তি পিকআপ আটক করে। গাড়িগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বা কারা পাচার করছিল সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনো খবর পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গরুগুলি রামপুরহাট থানার মনসুবা মোড়ে একটি খোয়াড়ে তদারকির মধ্যে রাখা হয়েছে।

গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ৪

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ আবারো জাতীয় সড়কের ফাটাপুকুর পানিকৌরী টোল প্লাজাতে ১৫১ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ৪। জানা যায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ফাটাপুকুর টোল প্লাজাতে রাত্রে থেকে ঘাঁটি করে বসেছিল শিলিগুড়ি এসটিএফ বাহিনী। এরপরে শনিবার সকালে সেই সন্দেহজনক গাড়িটি টোল প্লাজাতে আসলে প্রথমে তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে গাড়ি চালকের কথা অসংগতি মেলে। এরপর পিছনে থাকা অপর আর একটি গাড়ি তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে আসল রহস্য। দেখা যায় যে ছোট চারচাকা পিকআপ ভ্যানের ডালার নিচে গোপন চেম্বার বানিয়ে.তার মধ্যে ২২টি প্যাকেটি ১৫১ গাঁজা ভর্তি করে পাচার করা হচ্ছিল। আর সেই গাঁজার পিকআপ ভ্যানকে রাস্তা দেখাচ্ছিলো ওপর একটি বোলেরো পিকআপ। ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় চারজনকে। তাদের নাম যথাক্রমে মৌসুম সরকার , হাবলু হোসেন, রফিকুল মিয়া, উত্তম নারায়ণ । সকলেই কুচবিহার এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। তবে এই পাচারকারী সঙ্গে আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ চালাচ্ছে শিলিগুড়ি এসটিএফ।

বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হলো রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিত স্বামী আত্মস্থানন্দ ভবনের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩০ নভেম্বর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন, নবদ্বীপে স্বামী আত্মস্থানন্দ ভবনের নব নির্মিত দ্বিতীয় তলের শুভ দ্বারোদঘাটন হল ৩০।১১।২০২৪, শনিবার। এইদিন সকাল ১১টায় দ্বারোদঘাটন করলেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ, অছি, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ ও সদস্য, পরিচালন সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ এবং সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কলকাতা। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমানকৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির সকল সদস্য ও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও সারদা মায়ের গুণমুগ্ধ নবদ্বীপ শহরের বহু বিশিষ্ট মানুষজন। জানা যায়, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক ড. প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের সংসদ তহবিলের আর্থিকনুকূল্যে এই ভবনের নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে আপাতত মোট চারটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা সম্পন্ন হয়েছে। এদিনের শুভ অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে, এরপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মিশনের সংগীত শিক্ষক , রাজু প্রামানিক। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ দেন নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ মহারাজ এবং উপস্থিত বিভিন্ন বক্তা বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যারা সারা বছর ধরে সমাজের দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছে। উল্লেখ থাকে নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ অভ্যুদয় প্রকল্পের মাধ্যমে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণির দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের অবৈতনিক পাঠদান, পুষ্টি, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, ইংরাজিতে কথা বলা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। রামকৃষ্ণ মিশন সুত্রে জানা যায় এই ভবনের প্রথম তলে ইতিমধ্যেই ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী ওই পরিষেবাগুলি পাচ্ছে। এই ভবনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষ চিকিৎসা পান। শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ বলেন নবদ্বীপ শাখায় প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের সেবা করার চেষ্টা চলছে। এটিও তার মধ্যে অন্যতম, আগামী দিনেও এরূপ বহু কর্মসূচী গ্রহন করা হবে। শারিরীক অসুস্থতার কারনে এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য্য - উপস্থিত না থাকতে পারলেও তার বার্তা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন তার আত্মসহায়ক সুজিত মুখার্জি।

বেআইনিভাবে বালি পাথর তোলার বিরুদ্ধে অভিযান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি পাথর তোলার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। রাজ্যের অন্যান্য থানার পাশাপাশি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি থানাও সদা সতর্ক। বিগত কয়েকদিনে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশের অভিযানে বেশ কয়েকটি বোঝাই ট্রাক এবং ট্রাক্টর আটক হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে বেশ কয়েকজন। এবার আবার অভিযান। ভক্তিনগর থানার পুলিশের। আটক বালি বোঝাই পিক আপ ভ্যান গ্রেফতার এক। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত পিকআপ ভ্যান চালকের নাম পঙ্কজ সাহানি। অভিযোগ একটি পিকআপ ভ্যানে পঙ্কজ সাহানি প্রকাশনগরের নদী থেকে বেআইনিভাবে বালু তুলে সালুগারার দিকে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পিকআপ ভ্যানটি আটক করার পাশাপাশি পঙ্কজ সাহানিকে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

লটারির জাল করে টাকা তুলতে এসে পাকড়াও এক ব্যক্তি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৩০ নভেম্বর ঃ জাল লটারি নিয়ে টাকা তুলতে এসে হাতে নাতে পাকড়াও এক ব্যক্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বহরমপুরের কলাবাগান পর্বতপুর এলাকায়। উত্তেজিত জনতা লটারি ফোড়ের উপর চড়াও হলে ঘটনাস্থলে বহরমপুর থানার পুলিশ এসে ওই ব্যক্তি আটক করে বহরমপুর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জানা গেছে শনিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ বহরমপুর থানার অন্তর্গত কলাবাগানে গোবিন্দ রায় নামে এক ব্যক্তি প্রথমে লটারি বিক্রিতাদের কাছে এসে লটারির নম্বর মিলানোর নাম করে, জাল লটারি নম্বর মেলানো হয় সেখানে দুজন বিক্রেতাদের মধ্যে প্রথমজন নিপেন মন্ডল দেখে যে লটারির নাম্বার মিলে গেছে। তাতে ৫ সেমের লটারি ৪৫০ টাকা ঘরের ২২৫০ টাকা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০০ টাকার লটারী কেটে বাকী ১৪৫০ টাকা নগদ নিয়ে চলে আসে, পাশের এলাকা পর্বতপুরে । একই ভাবে দ্বিতীয় জন মেহের সেখ নামে লটারী বিক্রেতা কাছে আসে গোবিন্দ নামে ওই ব্যক্তি, এরপর মেহেরকে লটারির নম্বর মেলানোর জন্য বলা হয়। প্রথমে দেখে নম্বর মিলে গেছে কিন্তু পরে তারিখ মিলাতে গিয়ে দেখে যে এটা জাল লটারি বুঝতে পেরে গোবিন্দকে পাকড়াও করে, এবার জানাজানি হতেই উত্তেজিত জনতা লটারি ফোড় গোবিন্দ রায় নামে ব্যক্তির উপর চড়াও হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বহরমপুর থানার পুলিশ, গোবিন্দ রায় নামে ওই ব্যাক্তিকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এই বিষয়ে লটারি বিক্রেতা মেহের সেখ বলেন এর আগেও এইভাবে লটারি জাল করে কয়েক হাজার টাকা লুট হয়েছে, আমি যদি তারিখ না দেখতাম তাহলে বোঝায় যেতো না যে টা জাল টিকিট। লটারি বিক্রেতা এবং এজিন্সিদের বক্তব্য এটা একটা বড় ক্রাইম মুর্শিদাবাদের সহ বিভিন্ন প্রান্তে এই ক্রাইম চলছে এর আগেও কয়েক লক্ষ টাকা এভাবে লুট হয়েছে। অবিলম্বে এই সমস্ত জাল লটারি বিক্রেতাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানিয়েছেন।

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত অ্যাম্বুল্যান্স চালক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ নভেম্বর ঃ ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের বিরুদ্ধে। মুখ বন্দ রাখতে নির্যাতিতাকে টাকা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কথা না মানলে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে কল্যাণীতে। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। কল্যাণী পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। তার বয়স ১৩ বছর। ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল অ্যাম্বুল্যান্স চালক রঘু সরকারের বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে নাবালিকাকে পাশের বাড়িতে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। এর পর মুখ বন্ধ রাখার জন্য কিছু টাকাও দেয় সে। মুখ খুললে নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মারারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু পরিবারের কাছে ভেঙে পড়ে নাবালিকা। গোটা বিষয়টি জানিয়ে দেয়। রাতেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কল্যাণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। থানায় যান প্রতিবেশীরাও। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন সকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান কল্যাণী পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ মুখোপাধ্যায়। তিনিও এ বিষয়ে ধিক্কার জানিয়ে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। শনিবার ভোরে অভিযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্স চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা! দুটি লরির সংঘর্ষে মৃত চালক

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ জাতীয় সড়কে জ্যামের কারণে দাঁড়িয়ে থাকা এক লরিতে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল আরো এক লরি। নকশালবাড়ির এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কের রথখোলা মোড় এলাকার ঘটনা! দুর্ঘটনার জের লরি থেকে ছিটকে পড়ে অপর লরির চাক্কায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক লরি চালকের। মৃত জিতেন্দ্র যাদব, বিহারের বাসিন্দা। জানা গেছে , খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হয়ে আটকে পড়ে এক ট্রাক। এর ফলে জাতীয় সড়কে গাড়ির লাইন পড়ে যায়। এতেই আটকে পড়ে এক লরি! অন্যদিকে অপর এক লরি নিয়ন্ত্রণ না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটতেই দুর্ঘটনা দেখতে পায়। ঘুমের ঘোরে থাকার জেরেই এই দুর্ঘটনা অনুমান পুলিশের।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.: KMC/IX/074/005/2024-2025/D

Name of the work: **Restoration of Paver Block Footpath at Judges Court Road, Alipore Road, Chetla Hat Road etc. disturbed by P.U Agency in Ward No. 74.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹2,91,991.00.** Earnest Money: **₹6,000.00** Period of Completion: **60 Days.**

2) NIT No.: KMC/IX/074/006/2024-2025/R

Name of the work: **Raising of pit covers and gully pit covers at New Road, Little New Road and surrounding area in Ward No. 74.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,40,900.83.** Earnest Money: **₹2,900.00** Period of Completion: **60 Days.**

3) NIT No.: KMC/IX/082/046/2024-2025/R

Name of the work: **Construction of New Latrine along with Septic Tank at 114, Chetla Lock Gate in Ward No. 82.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,49,824.18.** Earnest Money: **₹ 5,000.00** Period of Completion: **60 Days.**

4) NIT No.: KMC/IX/077/029/2024-2025/R

Name of the work: **Improvement of I.P.S. Passage at 46, 51A Dr. S. Bose Road and its surrounding area in Ward No. 77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,22,619.15.** Earnest Money: **₹ 4,500.00** Period of Completion: **15 Days.**

5) NIT No.: KMC/IX/077/041/2024-2025

Name of the work: **Restoration of I.P.S Passage at 60, Dr. Sudhir Bose Road, 6H/1, Ibrahim Road and its surrounding area in Ward No. 77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,99,006.06.** Earnest Money: **₹6,000.00** Period of Completion: **60 Days.**

6) NIT No.: KMC/IX/077/079/2024-2025

Name of the work: **Improvement of bustee latrine at 6H/14, 14/1H/5, M. M. Ali Road, 2/1, Bengali Shah Warsi Lane, 3/1H/2, B. K Road etc. in Ward No. 77.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,99,417.47.** Earnest Money: **₹6,000.00** Period of Completion: **60 Days.** Last Date and time of submission of bid : **10.12.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on : **12.12.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/019/24-25/R/BUSTEE

Name of the work: **Maintenance of sanitary latrines at different places viz Briji East, Briji West, etc. (Bustee Area) in Ward No. 110.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,48,414.19.** Earnest Money: **₹ 5,000.00** Period of Completion: **60 Days.**

2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/112/047/2024-25/R

Name of the work: **Maintenance of Asphaltum Road from 402 to 540/1, Bidhan Pally in Ward No. 112.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹2,97,960.26.** Earnest Money: **₹6,000.00** Period of Completion: **45 Days.**

3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/112/049/2024-25/R

Name of the work: **Imp. of C. C Road at Brahmapur Govt. Colony (beside Durga Mandap), H. L. Sarkar Road (Khatal) etc. in Ward No. 112.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,87,038.27.** Earnest Money: **₹ 5,800.00** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and time of submission of bid : **09.12.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on : **11.12.2024 (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/105/24-25

Name of the work: **Construction of U/G drainage system near Prem No. 625 Nayabad Avenue in Ward No. 109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 2,99,649.86.** Earnest Money: **₹ 6,000.00** Period of Completion: **40 Days.**

2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/106/24-25

Name of the work: **Construction of U/G drainage system near Prem. No. 4032, 1021 etc. Nayabad (D.P.K.) in Ward No. 109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 2,99,831.16.** Earnest Money: **₹ 6,000.00** Period of Completion: **40 Days.**

3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/108/24-25

Name of the work: **Renovation of C. C. Road near Prem. No. 6A/77 Mukundapur in Ward No. 109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹2,99,658.99.** Earnest Money: **₹6,000.00** Period of Completion: **38 Days.**

4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/110/24-25

Name of the work: **Maintenance of drainage system by removing chockage at Chakgaria in Ward No. 109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 1,33,844.39.** Earnest Money: **₹ 3,000.00** Period of Completion: **60 Days.**

5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/72/24-25/BUSTEE

Name of the work: **Renovation of C. Concrete Road in slum area near 35 Haltu Main Road & different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 2,78,022.69.** Earnest Money: **₹ 5,600.00** Period of Completion: **60 Days.** Last Date and time of submission of bid : **09.12.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on : **11.12.2024 - 1 pm (for Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply (South) invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/EE/S/095/2024-2025/04/1st Call

Name of the work: **Replacement of old & worn out C.I. Pipe by 100 mm dia D.I. Pipe near Premises No. 2/35 Azadgarh, 2/103/1 Azadgarh etc. in Ward No. 95, Br.-X.** Estimated Cost: **₹ 1,99,300.79.** Earnest Money: **₹ 4,000.00** Period of Completion: **20 Days.** Last Date and time of submission of bid : **14.12.2024 - 4 pm.** Tender will be opened on : **17.12.2024 - 4 pm.** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2024 (2 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer, Water Supply (Br-XI), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/49/2024-25

Name of the work: **Improvement, reinforced & repair of underground water reservoir at Balmiki Avasan (VAMB) at Block T Patuli in Ward No. 110, Br.-XI.** Estimated Amount: **₹ 1,84,697.87.** Earnest Money: **₹ 3,800.00** Period of Completion: **45 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **07.12.2024 - 5 pm. / 11.12.2024 - 1 pm.** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer (W/S) S.S. Unit, KMC invites e-tender online system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-131/7/24-25/R-43

Name of the work: **Enhancement of F/W supply by replacement of Air Valve on 400 mm. dia F/W reserve main pipe with other related works at Upendra Nath Banerjee Rd. near Block (I) of Govt. Quarter in Ward No. 131 (Br.-XIV).** Estimated Amount: **₹ 2,58,558.02.** Earnest Money: **₹ 5,200.00** Period of Completion: **7 Days.** Last Date and time of submission of bid : **10.12.2024 - 1 pm.** Tender will be opened on : **12.12.2024 - 2 pm.** The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024 (10 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

951/24-25

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টে হ্যাজলউড বাদ

মেলবোর্ন, ৩০ নভেম্বর ঃ জশ হ্যাজলউডকে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। হ্যাজলউড বাদ পড়ায় বড় ধাক্কা খেলো অস্ট্রেলিয়া। শনিবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, স্পিডস্টারের 'নিম্ন গ্রেডের বাম পাশের চোট' রয়েছে। তাই দ্বিতীয় টেস্ট থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী হ্যাজেলউড, দুই ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন। শন অ্যাবট এবং ব্রেন্ডন ডগেটকে অস্ট্রেলিয়ান দলে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত, স্কট বোল্যান্ড প্লেয়িং ইলেভেনের জন্য নির্বাচকের সম্মতি পাবেন। বোল্যান্ড শেষবার অস্ট্রেলিয়ার হয়ে গত বছরের জুলাইয়ে অ্যাশেজে খেলেছিলেন।

সৌদি প্রো লিগ
রোনাল্ডোর জোড়া গোল

রিয়াদ, ৩০ নভেম্বর ঃ সৌদি প্রো লিগে শুক্রবার ঘরের মাঠে দামাককে ২-০ গোলে হারায় আল নাস্র। দুই অর্ধে গোল দুটি করেন রোনাল্ডো। ম্যাচের সপ্তদশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডো। ৭৯ মিনিটে সতীর্থের পাস থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন রোনাল্ডো। পর্তুগিজ তারকার ক্যারিয়ারে গোল হলো ৯১৫টি। এই বছরে ৫০ ম্যাচে তার গোল এখন ৪২টি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত সোমবার আল গারাফাকে আল নাস্র ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল। সেই ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তিন নম্বরে আছে আল নাসর। ১১ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে আল হিলাল দুইয়ে, ৩০ পয়েন্ট নিয়ে আল-ইত্তিহাদ শীর্ষে আছে।

৯ হাজারে পা রাখলেন উইলিয়ামসন

ক্রাইস্টচার্চ, ৩০ নভেম্বর ঃ ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড তোলে ৪৯৯ রান। প্রথম ইনিংসে ১৫১ রানে পিছিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ড শনিবার তৃতীয়. দিন শেষ করেছে ৬ উইকেট ১৫৫ রান নিয়ে। চার উইকেট হাতে নিয়ে.তারা এগিয়ে. আছে মাত্র চার রানে। আগের দিনের পারফরম্যান্স ধরে ইংল্যান্ডের শেষের ব্যাটসম্যানরাও ঝ। তুলে দলকে নিয়ে যায় পাঁচশর কাছে। এরপর ব্রাইডন কার্স ও ক্রিস ওকসের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সামনে দ্বিতীয়. ইনিংসে দাঁড়াতে পারেনি নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা। সব মিলিয়ে তিন দিন শেষেই ক্রাইস্টচার্চে জয় দেখছে ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মাঝে রুখে দাঁড়ান উইলিয়ামসন ও ড্যারিল মিচেল। প্রথম ইনিংসে ৯৩ রান করা উইলিয়ামসন দ্বিতীয়. ইনিংসেও (৬১) ভালো ব্যাটিং করলেন। তাকে ভরসা জুগিয়ে ৩১ রানে অপরাজিত আছেন মিচেল। শনিবার ১৮২-তম ইনিংসে ৯ হাজারে পা রাখলেন উইলিয়ামসন। ইংল্যান্ডের হয়ে.ওকস নিয়েছেন তিনটি উইকেট আর কার্সও নিয়েছেন তিনটি উইকেট।

ওপেন করা উচিত নয় রোহিতের, বলছেন পূজারা

পারথ, ৩৩০ নভেম্বর ঃ পারথ টেস্টে ঐতিহাসিক জয়ের পর ফুরফুরে মেজাজে ভারতীয় শিবির। তবে সেই ফুরফুরে মেজাজের মধ্যেও অদ্ভুত অস্বস্তিতে ভারতীয় শিবির। কীসের অস্বস্তি? আসলে প্রথম ম্যাচে রোহিত শর্মা, শুভমান গিলকে পায়নি টিম ইন্ডিয়া। তাঁদের পরিবর্তে যারা প্রথম একাদশে খেলেছিলেন সেই দেবদত্ত পাড়িক্কল এবং ধ্রুব জুড়লে ভালো পারফর্ম করতে না পারলেও বিশেষ সমস্যায় পড়েনি ভারতীয় শিবির। বরং দীর্ঘদিন বাদে রোহিতের অনুপস্থিতিতে ওপেন করার সুযোগ পেয়ে নজর কে।ছেন কেএল রাহুল।

অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে অনিশ্চিয়তা
বাংলার হারের সঙ্গেই শামির চোটে ফের আতঙ্ক!

৩০ নভেম্বর ঃ থেমে গেল বাংলার জয়রথ। টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর অবশেষে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে হার মানতে হল মধ্যপ্রদেশের কাছে। স্কোরবোর্ডে ব্যাটাররা বড় রান তুললেও ব্যর্থ হল বোলিং বিভাগ। যে কারণে ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের কাছে ৬ উইকেটে হারল বাংলা। সেই সঙ্গে ফের চোটের আতঙ্কে অস্ট্রেলিয়া যাওয়া নিয়ে অনিশ্চিয়তা দেখা দিল মহম্মদ শামির ক্ষেত্রে। সৌরাষ্ট্রের নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলার অধিনায়ক সুদীপ কুমার ঘরামি। এর আগে এই মাঠেই মণিপুরকে হারিয়ে এলিট এ গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছিল বাংলা। এদিনও ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন ওপেনাররা। ৪ ওভারের মধ্যেই ৪০-র গণ্ডি পেরিয়ে যায়। অভিষেক পোড়লে ১৪ বলে ২৫ রান করেন। করণ লাল ৩০ বলে করেন ৪৪ রান। তাঁরা ফিরে যাওয়ার পরও রানের গতি কমেনি। শাকির গান্ধী (৩১), সুদীপ কুমার ঘরামি (২৯) বাংলার ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। পরের দিকে ঝড় তোলেন শাহবাজ আহমেদ। ১৬ বলে ৩৭ রানের ইনিংস খেলেন বাংলার অলরাউন্ডার। তবে শেষের দিকে ধারাবাহিকভাবে উইকেট না হারালে রান আরও বাড়তে পারত। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে বাংলা ১৮৯ রান করে। রান তাড়া করতে নেমে বিন্দুমাত্র চাপে পড়েনি মধ্যপ্রদেশ। শুভ্রাংশু সেনাপতি করেন ৩৩ বলে ৫০ রান। অন্যদিকে ৪০ বলে ৬৮ রান করেন রজত পাতিদার। মূলত দুজনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়েই ম্যাচের রাশ ক্রমশ আলগা হতে থাকে। বাকি কাজ করে দেন আইপিএল নিলামে ২৩.৭৫ কোটি টাকায় কলকাতা নাইট রাইডার্সে আসা ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ৯ বলে ১২ করেন তিনি। ১১ বলে ২১ রান করে অপরাজিত থাকেন হরপ্রীত সিং ভাটিয়াও। বল হাতে ব্যর্থ মহম্মদ শামি। ৪ ওভারে ৩৮ রান দেন তিনি। কোনও উইকেট পাননি। এর মধ্যেই হঠাৎ আতঙ্ক তৈরি হয় শামিকে নিয়ে। কোমরে হাত দিয়ে আচমকাই বসে পড়েন। কিছুদিন আগেই চোট সারিয়ে ফিরেছেন তিনি। ফলে ফের ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যদিও পরে উঠে ফের বল করেন। অন্যদিকে ২টি করে উইকেট তুলেছেন কণিষ্ক শেঠ ও সায়ন ঘোষ। শেষ পর্যন্ত ২ বল বাকি থাকতে মধ্যপ্রদেশ জেতে ৬ উইকেটে। এ গ্রুপে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে বাংলা। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে রাজস্থান। সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মধ্যপ্রদেশ।

দুর্নীতির মামলায় গ্রফতার দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার লনওয়াবো সতসবে

ডারবান, ৩০ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রাক্তন শীর্ষ বোলার লনওয়াবো সতসবেকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ। সতসবের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ক্রিকেটার থামি সোলেকিল এবং এলি এমবালাতিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দক্ষিণ আফ্রিকার এই তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নির্মূল আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ফিক্সিং-এর কারণে যে ৭ ক্রিকেটারকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, সতসবে, সোলেকিল ও এমবালাতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশের বিশেষ শাখা ডিরেক্টরেট ফর প্রায়োরিটি ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন।

অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টের আগে প্রস্তুতিতে ধাক্কা ভারতের

পারথ,৩০ নভেম্বর ঃ বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টে জয় পেয়ে সিরিজে এগিয়ে রয়েছে ভারত। ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। যা হবে অ্যাডিলেডে। গত সফরে পিঙ্ক বলে দিন-রাতের টেস্টে মাত্র ৩৬ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এবার অবশ্য সেই টেস্টের আগে ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়ে গেল প্রথম দিনের ম্যাচ। সকাল থেকেই আকাশের মুখভার ক্যানবেরায়। মানুকা ওভালে কখন টিম ইন্ডিয়া নামবে, সেটা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ছিল। দুদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিনে আদৌ ভারত নামতে পারবে না, সংশয় ছিল সেটা নিয়েও। আর সেটাই সত্যি হল। সকাল থেকে টানা বৃষ্টি। পরের দিকে সেটা কমলেও ম্যাচ শুরু করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। আম্পায়াররা মাঠে নেমে পরিদর্শন করেন। অবশেষে প্রথম দিনের ম্যাচ বাতিল করে দেওয়া হয়।
তাহলে উপায়? আজকাল ফের মাঠে নামবে ভারত। তবে একদিনের জন্য ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে দুই দলই। তাতে অন্তত কিছুটা প্রস্তুতি নেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ১০-এ। টস হবে সকাল ৮টা ৪০-এ।

প্রথম টেস্টে না খেললেও অ্যাডিলেডে নামতে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। পারথ টেস্টের মাঝপথে এসেই তিনি পিঙ্ক বলে অনুশীলন করে দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে নজর থাকবে যশস্বী-রাহুলের ওপেনিং জুটি ভাঙে কিনা, নাকি রোহিত নেমে আসেন পরের দিকে। তাছাড়া রোহিত দলে ঢুকলে বাদ যাবেন কে? সুস্থ হয়ে উঠেছেন শুভমান গিলও। অ্যাডিলেডে ভারত কোন একাদশ নামাতে পারে, ক্যানবেরাতে তার একটা ছবি পাওয়া যেতেই পারে।

কলকাতা লিগ নিয়ে বেশ জটিলতা রয়েছে
চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের খেলা হতে পারে মঙ্গলবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ কলকাতা লিগের ভবিষ্য নিয়ে সমস্ত তথ্য জানা যাবে আগামী মঙ্গলবার। চ্যাম্পিয়নশিপের এখনও ইস্টবেঙ্গল, ডায়মন্ডহারবার এফসি, ভবানীপুর ও মহামেডানের খেলা বাকি রয়েছে। সেই বাকি ম্যাচগুলো এবার আয়োজন করতে চায় আইএফএ। মঙ্গলবার আইএফএ এই চার ক্লাবকে বৈঠকে ডেকেছে। চার ক্লাবের সঙ্গে কথা বলার পর বাকি ম্যাচের সূচি তৈরি করবে তারা। এখনও লিগ জয়ের দৌড়ে সমানভাবে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ডহারবার এফসি। সন্তোষ ট্রফির প্রাথমিক রাউন্ডের খেলা থাকার জন্য গত কয়েক সপ্তাহে ঘরোয়া লিগের খেলা দেয়নি রাজ্য ফুটবল সংস্থা। সন্তোষের প্রাথমিক পর্বের খেলা হয়ে যাওয়ার পর এবার লিগ শেষ করার জন্য এই বৈঠক ডেকেছে তারা। তবে দীর্ঘদিন পর ফের লিগ শুরু করতে যথেষ্টই বেগ পেতে হতে পারে আইএফএ-কে।

ইতিমধ্যেই কোচ কিবু ভিকুনা ডায়মন্ডহারাবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছেন। তিনি ফিরবেন আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে। তাদের একাধিক ফুটবলার আবার রয়েছেন সন্তোষ ট্রফির বিভিন্ন রাজ্য দলে। লিগের ম্যাচ খেলার আগে এক সপ্তাহ অনুশীলনের সময় চাইবে তারা। তার আগে খেলা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে কলকাতা লিগ নিয়ে বেশ জটিলতা রয়েছে। যা মেটানো সহজ হবে না। সেকারণেই বিস্তারিত আলোচনা চাইছেন আইএফএ কর্তারা। আসলে লিগ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। আইএফএ কর্তারা আর বিতর্ক চাইছেন না।

এবার নিলাম হবে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের

৩০ নভেম্বর ঃ কয়েকদিন আগেই হয়ে গিয়েছে আইপিএলের মহা নিলাম। উড়েছে ৬৪০ কোটি। ২৭ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছেন ঋষভ পন্থ একাই। এবার ফের নিলামের াসর বসবে। সেটা অবশ্য আইপিএলে নয়। বরং এবার নিলাম হবে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের। ১৫ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে ডব্লুপিএলের নিলাম। তবে খুব জায়গা ফাঁকা নেই। নিলাম হবে মাত্র ১৯টি জায়গার জন্য। সেখানে ১৪ জন ভারতীয় ও ৫ জন বিদেশি ক্রিকেটার সুযোগ পাবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকা রয়েছে গুজরাটের কাছে। তাদের হাতে আছে ৪.৪০ কোটি টাকা। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডব্লুপিএল-র রিটেনশন তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে অবশ্য বিরাট কোনও চমক দেখা যায়নি। অধিকাংশ দলই তাদের বেশিরভাগ প্লেয়ারদের ধরে রেখেছিল। হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানাও তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই থাকছেন।
গতবার ডব্লুপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পুরুষরা এখনও আইপিএল জিততে না পারলেও, সেই অসাধ্যসাধন করেছেন স্মৃতি মন্ধানারা। ফলে মূল দলটাকেই তারা ধরে রেখেছে। অধিনায়ক স্মৃতিও পুরনো দায়িত্বেই থাকছেন। এছাড়াও থাকছেন এলিসে পেরি, রিচা ঘোষ, সোফি ডিভাইনরা। অন্যদিকে হরমনপ্রীত কৌর থাকছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেই। তাদের দলও যথেষ্ট তারকাখচিত। ভারত অধিনায়ক ছাড়া আমেলিয়া কের, পূজা বস্ত্রাকার, যস্তিকা ভাটিয়ারাও মুম্বইয়েই থাকছেন। তবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইজাবেলে ওংকে। মুম্বইয়ের হাতে থাকছে ২.৬৫ কোটি টাকা। গতবারের রানার্স দিল্লি ক্যাপিটালসের হাতে অরুন্ধতী রেড্ডি, জেমাইমা রদ্রিগেজ, মেগ ল্যানিং, রাধা যাদব, শেফালি বর্মার মতো তারকাদের রিটেন করার পরও ২.৫ কোটি টাকা থাকছে। ইউপি ওয়ারিয়র্জের অধিনায়ক থাকছেন অজি তারকা অ্যালিসা হিলি। তাদের কাছে এখনও ৩.৯ কোটি টাকা আছে। গুজরাট জায়ান্টস ছেড়ে দিয়েছে স্নেহ রানার মতো তারকাকে। তবে তারা রিটেন করেছে অ্যাশলে গার্ডনার, বেথ মুনি, দয়ালান হেমলতা, হারলিন দেওলদের। সবচেয়ে বেশি টাকা আছে তাদের হাতেই।

শনিবার এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান, দুবাইতে মুখোমুখি দুই দেশ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ শুরু হয়ে গেছে। শনিবার দুবাইতে এশিয়া কাপের মঞ্চে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ডামাডোলের মধ্যে যুবদের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আকর্ষণ হতে চলেছেন ১৩ বছরের কোটিপতি বৈভব সূর্যবংশী। ভারতের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন বৈভব। গত মরসুমে রঞ্জি ট্রফিতে ডেবিউ করে এসেছিলেন শিরোনামে। মাত্র ১২ বছরেই রঞ্জি ট্রফি খেলে ফেলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, যুব দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও খেলেছেন। এই সেদিন আইপিএলের মেগা অকশনে তাঁর বেস প্রাইস ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। রাহুল দ্রাবিড়ের রাজস্থান রয়্যালস ১.১০ কোটিতে নিয়েছে বৈভব সূর্যবংশীকে। তাই তেরো বছরেই বৈভবকে নিয়ে এশিয়া কাপে আগ্রহটা বেশি। এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ স্কোয়াড- আয়ুষ মাহত্রে, বৈভব সূর্যবংশী, আন্দ্রে সিদ্ধার্থ, মহম্মদ আমান (ক্যাপ্টেন), কিরন ছোরমালে (ভাইস ক্যাপ্টেন), প্রণব পন্থ, হরবংশ সিং, অনুরাগ কাউড়ে, হার্দিক রাজ, মহম্মদ এনান, কেপি কার্তিকেয়, সামর্থ নাগরাজ, যুধাজি গুহ, চেতন শর্মা, নিখিল কুমার।

ভারতের ওয়ানডে জার্সি উদ্বোধন জয় শাহর, সঙ্গী হরমনপ্রীত

আর একদিন পরেই আইসিসির কার্যভার গ্রহণ করবেন জয় শাহ। তার আগে বিসিসিআইয়ের সদর দপ্তরে প্রকাশ্যে আনা হল ভারতের নতুন ওয়ানডে জার্সি। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর। এতদিন যে জার্সি পরে টিম ইন্ডিয়া ওয়ানডে খেলছিল, তার থেকে বেশ কিছুটা বদল এসেছে নতুন জার্সিতে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির জন্য এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। অন্যদিকে ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন জয় শাহ। তার আগে মুম্বইয়ে হরমনপ্রীত কউরের উপস্থিতিতে সামনে আনা হল নতুন জার্সি। ভারতের মহিলা দলই প্রথম এই জার্সি পরে খেলবে। যে জার্সি পরে টিম ইন্ডিয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছিল, তার হাত ও কাঁধে গেরুয়া রং ছিল। তার উপরে ছিল সাদা দাগ। ওয়ানডে জার্সি অবশ্য গতবছর বিশ্বকাপের পর বদলায়নি। নতুন জার্সিতে থাকছে চমক। কাঁধে থাকছে জাতীয় পতাকার তিন রং। লম্বা সাদা স্ট্রাইপ থাকলেও তার উপর ছড়িয়ে রয়েছে গেরুয়া, সাদা, সবুজ রং। বাকি জার্সি চিরাচরিত নীল রংয়ের। মাঝে স্পনসরের নাম-সহ গেরুয়ায় লেখা 'এই জার্সি পরে প্রথম মাঠে নামবে মহিলা দল। ২২ ডিসেম্বর থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজেই দেখা যাবে নতুন জার্সি। মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর বলছেন, জার্সি উদ্বোধনের দায়িত্ব পাওয়া বিরাট সম্মানের। এটাও আনন্দের যে আমরাই প্রথম এই জার্সি পরে মাঠে নামব। জার্সি দেখতে খুব খুব সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে কাঁধের তেরঙ্গা রং অপূর্ব হয়েছে। খুব আনন্দিত যে এরকম বিশেষ জার্সি পাচ্ছি।

ভারতীয় মহিলা হকি দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেবেন রানি

৩০ নভেম্বর ঃ ভারতীয় মহিলা হকি দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন রানি রাম্পাল হরিয়ানা সুরমা হকি দলের কোচিং নিয়ে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। যা ২০২৪-২৫ সালের হকি ইন্ডিয়া লিগের প্রথম সংস্করণে অংশ নেবে। রানি এই লিগের মেন্টর এবং কোচ হিসাবে তাঁর নতুন ভূমিকা গ্রহণ করছেন। হকি ইন্ডিয়া লিগ ২০২৪-২৫-এর প্রথম সংস্করণটি ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত রৌরকেলা (পুরুষদের জন্য) এবং রাঁচি (মহিলাদের জন্য) এই দুই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। রানি রাম্পাল বলেন, এটি প্রথমবারের মতো মহিলাদের জন্য হকি ইন্ডিয়া লিগ হচ্ছে। আমি হরিয়ানা সুরমা হকি দলের মেন্টর এবং কোচ। এটি একটি নতুন ভূমিকা, একটি নতুন চ্যালেঞ্জ, এবং একটি নতুন সংগ্রাম। আমি আমার ক্যারিয়ারে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে খেলেছি, এবং এখন আমি আশা করি যে আমি তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে আমার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা পৌঁছাতে পারব, যাতে তারা তাদের প্রতিভা থেকে সর্বোচ্চ কিছু পেতে পারে।
রানি আরও জানান, মহিলাদের হকি দলের জন্য হকি ইন্ডিয়া লিগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অনেক উত্থান-পতন হয়েছে, যা ক্রীড়াজীবনে অনেক সময় ঘটে। সম্প্রতি, মহিলা হকি দল এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে, এবং এর ফলে মহিলাদের হকি নিয়ে উচ্ছ্বাস বেড়ে গেছে। দলটি হরেন্দ্র সিংহের অধীনে খুব ভালো খেলেছে। আমাদের অনেক তরুণ খেলোয়াড় অসাধারণ পারফর্ম করেছে এবং আশা করি আমরা ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি শুরু করতে পেরেছি। শেষে, ২৯ বছর বয়সী রানি জানান, কমনওয়েলথ গেমস ভারতীয় মহিলা হকি দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। ২০০২ সালে ভারতীয় মহিলা হকি দল কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিল, যা আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই, এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলি খেলোয়াড়দের জন্য উৎসাহের উৎস হয়ে থাকে। তবে, এটি দু ঃখজনক যে হকি এখন কমনওয়েলথ গেমসে নেই। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনকে এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং এই খেলাগুলিকে সিএমজি-তে উৎসাহিত করা উচিত। গত মাসে, রানি তাঁর ১৫ বছরের হকি ক্যারিয়ারের অবসানের ঘোষণা দেন এবং ভারতীয় ক্রীড়াজগতের সবচেয়ে সজ্জিত খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন হিসেবে তাঁকে স্মরণ করা হবে। ক্যারিয়ারের ২৫৪ ম্যাচে ২০৫ গোল করা রানি ২০২০ সালে মেজর ধ্যাণচাঁদ খিলরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত হন, এছাড়াও তিনি পদ্মশ্রী সম্মাননা লাভ করেছেন। হকি থেকে অবসর নেওয়ার পর, রানি ভারতীয় মহিলা হকি দলের কোচ এবং হরিয়ানা সুরমা হকি ক্লাবের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব নেবেন এবং আগামী ডিসেম্বর থেকে হকি ইন্ডিয়া লিগে অংশগ্রহণ করবেন।

ডিসেম্বর সংখ্যা

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com